চৌতাল।—ধাধা দিন্তা, কৎ তেটে, তেটেটা তেটে
গেদি ঘিনা।

ঝাপতাল।—ধাগে, ধাকেকৎ, তাগে, ধাঘেঘে।
ধাগে, ধাগেতিন, নাক, ধাগেধিন।
ধাগে ধাগেকৎ, ধাক্, ধাঘেড়ে না।

আড়া।—ধাগে, ধাধাদিন্তা, কৎতাগ
তেটেকতা, তাগেতেটে, গেদিঘেনা।
ধিনি, ধাগে, ধুনা, তেটেকেটে
ধেনা, তেটে কেটে ধেনা।

সুরফাক্তা।—ধা ঘেড়ে নাক্ ধি, ঘেড়েনাক্; গদ্দি ঘেড়েন
তাকে তেটে, ধাগে, ধাগে তেটে।
তেরে কেটে, তেরেকেটে, ধিন্তা, তেরেকেটে দিন্ত
তেরে কেটে ধেনা, ধিনি ধাগে ধুনা।

ধামার।—কধে ধেটে, ধাগে দিন দিন তা।
তা ধিন ধিন তা দাদ্দিন, ধিনি, তা।

পঞ্চম সওয়ারি।

১। ধিনা, ধিনা, তাদ্ধিন্না তা ত্রেকেটে ত্রেকেটে
তাতা তাত্তা তেতা ধিধি, নাধি ধিনা।

২। ধিন্ধাগ, ধিনদাগ; তা ধিনধা, ধিনদা, ধিন
তাকেটে তিন্ত তেরে কেটে তিন্তা, তিতিন নাধিন. [illegible]
[illegible]রকেটে।

# বাদ্যের বোল।

৩। ধিনাগ ধিনাগ, তাক্ ধিধা, তাক্ ধিধা, তিন তিতা। তিতি তাক্ তেরেকেটে, তাক্‌তেরেকেটে।

## রূপক।

১। ধিন ধাগ, ধিন ধাগ, তিন তিন তাক।

২। তেটে কত্তা, গেদ্দি ঘেনা, ধা দিনা তা।

৩। ধতে নাগ, ধেনে নাগ, ধুন ধুন নাগ।

## একতালা।

১। ধিন ধিন ধা, ধা তিন্তা কত্তে, ধাগেনাগে ধিন্‌ধা।

২। ধিন ধাগ ধুমা তেটে ধাগ ধুমা।

৩। ধিন ধিন ধা, ধা ধুনা, কত্তে ধাগে তেরেকেটে ধিন্‌ধা।

## তেওট।

১। ধিন ধা, তেরেকেটে ধিন ধিন ধা, তেরেকেটে তিন তা তেরেকেটে ধিন ধিন ধা তেরেকেটে।

২। ধেন্ ধেন্ ধা, ধেন্ ধেন্ দা গি, ত্রাকিতা দিন্তা ধিন্ ধিন্ দাগিতেটে।

৩। ধিন্ ধিন্ দা, ধিন্ ধিন্ দা দা তিন্ তিন্ তা ধিন ধিন্ দা দা।

## আড়া খেমটা।

১। তেরেকেটে ধিন, ধাগেনাগে তিন, তা তেরে-কেটে তিন, তাগেনাকে ধিন।

# সঙ্গীতকল্পদ্রুম।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

---

### জাতীয় সঙ্গীত।

ঝিঁঝিট—খেম্‌টা।

গাওরে ভারত সঙ্গীত, সবে প্রাণ ভ'রে।
ভারতীর অর্চ্চিতে ভক্তি পূত বীণা করে॥
নিত্য-জাগ্রত প্রাণে প্রাণে, জনম তীর্থ স্থানে
জননীর নাম গানে, ভাস আনন্দ সাগরে।
মত্ত আর ঘুমে রবে, জাগরে জাগরে সবে,
ঐ শুন বাজে ভেরি আশার মোহন স্বরে।
সাধনায় সিদ্ধি ফলে, সাধিলে মন্ত্র বলে,
এ নম্র কণ্ঠ খুলে, ঘোষ সবে ঘরে ঘরে।
গিরি বিদরে যদি, শুষে যায় সিন্ধু নদী
তথাপি মন্ত্রযোগে, সাধিবে মন্ত্র অন্তরে।
হৃদয়ে আরাধনা, বাসনায় উদ্দীপনা,
আহুতি প্রাণ মন, ভক্তির সোপান' পরে॥

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

খাম্বাজ—একতালা।

বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
সবাই জাগ্রত এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

আরব্য, মিসর, পারস্য, তুরকী,
তাতার তিব্বত অন্য কব কি,
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয়জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

বিংশতি কোটি মানবের বাস,
এ ভারত ভূমি যবনের দাস,
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা।
আর্য্যাবর্ত্তজয়ী পুরুষ যাহারা,
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা?
জন কত শুধু প্রহরী পাহারা?
দেখিয়ে নয়নে লেগেছে ধাঁধা।

ধিক্ হিন্দুকুলে বীরধর্ম্ম ভুলে,

দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু করতলে,
সোণার ভারত করিতে ছার।

হীন বীর্য্য সব হয়ে কৃতাঞ্জলি,
মস্তকে ধরিতে বৈরি পদধূলি,
হাদে দেখ ধায় মহা কুতূহলী,
ভারত নিবাসী যত কুলাঙ্গার।

এসেছিল যবে আর্য্যাবর্ত্ত ভূমে,
দিক অন্ধকার করি তেজোধূমে,
রণরঙ্গমত্ত পূর্ব্বপিতৃ গণ
যখন তাহারা করেছিলা রণ,
করেছিল জয় পঞ্চনদ গণ,
তখন তাহারা ক'জন ছিল?

আবার যখন জাহ্নবীর কূলে,
এসেছিল তারা জয়ডঙ্কা তুলে,
যমুনা কাবেরি নর্ম্মদা পুলিনে,
দ্রাবিড় তৈলঙ্গ দাক্ষিণাত্য বনে,
অসংখ্য বিপক্ষ পরাজয়ী রণে,
তখন তাহারা ক'জন ছিল?

এখন তোরা যে শতকোটী তার,
স্বদেশ উদ্ধার করা কোন্ ছার,

পারিস্ পারিতে থাকিতে থাকিতে,
সুমেরু অবধি কুমারী হইতে,
বিজয়ী পতাকা ধরায় তুলিতে,
বারেক জাগিয়ে করিলে পণ।

ওরে ভিন্ন জাতি শত্রুপদতলে,
কেন রে পড়িয়া থাকিস্ সকলে,
কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন শৃঙ্খলে,
স্বাধীন হইতে করিস্ মন।

ওই দেখ সেই মাথার উপরে,
রবি শশী তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যে রূপে দিক্ শোভা করে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।

সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনও বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যগিরি এখনো উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখনো ধাবিত,
পুরাকালে তারা যে রূপ ছিল।

কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশন সম,
হিন্দু বীরদর্প বুদ্ধি পরাক্রম,
কাঁপিত যাহাতে স্থাবর জঙ্গম,

জপ তপ আর যোগ আরাধনা,
পূজা হোম যাগ প্রতিমা অর্চনা,
এ সকলে এবে কিছুই হবে না,
তূণীর কৃপাণে কর রে পূজা।

যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে,
বায়ু উল্কাপাত বজ্র শিখা ধ'রে,
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।

তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে,
প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হ'তে,
স্বাধীনতা রূপ রতনে মণ্ডিতে,
যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও।

ছিল বটে আগে তপস্যার বলে,
কার্য্যসিদ্ধি হ'ত এ মহীমণ্ডলে,
আপনি আসিয়া ভক্ত রণস্থলে,
সংগ্রাম করিত অমরগণ।

এখন সে দিন নাহিক রে আর,
দেব আরাধনে ভারত উদ্ধার,
হ'বে না হ'বে না খোল তরবার,

## নবীতরঙ্গ কল্প।

অস্ত্র পরাক্রমে হও বিশারদ,
রণরঙ্গ রসে হও রে উন্মাদ,
তবে সে বাঁচিবে, ঘুচিবে বিপদ,
জগতে যদ্যপি থাকিতে চাও।

কিসের লাগিয়া হলি দিশেহারা,
সেই হিন্দুজাতি সেই বসুন্ধরা,
জ্ঞান বুদ্ধি জ্যোতিঃ তেমতি প্রখরা,
তবে কেন ভূমে পড়ে লুটাও।

ওই দেখ সেই মাথার উপরে,
রবি শশী তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যে রূপে দিক্ শোভা করে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।

সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনো বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখন উন্নত,
সে জাহ্নবী বারি এখনো ধাবিত,
কেন সে মহত্ত্ব হবে না উজ্জ্বল।

বাজরে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,

( ৬ )

রূপবতী সাধ্বী সতী ভারত ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা?
শর্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত ললনা।
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।

( ৭ )

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ,
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন,
বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারত ভূষণ।
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।

## দশভুজা ।

### অহং —— একতালা ।

এই যে শরদে ভারত আকাশে,
একি ভয়ঙ্করী একিও ছায়া ?
কোটি রবি রূপ জ্যোতিতে প্রকাশে,
এ দৃঢ় ভারতে কাহার কায়া ?

ভুজ দশদিশে ক্রোধ উত্তেজনা,
ঘৃণা শোক অস্ত্র বিবিধ ধরা ।
শেষ সংকল্পে করেন সাধনা,
দানব বিনাশে ত্রিশূল করা ॥

রূপের জ্যোতিতে নয়ন-ভাতিতে,
রবি শশী ছিঁড়ি পড়িছে পদে ।
সিংহ পৃষ্ঠে পদ দন দিয়ে দম,
দৈত্যকেশ বাম ধরিয়া ক্রোধে ॥

একত্র স্বাধীনা লক্ষ্মী সরস্বতী,
দুপাশে শোভিছে দুটী যোড়শী
হাঁকে ভয়ঙ্করা দে গো দে দে গো যুদ্ধ,
আসিনি যোঝিনি ! জেনো রে আমি ॥

পাপের অসুরে নাশিবে স্বরূপ,
হয় ভারতের অধীন হবে ।

ডুবাইল তাঁরে সব ফুরাইল,
গোলাম গোলামী করিতে ছুটিল,
ভারত সুতার বংশায় যত।
যারে শুধু লাথি শির পাতি লয়,
আর সেই তার বলে নাহি ভয়,
এতেই এ জাতি গরিমা হত?

নিদ্রোহ বাঙ্গালী সকল অধম,
নাই জগতেতে গোলাম যেন।
পায় উপবাসেতে পুষ্ট কলেবর,
ইহাদের চিন্তা ফুরেনা কেন?

এই যে শরতে ভারত আকাশে,
এই যে প্রকৃত কাহার হাসি?
কোটি রবি চন্দ্র জোতিতে প্রকাশে,
এ মৃত ভারতে কাহার নাশা

এই যে শরৎ এই যে আশ্বিন,
দেখ চেয়ে দেখ ভারত বাসী।
অসুরের বুকে আরোপিয়া শূল,
হাসে দশভুজা বিশ্ব ধাসি।

ছাড়িয়া গোলামী চেয়ে দেখ সবে,
এইবার মাথা খাড়া করি উঠিবে,

বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে ॥
বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশ প্রহরণ ধারিণী;
কমলা কমলদল বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরম্ বন্দে মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

---

## যমুনা লহরী।

সখী——গত।

নির্ম্মল সলিলে বহিছে সদা
তটশালিনী সুন্দরী যমুনে। ও
মত্ত কত হরম্য, নগরী তীরে,

পাড়ি তব তীরে, যবন গৌর ছবি,
অন্ধকারিয়েছে কত কঙ্কন ও ।
যুগ যুগ ব্যাপী, প্রবাহ তোমারি,
দেখিল কত শত ঘটনা ও ।
তব জল বুদবুদ, সম কত রাজা
পরকাশিল লয় পাইল ও ।
কল কল ভাষে, বহিয়ে কাহিনী
কহিছ সবে কি পুরাতনে ও ।
স্মরণে আসি, পরাণ পরশে কথা
ভূত সে ভারত গাঁথা ও ।
তব জল-কল্লোল, সহ কত সেনা
গরজিল কোন দিন সমরে ও ।
আজি সব নীরব, রে যমুনে সব,
গত যত বৈভব কালে ও ।
শ্যাম সলিল তব, লোহিত ছিল কভু,
পাণ্ডব কুরুকুল শোণিতে ও ।
কাঁপিল দেশ, তুরগ গজ ভারে
ভারত স্বাধীন যে দিন ও ।
তব জলতীরে, পৌরব যাদব
পাতিল রাজ সিংহাসন ও ।
শাসিল দেশ, অরিকুল নাশি
ভারত স্বাধীন যে দিন ও ।

## বসন্ত বাহার — একতালা।

আঁধার ভারতে আলো কে আর জ্বালিবে রে।
আলোকিতে ছিল যারা, একে একে গেছে তারা,
ত্যজি যায় শুকতারা, যেমন প্রভাতে রে।
বিদেশী চাতক আজি পিয়িতেছে জল রে।
দুঃখে ভারত জননী, করিছে রোদন ধ্বনি,
হারাইলে মণি ফণী যেমন বিষাদে রে।
আর কি চকোর আজি, পিয়িবে রে সুধারাশি,
পূরবে ভারত-শশী, যেমন উদিলে রে।
ভারত বিহঙ্গগণ, গাবে কি মধুর গান,
তারা পূরবে যেমন, গাইত উদ্যানে রে।
সে সুখের দিন হায়, আসিবে কি পুনরায়,
পলাবে কি দুরাশয়, ভারতের অরি রে।
আঁধার ভারতে আলো কে আর জ্বালিবে রে।

অবিনাশচন্দ্র মিত্র।

---

## ঝিঁঝিট — একতালা।

আয় রে আয় রে ভারতবাসী আয় মনে মিলে,
প্রণমি ভারত মাতার চরণ কমলে।
ওরে মুসলমান ভাই, আজি জাতি ভেদ নাই,
এ কাজেতে ভাই ভাই, আমরা সকলে।

বিলাতি কাপড়েতে ভুলে, আর কেন মা টাকা ফেলে,
যতন করে যাতে দেশের টাকা বাড়ে।

অশ্বিনীকুমার দত্ত।

---

## ললিত—আড়া।

যদি গাবে গাও বসে দুঃখের কাহিনী।
মিলিয়া অজস্র স্বরে মাতা ও মেদিনী॥
কাঁদিনী কোমল গানে, মজো না সুখকগানে,
সুশীতলে বেও নাকো মদিরা সেবন;
উপেক্ষিয়া সাধু ভাবে, জাগাও নিদ্রিত জীবে,
পুলকে বঙ্গের অঙ্গে নাচুক ধমনী।
আর দুঃখ সহে না, দেখিলে যাতনা,
দিবানিশি দেখিতেছি তবুও ভাবনা;
বঙ্গের বিলাপ গীত উঠুক ভবনে,
তাপুক বনে নীরে বঙ্গের ভামিনী।

জগদীশ্বর সেন।

## জাতীয় সঙ্গীত সমাপ্ত।

---

## ঝিঁঝিট — ঠুংরি।

কর তাঁর নাম গান, যতদিন দেহে রহে প্রাণ।
যাঁর মহিমা জ্বলন্ত জ্যোতি, জগত করে হে আ
স্রোত বহে প্রেম পীযূষবারি, সকল জীব সুখক
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত,
বাক্যে বলিতে কি পারি?
যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্তে সকল শোক অপসারি
উচ্চে নীচে দেশ দেশান্তে জল গর্ভে কি আকাশে
অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর,
এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে।
চেতন নিকেতন, পরশ রতন, সেই নয়ন অনিমে
নিরঞ্জন সেই, যাঁর দরশনে, নাহি রহে দুঃখ লে

রামমোহন রায়।

## ইমন কেদারা — আড়াঠেকা।

মানিলাম হও তুমি পরম সুন্দর,
সুহৃদ্গণ মনে তার সর্বগুণে গুণাকর।
রাজ রাজ্য অধিকার, নানাবিধ পরিবার,
অশ্ব রথ গজ দ্বারে, অতি শোভাকর।
কিন্তু কেন মনে ভেবে, কেহ সঙ্গে নাহি যাবে,
অবশ্য ত্যজিতে হবে কিছু দিনান্তর।

অতএব বলি শুন, ত্যজ দম্ভ তমোগুণ,
মনেতে বৈরাগ্য আন, ভজ সত্য পরাৎপর।

রামমোহন রায়।

## শাহানা — ধামার।

ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়,
যাঁহাতে করিলে প্রীতি, জগতের প্রিয় হয়।
জড় ছিলে সচেতন, যে করে তোমারে,
পুনর্ব্বার জন্ম যাকে, পারে নাশিবারে,
জগতের আত্মা সেই জানিহ নিশ্চয়।

রামমোহন রায়।

## হাম্বির — আড়াঠেকা।

...নিত্য সুখ-দুঃখায় ক্রমে আয়ু হয় ক্ষীণ,
আমি কর্ত্তা আমি ধনী এই মনে যায় দিন।
...র আশা বশীভূত, কুসঙ্গে কুপথে রত,
...তেঃ আত্মবিস্মৃত, হারাইয়া তত্ত্বধন।
...বা আদি চতুষ্টয়, কাম আদি রিপু ছয়,
...শতে মরিয়া লয়, পরম পদার্থ হয়।
...র এই পরমার্থ, না ভাবিলে সে পদার্থ,
...শাস্ত্র সকলি ব্যর্থ, সার সত্যের সাধন।

রামমোহন রায়।

নাথ হে, পরমেশ্বর আশ্রয়,
মম শীতল কর হে নাথ ( চরণ পল্লবের ছায়ায় )
আমি দেখিলাম অনেক করে শান্তি নাই এ সংসারে,
তুমি মাত্র শান্তির আলয় হে ;
শান্তি কিছুতেই মিলেনা ( ধন বল সম্পদ বল ),
অধম বলে কর হে ঘৃণা ছাড় ব না তোমায়,
চরণ দিয়ে নিস্তার নাথ,
চরণ দিয়ে নিস্তার নাথ ভব তুফানে।

[illegible]

## ভারতবর্ষীয় হরিসাধন সমাজের গীত।

### ইমনকল্যাণ।

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যং
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপাল ! ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ ! তে চরণারবিন্দং ।
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যং
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং ॥

[illegible]

## খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

হরিনাম সুধারসে কেন রস না রসনা।
বিরস বিষয়রসে কেন সতত বাসনা॥
দারা সুত আদি সবে, সকলই পড়িয়ে রবে,
সার মাত্র সঙ্গে যাবে, সেই নামের সাধনা॥
বার বার যাতায়াতে, নানা ক্লেশ পাও পথে,
(এবার) মোহমদে অন্ধ হয়ে, যেয়োনা যেন বঞ্চিত
অতএব বাক্য ধর, হরিনামামৃত পান,
হরিনাম করে কর, ঘুচিবে ভবযন্ত্রণা॥
সদা সাধুগণ সঙ্গে, মজ ঐ নামরঙ্গে,
অনুলেপ সদা অঙ্গে, নামের সুধা-অঞ্জনা॥

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়।

## বাহার—ধামার।

কোথা হে জগন্নাথ সাধকজন মনোরঞ্জন।
কৃপাময় হরি পূর্ণব্রহ্ম মহেশ্বর ভবভয়ভঞ্জন॥
নামগুণে তরে পাপীজনে,
এসেছি হে দ্বারে মহিমা শুনে,
জানিয়ে রাখিবে কৃপাময় অনাদি অখিল কারণ।

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়।

## বাগীশ্বরী—চৌতাল।

গম্ভীর নিনাদমেঘে আঁধার হৃদয়মাঝে জাগিয়ে
বিরাজ কর হে রাধা নয়ন চকোর শশী।

আনন্দময়ী বিরাজে, ( কিবা )
আবেশ আকুলে, ভক্ত অলিকুল,
পিয়ে সুধা তার মাঝে।। ( শোণানন্দ ভরে।
দেখ দেখ মায়ের প্রসন্ন বদন, ভুবন মোহন চিত্ত বিনোদন,
পদতলে বসে বসে সাধুগণ, নাচে গায় প্রেমে হইয়ে মগন
কিবা অপরূপ আহা মরি মরি, জুড়াইল প্রাণ দরশন করি
প্রেমধাম মাকে মনে প্রাণে ধরি,
গাও ভাই মায়ের জয়। ( দে )

চিরঞ্জীব শর্ম্মা।

## বাহার — একতালা।

দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে।
কি ভয় সংসার-শোকে ঘোর বিপদ-শাসনে।
অরুণ উদয়ে আঁধার যেমন, যায় জগত ছাড়িয়ে;
তেমনি দেব তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে,
ভকত-হৃদয় বীত শোকে তোমার মধুর সান্ত্বনে।
তোমার করুণা, তোমার প্রেম, হৃদয়ে প্রভু ভাবিলে,
উথলে হৃদয় নয়ন বারি রহে কে নিবারিতে;
জয় করুণাময়, জয় করুণাময়,
তোমার প্রেম গাইয়ে,
যায় যদি যাক্ প্রাণ তোমার কর্ম্ম সাধনে॥

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## খাম্বাজ—একতালা ।

কত ভালবাসা গো মা, মানব সন্তানে ; (পাপী)
মনে হলে প্রেম-ধারা ঝরে দুনয়নে ।
তব পদে অপরাধি, আছি আমি জন্মাবধি,
তবু চেয়ে মুখপানে, প্রেমনয়নে,
ডাকিছ মধুর বচনে ;—বারবার প্রেম ভরে
ডাকিছ গো মা,—প্রেম নাহি প্রসারিলে,—
স্নেহে বিগলিত হলে,—আর আপ তারা বলে,—
অপরাধ ক্ষমা করে, হাসি মুখে প্রেমভরে,
(ওমা আনন্দময়ী)—জীবের জন্য
রচিল দেশ, আমাদের জন্যে,
স্বর্গ নিকেতনে গো মা, কত সুখ শান্তি,
অতুল সম্পত্তি, রেখেছ যতনে,
নিজ হাতে সাজাইয়ে বিবিধ বিধানে ।
তোমার প্রেমের ভার, বহিতে পারিনে গো আর,
প্রাণ উঠিছে কাঁদিয়া হৃদয় ভেদিয়া তব স্নেহ দরশনে ;
লইনু শরণ মাগো তব শ্রীচরণে ॥

ত্রিগুণীর পার্থ ।

## ঝিঁঝিট—ঠুংরী ।

জয় তাঁর নাম গান,
যতদিন রবে দেহে প্রাণ ।

## খাম্বাজ — মৎ।

ঠাকুর তেরই শরণাই আয়া।
উতারা গেয়া মেরা মন কি সংশয়,
যব তেরা দরশন পায়া।
অনা বোলাতা মেরে বেরথা জানি,
আপনানাম জপায়া,
দুখ নাটে সুখ সহজে সমায়া,
আনন্দ গুণ গায়া।
বাহু পাকড়ত কাঢ় লিনে আপনা গৃহ,
অন্ধকূপেতে মায়া।
কহে নানক গুরো বন্ধন কাটে,
বিছরত আন মিলায়া।

নানক।

## ভৈরবী — মধ্যমান।

তাই ডাকি হে তোমায় বলে দয়াময়।
ডাকিলে কাতর প্রাণে শীতল হয় হৃদয়।
নাম গানে প্রেমোদয়, দরশনে কত সুখ হয়,
স্বরূপ চিন্তনে পাপ ভয় দূরে যায়।

হবে প্রেমামৃত রস, পবিত্র জ্যোতি পরশে,
হৃদয় উদ্যানে প্রেম ফুল বিকশিত হয়॥

## রাগিণী সাহানা — তাল মধ্য।

থাকবোনা আর এ সংসারে,
প্রেমধামে যাবো চলে,
প্রেমময়ের প্রেমমুখ, দেখবো প্রেম-নয়ন-মেলে।
প্রেমের নিকুঞ্জ বনে, বসে প্রেম যোগাসনে,
দিব তারে প্রেমাঞ্জলি, বসাইয়া হৃদ কমলে।
হবে প্রেমাকুল প্রাণ, গাবো প্রেম গুণগান,
আনন্দে করিব কেলি, প্রেম সরোবরের জলে।
নিরখিব প্রেমোল্লাসে, প্রেমচন্দ্র প্রেমাকাশে,
জুড়াবে প্রাণের ক্ষুধা, নিত্য প্রেম সুধাপানে।
প্রেমের খেলা প্রেমের রঙ্গ, করবো প্রেমের যজ্ঞযাগ
প্রেমময়ের প্রেমানলে, প্রাণাহুতি দিব ঢেলে।

আনন্দ চন্দ্র মিত্র।

## ইমন কল্যাণ — চৌতাল।

শোন ওঁর সুধাবাণী শুভ মুহূর্তে শান্ত প্রাণে,
ছাড় ছাড় কোলাহল, ছাড়রে আপন কথা।

কোন সুধা করে পান।
কোন আলোকে আঁধার দূরে যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## কানাড়া — একতালা।

কি গাব আমি কি শুনাব
আজি আনন্দ ধামে।
পুরবাসীজনে এনেছি ডেকে
তোমার অমৃত নামে।
কেমনে বর্ণিব তোমার রচনা,
কেমনে বন্দিব তোমার করুণা,
কেমনে গলাব হৃদয় প্রাণ
তোমার মধুর প্রেমে॥
তব নাম লয়ে চন্দ্র তারা
অসীম শূন্যে ধাইছে।
রবি হতে গ্রহে ঝরিছে প্রেম
গ্রহ হতে গ্রহে ছাইছে।
অসীম আকাশ নীল শতদল
তোমার কিরণে সদা ঢল ঢল,
তোমার অমৃত সাগর মাঝারে
ভাসিছে অবিরামে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## বাহার — তেওরা।

আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ
তোমারি সুগন্ধ হে ॥
কত আকুল প্রাণ আজি গাহিছে গান
চাহে তোমারি পানে আনন্দে হে ॥
জ্বলে তোমার আলোক দ্যুলোকে ভূলোকে
গগনে উৎসব-প্রাঙ্গণে—
চির জ্যোতি পাইছে চন্দ্র তারা
আঁখি পাইছে অন্ধ হে ॥
তব মধুর-মুখ-ভাতি বিহসিত
প্রেম বিকশিত অন্তরে—
কত ভকত ডাকিছে নাথ যাচি
দিবস রজনী তব সঙ্গ হে ॥
উঠে সজনে প্রান্তরে লোক লোকান্তরে
যশোগাথা কত ছন্দ হে।
ঐ ভব শরণ প্রভু অভয়পদ তব
সুর মানব মুনি বন্দে হে ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## বেহাগ — যৎ।

কেন জাগে না জাগে না অবশ পরাণ।
নিশি দিন অচেতন ধূলি-শয়ান।

একেলা আমারে ফেলে যাবে শেষে
অকূল পাথারে আসিয়া।
সুজনের তরে চাই চারিধারে,
আঁখি করিতেছে ছলছল।
আপনার ভারে মরি যে আপনি
কাঁপিছে হৃদয় হীনবল।

### গৌড় মল্লার—কাওয়ালী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তোমার দেখা পাব বলে এসেছি যে সখা
শুন প্রিয়তম হে, কোথা আছ লুকাইয়ে,
তব গোপন বিজন গৃহে লয়ে যাও।
দেখাও সরায়ে তোমার আনন,
আবরণ সব দূর কর হে,
মোচন কর তিমির,
জগতে আড়ালে থেকো না বিরলে
লুকায়োনা আপনারি মহিমা মাঝে,
তোমার গৃহের দ্বার খুলে দাও।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

### দেশ—কাওয়ালী।

আর কে দিবে আর সান্ত্বনা।
সকলে গিয়েছে হে তুমি যেওনা,
চাহ প্রসন্ন নয়নে প্রভু দীন অধীন জনে।
চারিদিকে চাই হেরি না কাহারে,

কোথা কে আছে নাহি জানি;
তোমার মাধুরী পানে মেতেছি ;
ডুবেছে মন ডুবেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## সিন্ধু বিজয় — তেওরা।

ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম,
অপূর্ব্ব শোভন ভবজলধির পারে জ্যোতির্ম্ময়।
শোক তাপিত জন সবে চল
সকল দুঃখ হবে মোচন।
শান্তি পাইবে হৃদয় মাঝে
প্রেম জাগিবে অন্তরে।
কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ
না জানি কি ধ্যানে মগন।
স্তিমিত লোচন কি অমৃত রস পানে
ভুলিল চরাচর।
কি সুধাময় গান গাইছে সুরগণ,
বিমল বিভুগুণ-বন্দনা।
কোটি চন্দ্রতারা উলসিত
নৃত্য করিছে অবিরামে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## বিভাস — একতালা।

এই বিশ্বমাঝে, যেখানে যা সাজে,
তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ।

সাকারে সাধকে তুমি যে সাকার,
নিরাকারে উপাসকে নিরাকার,
কেহ কেহ কয়, ব্রহ্ম জ্যোতির্ময়,
সেই তুমি নগনন্দিনী জননি ।
যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়,
সে অবধি সে পরব্রহ্ম কয়,
তৎপরে তুরীয়- অনির্বচনীয়,
সকলি মা তারা ত্রিলোক ব্যাপিনী ॥

মহারাজা গিরিশচন্দ্র রায় ।

প্রসাদী সুর — একতালা ।

ডুব দে রে মন কালী বলে ।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে ॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু'চার ডুবে ধন না পেলে ।
তুমি দম সামর্থ্যে একডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে ॥
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে রে মন, শান্তিরূপা মুক্তা ফলে ।
তুমি ভক্তি করে কুড়িয়ে পাবে, শিবযুক্তি মত চাইলে ॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে ।
তুমি বিবেক হলদি গায়ে মেখে যাও,
ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে ॥
রতন মাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে ।
রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে, মিলবে রতন ফলে ফলে ॥

রামপ্রসাদ সেন ।

না করিলাম তব সাধন,
শেষে হতে হ'ল পরাধীন,
দিন কয়েকের জন্য আসা,
পাখী যেমন করে বাসা,
ছা উড়িয়ে যায় গো চলে,
কাননেতে থাকে স্বাধীন।
তুমি জগত জননী, দুঃখ হরা ত্রিলোচনী,
দ্বিজ নবীন অতি ঋণী,
তার প্রতি কেন কঠিন।

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

## বেহাগ — আড়াঠেকা।

এ ভারতে আসবি কত বার।
বলোনা কিছু এবার আসা যাওয়া হ'ল সার।
পূর্ব্ব জন্মের কথা জানিয়ে, জন্মান্তরে যাই ভুলিয়ে,
থাকে৷ যদি আমার মনে,
ভবসিন্ধু হতাম পার।
মায়াজালে হলাম বদ্ধ, ধর্ম্ম পথ হল রুদ্ধ,
সুকার্য্য হল না আমার, ইচ্ছা নাই আর আসিবার॥
তুমিত রাজ রাজেশ্বরী, আদ্যাশক্তি ভুবনেশ্বরী,
নবীনের নিদানকালে

মূলাধারে জীবাত্মারে, ষট্চক্র ভেদ করে,
সহস্রদলে পরমাত্মাতে,
সংযোগ কর গো সংযোগ-কারিণী ॥
কালীনাম বড় সাধ, দ্বিজ নবীন ভেবনা আর,
শ্রীচরণ স্মরণ করে যোগে বসো নির্বাণদায়িনী ॥

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ।

### মূলতান — আড়াঠেকা ।

কে রে বামা নিবিড় নীরদ বরণী ।
পদনখে কোটিচন্দ্র তিমির হরণী ॥
শব দেহোপরি পড়ি, মানসে পূজিছে হরি,
অপার মহিমা জেনে, পদতলে ত্রিশূলপাণি ।
জগত মূল ও তুমি, প্রাণে জেনেছি আমি,
অসার সংসার সার, হয়েছ আপনি ।
দ্বিজ নবীন ভাবে তাই, শ্রীচরণ করে পাই,
পাইলে জনম সফল, মোক্ষপদ সাধনার ধনি ॥

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ।

### সিন্ধু ভৈরবী — একতালা ।

শ্যামাপদ [illegible]

দ্বিজ নবীনচন্দ্র ভণে, থাকনা এই মনে মনে,
অন্তিম কালেতে যেন, দেখি গো-রাঙা চরণ ।

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ।

## বেহাগ — আড়াঠেকা ।

ভব চরণে থাকে মন ।
নিশিদিশি দেখি যেন ও রাঙা-চরণ ।।
আসার কাল হইল, ভবের খেলা ফুরাইল,
এ দুরাচারের প্রতি হও প্রসন্ন ।
হাতে রজ্জু লয়ে শমন, নাশে মহীনার কারণ,
এক্ষণ জয়েতে মাগো কর পরিত্রাণ ।।
দ্বিজ নবীন ডাকে সেই, যাবে ছাড়ি মায়া মোহ
সে সময়ে কৃপা করি, দিও গো মা শ্রীচরণ ।।

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ।

## প্রসাদীসুর — একতালা ।

কাল হারালাম কালের বশে ।
আমার মন মজিল শ্রী-রাম রসে ।।
অন্তিমকাল হবে যখন, বাঁধিবে ভবন বন্ধুজন,
ছেঁড়া চেটা ঘরে মুড়ে,
থাকবে আমার আশে পাশে ।
স্থির কর রে আপন মন, ভাব শমনের দমন,
কালী নামে ভেলা বান্ধো,
নিরুদ্বেগে থাকবে বসে ।।

## বেহাগ—ঠেকা।

মন রে ভাব কেন রে।
কালী বিনে নাইকো গতি দীন হীনেরে ॥
সুধাময় দুর্গানাম, শিবের উক্তি মোক্ষধাম,
ডেকে কর জনম সফল কি বিষয় রে।
ভেবের ভাই রসনা, তারে সংগে করোনা,
বিধিমতে বুঝাও তারে সে যেন না ভ্রমেরে।
তব যন্ত্রণা যাবে চুকে, রসনা যদি দুর্গা ডাকে,
ভবার্ণবে হরি পায় শিবশক্তি আশ্রয় রে ॥
রত থাক তন্ত্র পথে, নাহি যেও অন্য পথে,
নবীন বলে শ্যামা উদ্দেশে বসি জপরে ॥

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

## জঙ্গলা—আড়াঠেকা।

মিছে ভাবনা ভেব না মন।
কালী পদাম্বুজে মধুকর প্রাণ ॥
যাকে ভূমিমাঝে এনে দিবা যামিনী কর আগমন
বিষম মায়াজালেতে বদ্ধ হওয়ার কি প্রয়োজন ॥
অন্তিম কালের চিন্তা ডাকলে পাবি শ্যামাচরণ।
এছার মিছার দেহ যাত্র কখন আছে যাবে কখন।
তোমার এখন রসনা আছে বসে জপনারে কালীর নাম,
নবীন বলে মিছে কাজে কভু মেতে নাহি মন।
সাধ্যমত কালীর নাম মানসেতে মোক্ষধাম ॥

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

## বাগেশ্রী—আড়া।

সতত চঞ্চল মন স্ববশে হয় না,
তরিবে কেমনে ভবে সারেক ভাবিলে না।
কি সাহসে বসিছে মন, শিয়রে দাঁড়ায়ে শমন,
ধরিবে কেশেতে যখন করিবে তাড়না।।
কালগতে কালাগত করিছে মন্ত্রণা,
শুন, গুরুদাসের মনোবাঞ্ছা, তারা কি পূরাবে না।

গুরুদাস চক্রবর্ত্তী।

## ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়খেমটা।

মন, আগে কর নির্জন, হারাধন পাবি কাছে কাছে।
ছেড়ে কি ধরা যায় কিরে, সে গুড়ে বালি পড়েছে।।
সত্বে রাখিয়া মন, পরমার্থ স্বরূপিণী,
মূলে গুপ্ত হয়েছে ফণী, সে ধনী নিদ্রিতা আছে।।
সুষুম্না রন্ধ্রে ফণী, কে জাগায় কাল স্বরূপিণী,
বিনা সত্যপঙ্কজকুণ্ডলিনী, যা ভাব সকলি মিছে।
ওমা পারবিনা ছাড়াতে চরণ, গুরুদাস সজাগ আছে।

গুরুদাস চক্রবর্ত্তী।

## যোগীয়া—একতালা।

মিছে এ সংসার মন কেহ নয় কাহার রে।
মিথ্যা সত্য মায়া সংসার, সকলি অসার রে।।

ভুলায়ে ভুলবি না, যাতে তাতে।
যেমন তাঁতির সুতা, তাঁতে কাটিলে তাঁতিতে।
গুরু বাক্য ধর, ভক্তিধন আগস্থর,
অন্তের সম্বল, পরিণামে তরবি অবহেলেতে।

গুরুদাস চক্রবর্তী।

## খাম্বাজ—মধ্যমান।

গুরু বর্গে বর্গে তব নাম আছে গাঁথা,
যোগে যাগে থেকে যদি নাহি কহি কথা।
যাও যে তুমি বেটার বাতা, বারে বারে খাওনা মাথা,
নাই তব স্নেহ মমতা, এই কথা যথা তথা।
হায় গুরুর একটী কথা চাইনা মা তোর তুলি কাঁথা,
থাকে না যেন কপটতা, গুরু বাক্য নয় অন্যথা।

গুরুদাস চক্রবর্তী।

## বিভাস—একতালা।

আমি নই তোর ও রূপ ছেলে।
আমি ভয় করিনে রাগ করিলে॥
ভবের ঘাটে আনিয়ে, দিচ্ছো আমায় সোতে ফেলে।
আমি যাব ভুম ধরে পাড়ি, কর্ণধারের বাক্য ভুলে।
মায়ে পোয়ে বিবাদ দেখা, দেখি মা গুরুদাস বলে।
আমি ধরেছি ছাড়িব না চরণ, যাব না দিয়াছে কোলে

গুরুদাস চক্রবর্তী।

## রামকেলী – তিমা তেতালা।

জাগ জাগ কুলকুণ্ডলিনি মা,
ভব ভয় হারিণি, তারা গো তারিণি,
হ'রে প্রসন্না হও এ চতুর্দ্দলে,
মিলো গো সহস্র দলে ত্রিনয়নি।
গুরুদাসের মন অন্তে, করাও মা শান্তি নিতান্তে,
নিশান্তে দুর্দ্দান্ত তার
ভ্রান্তি অন্তে দিও মা শ্রীচরণ দুখানি।
কঠোর কঠোর দিও না নিস্তারিণি।

গুরুদাস চক্রবর্ত্তী।

## ভৈরবী – ঝাঁপতাল।

একমাত্র তারা মম দুঃখ হরা,
ত্রৈলোক্য তারিণী তার গো তারা,
ইন্দ্র রুদ্রে ত্রিভুবন তব যজিয়ে,
গুরুদাস কি জানে তার গীতে,
সহজে সে অতি প্রকৃতি অজ্ঞান,
তারো গো তারিণী, ত্বরা ত্রিমির হরা,
শ্মশানেশ্বরী বামী শ্যামা হৃদয়ে স্বপনে রাখা,

সাকার কি নিরাকারা কে জানে তোমায় গো মা,
দিও থাকা সত্য দয়াময়ী তারা।

গুরুদাস চক্রবর্ত্তী।

## জয়জয়ন্তী — ঝাঁপতাল।

কোথা রহিলে ওগো মা দুঃখবিনাশিনী,
আসিয়া ভব সাগরে না দিলে চরণ-তরণী,
আমার মন তাহা জানে মা ভবে মরি,
তুমি যে মা সর্ব্বময়ী সর্ব্বরূপিণী,
পারাবারের রাস্তা নাই,
তুফানে পড়ে খাবি খাই,
গুরুদাসের ভক্তি পদে প্রসন্না হও তারিণী।

গুরুদাস চক্রবর্ত্তী।

## বাহার — আড়া।

তীর্থ পর্য্যটনে যার বাসনা মনে,
হৃদিপদ্ম আঁখি দিয়ে মায়ের চরণে,
গুরুধাম গয়া কাশী,
দেখ দেখ দিয়ে মুক্তকেশী,
দূরে যাবে দুঃখরাশি, ঘুচিবে ভবযন্ত্রণা।

রিপু বল যে প্রবল, তারা কি করবে বল,
নির্মল ত্রিবেণী জল, অবগাহনে ।
শিবানীর সুপণী জলে, অঙ্গ হেলনে ।
ব্রহ্মলোক হেরি যাব, কৈলাস ভবনে ।

গুরুদাস চক্রবর্ত্তী ।

## আলাহীয়া — মধ্যমান ।

ওমা কৃপণতা করোনা মা এক্ষণে,
গুরোগুরো বাক্য শোন শিববাক্য সত্যজ্ঞানে,
লয়েছি শরণ শ্রীচরণে,
আমি শুনেছি তোর যে পদ, সে নয় সামান্য পদ,
হয় কত ইন্দ্রপদ, ও পদ ধ্যানে ।
আমার প্রার্থনা যে পদ, সে অতি সামান্য পদ,
নয় গো মা ব্রহ্মপদ, পদ আপদ নাই যেখানে ।
আমি নিরন্তর ডাকি তুমি শোন না কানে,
আছে শেষ কল্পে শিববাণী, মা নাই মা মনে জানি,
( ওগো জননি ! ) যা থাকে অদৃষ্টে আমার,
করগো যত্নে আত্মশ্রাদ্ধ তিলকাঞ্চনে ।

গুরুদাস চক্রবর্ত্তী ।

## ভূপালি—আড়া।

ও মন! মিছামিছি তুমি ভাব কেন রে,
অসার এ সংসার ভবে সারাৎ-সারকে,
বাহ্য আনন্দ ত্যজি, জ্ঞানানন্দে মজরে,
পরমা-নন্দ যা তথা বন্দ,
এ জগৎ দেখায় সব মোহান্ধ,
অনিত্য-তত্ত্বে আর কেন মজিয়ে মজাওরে,
তোমার চঞ্চল গতি কিসে পার হবে রে।

গুরুদাস চক্রবর্ত্তী।

## সিন্ধু—আড়াঠেকা।

কোথায় ওরে ভ্রান্ত মন শ্যামা মাকে ডাক দেখি রে
যাঁর সনেতে ভোলানাথ, কৈলাসেতে বিরাজ করে।
যদি দেখা পাইরে যারে, মনের কথা বলি তাঁরে,
নিজগুণে কৃপাময়ী যদি দাসে রক্ষা করে।
বিপ্র কেদার বলে মন, মা মম সাধ্যের ধন,
ভক্তিভাবে ডাকলে পরে, তার মনো বাঞ্ছা পূর্ণ করে।

কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী।

## সিন্ধু ভৈরবী — যৎ।

কেরে বাম করে অসি ধরা, রুধির পড়িছে ধারা,
কণ্ঠদেশে শিরধরা, মায়ের চরণেতে শিব ধরা।
একি গো তোর ভক্তের ধারা, প্রাণ পতিরে প্রাণে মারা,
দেখিয়ে তোর ক্ষেপার ধারা, অস্থির হয়েছে ধরা ॥
কেদারনাথের এই নিবেদন, কেদারনাথকে কর মা চেতন,
তুই হলি মা রণে মত্ত, কেদারনাথ তোর গেল হারা ॥

কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী

## ভৈরবী — যৎ।

কোথা গো দক্ষিণে কালী কালভয় নিবারিণী।
ডাকে ডাকে এত ডাকি মা দয়া নাহি ত্রিলোচনী ॥
যদি ভক্ত জনে মুক্ত না করিবে নিস্তারিণী।
(তবে) দুঃখ হরা তারা নাম, কেউ লবে না তারিণী ॥
দ্বিজ কেদারের এই বাণী, ওগো শিবমনোমোহিনী,
একেক কটাক্ষ কর মা মোক্ষ রূপা কাত্যায়নী ॥

কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী

## খাম্বাজ — কাওয়ালী।

জীবজননী, মোক্ষদায়িনী,
জীব গণের [illegible] ।

তুমি নিস্তারিণী ত্রৈলোক্য তারিণী,
স্রোতস্বতী রূপে দক্ষিণে বাহিনী ॥
ত্রিগুণ-ধারিণী, সগর বংশোদ্ধারিণী ।
( ওগো ) দয়াময়ী হয়ে তরালেন আপনি ।
দ্বিজ কেদারনাথের বাণী, শুন সুরধুনি ।
অন্তিমেতে পাই যেন তব চরণ দুখানি ॥

কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী ।

দীন দয়াময়ী দীনে কেন চাইলে না ।
দয়া যদি হতো তোমার পেতাম না ত যন্ত্রণা ॥
তারা তারা ডাকি যখন, শুনেও শোন না তখন,
শুদ্ধাত্মাদার মেয়ের মতন, কটাক্ষে একবার চাইলে না।
করিয়ে দোষের দোষী, দিলে গলে মায়া ফাঁসি,
মজা পাই কি যাই মা কাশী, রাখি কোন ধর্ম্ম বল না।
আমার বেলায় নাচ পাঁচ, বলে কাচ নাকো কাচ,
তুলে দিলে বাছের বাছ, করলে নবীনে বঞ্চনা ॥
যদি ধর্ম্ম সত্য হয়, ব্রহ্ম বাক্য না মিথ্যা হয়,
যেমন আমায় ছলে দিলে, চক্ষের মাথা খাওনা ।
আর এক কথা বলি, দেখো মা কালী কপালী,
তব ভাবনায় দেহ কালি, অন্তে কালী বলে রসনা ॥

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শ্রীনবীনে এই কয়, অভয়া যদি সদয় হয়,
কিবা চিন্তা মরণে ভয়, নির্ভয়ে চলি যাবি রে॥

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

কোথায় গো মা ব্রহ্মময়ী নিদয় হয়ে রলে তুমি।
কাল ভয় নিবারিণী মহাকালের মনোহারিণী॥
চিন্তা জ্বরে জ্বর জ্বর, অঙ্গ কাঁপে থর থর,
ক্রন্দন। মর্ম্ম জরাজুর, ভোগ করে দিবা রজনী।
হয়েছে শয্যাকণ্টকী, দেখে শমন মেলে আঁখি,
কাতরা আর নাই বাকী, বেঁধে লবে যায় প্রাণী॥
সুপুত্র বা কুপুত্র হই, জানিনা মা তোমা বই,
তবে কেন যন্ত্রণা সই, শমন দমন কারিণী।
কৃপা করে হও সখা, এই সময় দাও দেখা,
পাছে যদি হয় রাখা, নবীনে দাও পদ খানি॥

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পার যদি করিতে সাধন।
সাকারেতে ব্রহ্মময়ী অনুপমা রূপ ধারণ॥
শিব-উক্তি তন্ত্রসার, পাপী জন্য অবতার,
দিতে শক্তি মুক্তি তার, ধরাতল বিচরণ॥
কেন বেড়াও উড়ে উড়ে, ভব আশা দাও ছেড়ে,
কালী-মূর্ত্তি বসে বেড়ে, নাই অন্য প্রয়োজন।

গেয়েছ দিনের দিন, যাতে রেখো শ্রীনবীন,
পদে যাবে গতি হীন, মোক্ষপদ কি গণন ॥

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

কর গো করুণাময়ী অধমে তারণ।
নিদয় হয়ে করো না মা অনুগত বর্জ্জন।
অনুগত দোষী হলে, তারে কেহ দোষ দিলে,
ক্ষমা করে লয়ে কোলে, করে না সে দোষ গ্রহণ।
মহতের আছে গুণ, দোষকে করে গোপন,
দোষীকে নির্দ্দোষী গণ *, এইত ভাবের বচন।
রাঙ্গা পদে বাঁধা আছি, পাপ করেছি রাশি রাশি,
দুঃখী নবীনে দয়া বাসি, চরণে দিও চরণ ॥

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পরজ—আড়া।

অজ্ঞান তিমিরান্ধ হইয়ে ভ্রমি অবনী।
জ্ঞানাঞ্জন দানে হৃদি প্রকাশ হে তারিণী ॥
প্রকৃতির ক্রিয়া যান, পুণ্য কর্ম্ম সাধারণ,
ত হেতু নিজে জীব কৃতি অভিমানী।

---

* গণ—গণনা কর।

হিতাহিত কর্ম্মে কেন, হও মা মম সহায়,
বুদ্ধীন্দ্রিয় মনের নিয়ন্ত্রী তুমি;
জানি অকিঞ্চনে প্রসন্না হইবে মহার্ণবে
নিস্তার গো তব প্রদায়িনি।

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

## সিন্ধু — আড়া।

একি মা করুণার রীতি।
বারে বারে মম প্রতি ঘটাও হিতাহিত।।
যদি উত্তম দেহ দিলে, কি হবে আর জন্মাইলে,
নিস্তার এবার দুর্গে করুণা কিঞ্চিত।
তব কৃপা লেশে হয়, মহাপাতক ক্ষয়,
কৃপাদানে অকিঞ্চনে না করো বঞ্চিত।।

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

## দেওগিরী — ঝাঁপতাল।

দুর্গে দুরিত হর, পূর্ণা প্রকৃতি পরা।
হর যদি উপাসিতরা চার্ব্বঙ্গী।
নিত্য ক্রিয়া দোষে, অতি ভীত শমন ত্রাসে,
শার্দ্দুল ভয়েতে যে মতি কাঁপে কুরঙ্গী।

কলি কলুষ ভঞ্জন, ভক্ত-মন-রঞ্জন,
হেক কৃপা অকিঞ্চনে কত্তকী ॥

দেওয়ান রঘুনাথ রায় ॥

## খাম্বাজ — আড়া।

সিংহবাহিনী, ত্রিশূলধারিণী, ত্রিনয়নী মহিষমর্দ্দিনী।
রূপেতে জগত মোহিত, ত্রিভুবন প্রকাশিত,
একাধারে উদ্ভূত, স্থির শত সৌদামিনী ;
দাস অকিঞ্চন আশ, নাশ মম ভবপাশ,
তবে বিশেষ নাম প্রকাশ তারিণী ॥

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

## হাম্বির — একতালা।

মা যোগমায়া, যোগেশ জায়া, যোগযুক্ত বিনে।
কে হয় যোগ্য দুর্গে তে তত্ত্ব সাধনে ॥
আমি মূঢ়ধী নিরবধি, ভ্রমে হয়ে মত্ত করি মা ভ্রমণ,
তব তত্ত্ব প্রাপ্তি হারায়ে হয়েছি অজ্ঞানান্ধ কুপোতেমগন,
যদি নীর গুণে প্রকৃতি দুর্জ্জয়ে,
প্রসন্না হও মা কৃপাবলোকনে,
তবে অকিঞ্চন, পায় পরিত্রাণ,
নিজ দুষ্কৃত নাশনে ॥

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

## ভৈরবী – একতালা ।

দিনময়ে, কৃত্তিবাস গো,
মুগ্ধ হয়েছে মন আমার ।
হিতাহিত কিঞ্চিত না করয়ে বিচার ॥
মত্ত করিবর যেমন কুপথে ভ্রমরে মন,
বিবেক অঙ্কুশ বিনে, উপায় নাহিক ইহার ।
দুর্গতি দুর্গতি হরা, তুমি ব্রহ্মময়ী তারা,
তব কৃপা কটাক্ষ বিহনে, না লাগে অজ্ঞান আঁধার ।
কর যদি অকিঞ্চনে, করুণা করুণাদিনে,
ঘোষে ত্রিভুবনে না অসীম মহিমা তোমার ॥

দেওয়ান রঘুনাথ রায় ।

## সিন্ধু – তিওট ।

কি শোভা মহিষমর্দ্দিনী ।
হেরি ত্রিভুবনজন, আনন্দিত মন, পুলকে করে [illegible]
দশভুজে, নানাবিধ আয়ুধ সাজে,
কটিতে বাজিছে কিঙ্কিণী ।
পরিধান বিচিত্র বসন, অতি সুশোভন,
অঙ্গেতে দেখে গজকুম্ভ শ্রেণী ।
শিরে শশী ভালে, চাঁচর কুন্তলে,
কটিতে শোভিত সুবেণী ।

## বেহাগ — আড়া।

মা হেরম্ব জননী!
হরহৃদি রাণি হৈমবতী হেমবরণী ॥
হিমকর ভালে, হিমগিরিবালে,
হর মায়াজালে গো তারিণী।
হীরকাদি মণি, হিরণ্ময়চিত্তহারিণী,
হলাহল হর পবিত্রিণী, —
হরিত বদনী, হিতকারিণী,
হের হে অকিঞ্চনে দীন জানি ॥

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

## দয়া কর মা — আড়া।

হে ভারতি ভূতপতি ভাবিনী।
ভবজলধি ভীমে ভীষণ ভয়ভঞ্জিনী ॥
প্রকৃতির পরা, পরমানন্দ প্রদায়িনী,
পার্ব্বতি পাষাণী-সুতা পতিত পাবনী।
পাপহারিণি-বিবুধ বরদা বিশ্ববন্দিনী,
বিশ্বনাশিনী বিমলা বিমল বরণী;
মহিষমর্দ্দিনী, মনমোহিনী,
মায়া মোহিতা কিঙ্কর মায়া নাশিনী ॥

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

ইমন — তিওট।

তব চরণ দুখানি শোভে চিত্র তরণী,
দুস্তর ভবার্ণবে হইতে পার।
মনন স্মরণ, এ তরণীর বাহকগণ,
শ্রীগুরু চরণ কর্ণধার।
যতনে যে জন, ইহাতে করে দৃঢ়-মন,
অনায়াসে তারিণী গো হইবে উদ্ধার,
অন্ধ কূপে মগন, মূঢ়মতি অকিঞ্চন,
কৃপা বিনে গতি নাই তার॥

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

সোহিনী — কাওয়ালী।

তার গো তারিণী এ মা আমারে।
আমি মূঢ়মতি গতি রহিত,
যদি বিতর করুণা গো এ জনে।
তবে সে মহিমা জানিবে জগজ্জনে কৃপাবতারিণী,
গিরি রাজনন্দিনী, পশুপতি গৃহিণী,
গণপতি জননী হয়ে;
কৃপণতা করিছ কেন, কৃপা বিতরণে অকিঞ্চনে॥

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

সিন্ধু — আড়া।

চিন্ময়ী সনাতনী, নির্গুণা চৈতন্য রূপিণী,
কে বুঝিতে পারে তব শকতি গহনা।

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ, নিরন্তর করি ধ্যান,
না পায় সন্ধান, অস্মদাদি কি গণনা।
সগুণ রূপ সাধন, আগম নিগম প্রমাণ,
ভুবন মনমোহিনী রূপ মনেতে ভাবনা।
সদা করি এই অবলম্বন, পাইবে নির্ম্মল জ্ঞান,
তবে প্রাপ্ত অন্তে অকিঞ্চন সে কামনা॥

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

## টোড়ি—কাওয়ালী।

কিবা রূপ জগতমোহিনী।
জলদন্তে, প্রণত জনভয় বারণ কারণ হইলে নন্দিনি।
এক রূপে কত গুণ প্রকাশ করেছ তারা,
মহেশ মনোহরা রিপুগণ ত্রাণ করা,
সুরে ত্রাসপ্রদা, সাধক-জন-মন উল্লাসিনী।
অনন্ত বেদে শুনি করে অকিঞ্চনে ত্রাণ,
[illegible] রাখিতে এত আড়ম্বর কেন,
কটাক্ষেতে বিশ্বলয় হয় গো জানি।

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

## ঝিঁঝিট—আড়া।

হে ভগবতি সতি, প্রজাপতি দুহিতে।
কোটি ইন্দু পতি জিনি, শ্রীমুখের জ্যোতি,
জগতির জননী প্রধান শকতি।

ওমা আমি জড়মতি, কিবা জানি স্তুতি,
গতি, হীন অকিঞ্চনে তুমি মাত্র গতি ॥

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

## ইমন—আড়া।

কেমনে হব পার গো, এ ভব জলনিধি,
তোমার করুণা বিনে, তারিণী এবার।
বিবিধ পাপে অতি ভার, মম কলেবর,
নিমগ্ন হয়েছি দুর্গে কর গো উদ্ধার ॥
অষ্টাঙ্গ যোগে সাধিবে, বিবেকে বিগুণ দিবে,
যার, সে কি আর তোমায় দিবে ভার।
প্রকৃতি নির্গুণ দীন, ক্রিয়াহীন অকিঞ্চন,
কৃপা বিনে গতি নাহি তার ॥

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

## সিন্ধু—ঠেকা।

দুর্গে দুর্গতি হারিণি তারিণি।
অনুগত প্রণত ভকত হিত কারিণী।
চিণ্ময়ী নির্গুণানন্ত গুণধারিণী।
অপার মহিমা, বেদাগমে তব নাহি সীমা,
আমি মূঢ় জ্ঞান হীন, তব কি জানি;
না স্বগুণে করুণা দানে, হইও গো চরণে,
অকিঞ্চন চিত্তচারিণী।

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

বিষয়াভিলাষে সুখ, বিরত মিলিত দুঃখ,
তবু ভ্রান্ত মনের বাসনা না হয় ক্ষয়।
স্বভাব করুণা গুণে, প্রসন্না হইয়ে দীনে,
কুরু অকিঞ্চন মন করি শ্রীচরণে লয়।।

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

## সিন্ধু—একতালা।

দিন তো গেল ওগো মা, ভাবিয়ে নিরুপায়েতে।
ভুলেছে অবোধ মন কি সম্পদেতে।
জ্ঞান রবির কিরণ, কেমনে হবে প্রকাশন,
দেখি সব আঁধার মায়াতে।
ডুবে মায়া হ্রদেতে, এখন বিপদ মোচনি গো,
তারিণী অকিঞ্চন উদ্ধর পদেতে।।

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

## মল্লার—একতালা।

প্রার্থনা এই মা অভয় পদকমলে করি।
আর মায়াআসবে মুগ্ধ রাখি যাতনা না দিও শঙ্
কাল বশে কাল বিফলেতে গেল,
ঐ যে নিকটে আইল গো কাল,
যম ক্রিয়া নয় বিদিত সকল, কি বলে বল তরি।
না সুখ অভিলাষ, দুঃখ সুপ্রকাশ,
তথাপি না হয় মন ভ্রম নাশ,
অজ্ঞান বিষ খেয়েছে মন পীযূষ পরিহরি।

কিঞ্চিৎ প্রসন্না হয়ে দেহি সুবিমল মতি, শান্তিভক্তি,
অকিঞ্চন লয় কালে, মুখে যেন বলে হরি হরি ॥

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

## লুম—ঠেকা।

বলিব তোমারে তারা মোরে তারিণী শিবে।
সাধন ভজন কি এমন আছে গো আমার ॥
ক্ষিতিতে নিমগ্ন মতি, কোথায় তব তত্ত্ব শ্রুতি,
অহিতে রুচি অতি পামি দুরাচার গো মা।
নানা শাস্ত্র বিবরণে, প্রচার ত্রিভুবনে,
শুনি স্বর্গে তোমার যে মহিমে;
অপার কৃপাময়ী রূপে কণে, অকৃতি যদি হের দীনে
তবে সম্ভব অকিঞ্চনের উদ্ধার গো মা ॥

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

## ভৈরবী—চিমেতেতালা।

দেখরে নয়ন ভরে কালী, যদি ভাবে থাকি ভোলা।
নীলবরণী রূপে মুণ্ডমালা ধরি ॥
নব শশী চারিদিকে ঘেরে, অভয় বরদা করে,
অসি মুণ্ড আছে ধরে।
চমকে চমকে মরা দেহ কর পুরি
যোগিনী যোগাইতেছে,

## ভৈরবী — আড়া।

কালী নাম অগ্নি লাগিল মম পাপ কাননে।
প্রবল হতেছে অতি রসনা পবনে ॥
কামাদি তরুবর, দগ্ধ হলো পরস্পর,
কুমতি কুরঙ্গী তারা বাঁচিবে কেমনে।
অবশিষ্ট মায়া যত, হইয়া বিহঙ্গবত,
পলাইতে শূন্যপথে, আছে আরাধনে।
কালী নাম লইলে মুখে, উঠে যে শিখে,
অমনি হইবে ভস্ম মহিমা গুণে ॥

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু

## ভৈরবী — আড়া।

ভৈরবী ভবভাবিনী।
ভারতী ভবানী ভবরাণী, ভবসীমন্তিনী,
ভবেশী ভীষণ রূপিণী ॥
তামসী ভূভার হারিণী, ভবভয় ভঞ্জিনী,
ভবিনী ভবরাণী ॥

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু

## ভৈরবী — ঠেকা।

কালী করুণাময়ী কখন বলিব না ?
এত দুঃখ দিলে তবু কিছু দয়া হলো না।

মধু মাখা ছিল মনে, স্থান পাব ও চরণে,
আশুতোষ হৃদয়ে রেখেছে ফাঁক দিবে মা।

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)

### ভৈরবী—ঠেকা।

ভৈরবী ভববন্ধন বিনাশিনী।
ভীমা ভগবতী ভবভীমখণ্ডিনী॥
ভবজায়া ভয়ঙ্করা বিশ্বের জননী,
ভক্তজনে ভয়হর ভয়ঙ্করী ভবানী॥

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)

### ভৈরবী—তেতালা।

যদি বাঁচি রে মন, সংসার চিররোগে।
সুবিচার মহৌষধি কর রে সেবন॥
ত্যাগ কর অহঙ্কার, চূর্ণ কর মমতায়,
বিবেক রসেতে সাধুশীলে মরিবন।
অনুপান শুন বলি, জগতে তুমি হবে বলী,
এক নামাবলী আশু করবে লিখন॥

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)

### ভৈরবী—ঢিমেতেতালা।

কি হবে উপায় তাই বল মা তারা।
ভবভয়, কাতর অতিশয়, বিষম বিপদ মাঝে,
মন মজিল মন্দ, কি হবে ভবপার হারা॥

জনম অবধি করিয়ে, তব পদ না আরাধিলে,
দিনগত কলেবর, পাপে হইল ভরা,
ভরসা কেবল তবদারা ॥

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)

## ভৈরবী—ঠেকা।

রাধে রাধে বল রে মন।
ভবত্বে অনিত্য তত্ত্বে ভ্রম কেন অকারণ ॥
তব সঙ্গীগণ যারা, ক্রমেতে হতেছে জরা,
উপায় কর রে আশু, ঘুচাতে ভববন্ধন ॥

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)

## ভৈরবী—ঠুংরি।

শাকম্ভরী গো শঙ্করি।
গিরিশানি শুভঙ্করী ॥
শশাঙ্ক সুলোচনা, শবাসনা, শশিশেখর শঙ্করি।
সনাতনী, সুরেশানি সর্ব্বাণী সকলা,
সর্ব্বমঙ্গলা শুচীরূপা সর্ব্বেশ্বরী ॥

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)

## ভৈরবী—ঝিঁঝ তেতালা।

কি হবে গো তারা আমার এবার।
আমি দীন-হীন ক্ষীণ অতি দুরাচার ॥

হইয়া নিরাশ্রিত, কুপথে যে মনোরত,
নাহি ভাবে পরমার্থ, তত্ত্ব একবার ॥
অগতির তুমি গতি, কি করিব তব স্তুতি,
নিশ্চিত দুখ ভীতে আশু কর পার ॥

আশুতোষ দেব ( ছাতুবাবু )

## ভৈরবী — আড়া।

লজ্জারূপা! লজ্জাতীত যদি মা করিবে।
থাক মা গো লজ্জা লয়ে কেবা লজ্জা পাবে ॥
ত্যজি ব্রীড়া কর ক্রীড়া সদা লয়ে শিব,
তাদেরে উলঙ্গা হয়ে প্রাণ করো শব,
মান লয়ে যাবি গো কেবা ছাড় দিবে।
কার মনে ভয় নাই মা কালীতে কালী মিশাইবে

আশুতোষ দেব ( ছাতুবাবু )

## ভৈরবী — ঠেকা।

এই বলি চরণে তোমার।
জঠর যন্ত্রণা আর দিবে কত বার ॥
মনের মতে হয়ে মত্ত, অপরাধ করিয়াছি কত,
নিয়তই শরণাগত, তনয় তোমার ॥

আশুতোষ দেব ( ছাতুবাবু )

## টোড়ি — খেওরা।

ভবভয় তারিণী ভবানী।
ভবভাবিনী, ভয়হারিণী, দর্পহারিণী॥
দৈত্যনাশিনী, দনুজদলনী,
দেবপালিনী, দীনজননী,
নিস্তারকারিণী, দুরিতনাশিনী॥
বিশ্বরূপিণী, বীরদর্পিণী রিপুমোচনী,
বিন্ধ্যবাসিনী বিজয়দায়িনি।
বেদজননী, বাসদেব প্রমোহিনী,
নগনন্দিনী, নন্দবন্দিনী, নন্দকুমার হৃদি বিহারিণী।
নীলবরণী নরকপালিনী নন্দনন্দিনী॥

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)

## টোড়ি — আড়া।

গো মা রণরঙ্গে, একাকিনী উলঙ্গিনী,
খড়্গঅসি ধরে রিপুনাশে অনায়াসে।
পদতলে সুরেশ্বর, কোটি কিঙ্কিণী কর,
নাচে ঘনরূপা এলোকেশে॥
অক্ষর বহু বিতরে, ছিন্ন নরশির করে,
শোণিত অতি শোভা করে।

সুধাংশুভাল করালা, ত্রিনয়না ত্রিশাশুণা,
কৃপা কর আশু নিজ দাসে ॥

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)

## বিভাস—একতালা।

জাগ জাগ কুলকুণ্ডলিনী।
চতুর্দ্দল যুতে, স্বয়ম্ভু সহিতে,
নিদ্রিত কি হেতু জননি ॥
পদে পদে পৃথক্ মূর্ত্তি, সিতাসিত নানা জ্যোতি,
চাও গো ব্রহ্মাণ্ডকর্ত্রী, জ্ঞাননেত্রোন্মীলনে।
এসো গো শিরসি সরোজোপরে,
বিরাজ কর গো শ্রীনাথ উরে,
থাক গো আনন্দে আনন্দ ভরে,
সদা সিন্ধু-রস-পায়িনী ॥

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)

## রামকেলী—ঢিমে তেতালা।

কিরে কি হবে ভবে উপায় বল না মা।
সদা সশঙ্কিত চিত্ত তাই ভেবে ॥
দুষ্ট মন না মানে, বিষয় সেবনে,
আছে নিশিদিনে নিত্য পদ্মা-সেবা।
আশুতোষ তারা পদ না ভাবে ॥

### কালাংড়া — ঢিমেতেতালা।

কেও গজেন্দ্রগামিনী বামা যোগেন্দ্রমোহিনী।
ঢলানা ঢলানা গলিত কুঞ্চিত কেশ ধাইয়াছে ধরণী॥
রবি শশী দহন, জিনিয়ে ত্রিনয়ন,
অট্ট অট্ট হাসে যেন, ঘনে সৌদামিনী।
কিঙ্কর নখর বালা, অরি ছিন্ন করি বাল॥
কণ্ঠে পরেছে শিরমালা, এ কালকামিনী॥

আশুতোষ দেব ( ছাতুবাবু )

### মোহিনী — কাওয়ালী।

কিবা নাচিছে সিংহাসনে রাণী।
লক্ষ্মী গজানন গুহ, সুচারু চারুকেশী,
ভালেতে ভানু শশী, শোভিছে রণে সাজিছে॥
কোটি যোগিনী লয়ে, ভিতারণ বেশা হয়ে,
হাসিতে রজনী খেলিছে।
কত শতাকলোদয়, ত্রিলোচনে,
থাকিছে নারদাদিগণেতে আর পূজিছে।
বিধাতা ধরয়ে তাল, ভুভু করয়ে গাল,
বম বম বম গাল বাজিছে।
ভৈরব কি ভীতিতে, ঈশ্বরে দয়া কর ভবেতে,
এই যাচিছে॥

আশুতোষ দেব ( ছাতুবাবু )

## আলাইয়া—চৌতাল।

শিব শম্ভু সদানন্দ শূলপাণী সর্ব্বেশ্বর।
ব্যোমকেশ বৈদ্যনাথ, বৃষভবাহন বক্রেশ্বর॥
বামদেব রুদ্র নারদ বাসনি. প্রিয় বিশ্বেশ্বর ভবভয়ভঞ্জন
ভক্তবৎসল দীননাথ দুঃখ মোচন, দক্ষদলন দিগম্বর।
পরমযোগী পরমাত্মা পশুপতি পরাৎপর,
গিরিজাপতি গঙ্গাধর॥
গিরিশচন্দ্র যোগেশ্বর, আদিনাথ অম্বুজাক্ষ
আশুতোষ অলকেশ্বর॥

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)

## আসোয়ারি টৌড়ি—হরিতাল।

কেরে হর উরসি।
শ্যামা মনোরমা গুণধামা,
হাসিছে ভাসিছে সুধারাশি॥
নবজলধর আভা, মুনি মনলোভা,
পদযুগে শোভে ভানু শশী॥

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)

## টৌড়ি—তেওরা।

রণে মত্তা দিগম্বরী নাচিছে শ্যামাঙ্গিনী।
হিহি [illegible]॥

এলোকেশী ভালে শশী, অসিধারিণী ঃ

রণমাঝে কে নাচিছে,

তাধিক তাধিক ধিক ধিক ধিক বাজিছে ভেরি ॥

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)

## তোড়ি — চৌতাল।

বাণেশ্বর বামদেব শঙ্কর।

গিরিশ গিরিজাপতি শম্ভো দেবাদিদেব

মহাদেব হর হর হর।

ভূতনাথ প্রেতকলেবর শিব,

পিনাক পাণে শূলপাণে ঈশান

আশুতোষ হে ত্রিগুণধর ॥

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)

## তোড়ি — চৌতাল।

গোকুল গোচারণ গরুড়পতি গরুড়গামী

গোবিন্দ গিরিধারী।

জনার্দন হৃষীকেশ, ব্রজনাথ বন ছেড়ে বামন বনমালি

জগন্নাথ জগৎপতি জগজ্জীবন,

জগদীশ্বর মাধব মধুসূদন মুকুন্দমুরারী,

শ্রীরঙ্গ প্রভু দেখাতি।

গোপীনাথ বেশচারি, উজ্জ্বলতিলক বেত্রধারী,
বৃন্দাবন গোপনারি, তারণ ব্রতধারী।।

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)

## ললিত—আড়া।

পর্য্যঙ্কে অসংখ্য সুখে শয়নে রয়েছে সাধে।
নিশ্চিন্ত অন্তিম চিন্তা বিষয়ের প্রমামোদে।।
ধন্দ শূন্য দ্বন্দাতীত, আনন্দে হও প্লাবিত,
নিরানন্দ হবে হত, বলি সত্য ভাব হৃদে।।

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)

## ভৈরবী—একতালা।

ভজ গোবিন্দ চরণারবিন্দ মন।
এ ভব যন্ত্রণা যাবে এড়াবে শমন।।
চৌরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমে, এসেছ মন ক্রমে ক্রমে
মানব জনম বহু শ্রমে, পেয়েছ এখন।
যদি বল সময় আছে, সে কথা সকলি মিছে,
কাল বেড়ায় পাছে পাছে, সদা সর্ব্বক্ষণ
সকল কর্ম্মের ঠিক পাবে, দেখ বুঝি তোর,
কখন কালাকাল হবে, নাহি নিরূপণ।।
যত আছে এ রসনা, এই সময় বিবেচনা,
নিদানে বলা হবে না, হবে অচেতন।।

স্ত্রী পুত্র সকলে আছে, শুনাইবে কানের কাছে,
শ্রবণ আগে বধির পাছে পলাবে তখন।
গলিত তখন হবে দেহ, ঘৃণাতে ছোঁবেনা কেহ,
সেই সময়ে শেষ, করিবেন নারায়ণ।
কুসঙ্গে সদা মজে, রহিলে যম কি বুঝে,
কালাচাঁদ দাসে ভজে, শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)

## গুর্জ্জরী টোড়ী—তেওরা।

কালভয় হারিণী, কপালিনী, কালরূপিণী।
শম্ভু ভাবিনী শুম্ভঘাতিনী, সমরবাসিনী সুরনন্দিনী
পুরহর মনমোহকারিণী, সত্যবাদিনী এ,
তত্ত্বদায়িনী, তামনাশিনী জ্ঞানকারিণী তিমিরহরণী
ত্রিগুণধারিণী, ত্রিদেব জননি,
ত্রিলোকেশী তেজরূপিণী॥
অজ্ঞনাশিনী, অমরপালিনী, অসুরদলনি,
আদিকারিণী, আশুতোষ হৃদি বিলাসিনী,
আত্মারূপিণী॥

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)

## বাগেশ্রী—আড়া।

কিরূপ তার কি গুণ ভাব।
জানে যেই সেই জন॥

অনুভব হয় তার, স্থূলে বাস করে তার,
অনিকেত বাস তার, ব্যবধান যথা তার,
কর্ম্মকারী প্রভু তার।
বল খল তার, দেখ নিপুণ তার, বাজাইবা জিতার,
ধ্রুবতার দেবতার, সেবা কি করিছে তার॥

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)

## রাগেশ্রী — চিমেতেতালা।

অতঃ শৈলসুতে গঙ্গে, ভবতরল তরঙ্গে,
ত্রাণ কর ত্রাণকর্ত্রী হেরি কৃপা অপাঙ্গে।
ব্রহ্মময়ী বিশ্বহরা, হে পাবনী পরাৎপরা,
শক্তি স্থিতি লয় করা, তব ভ্রূভঙ্গে।
বিধাতা গো ত্রিনয়নী, তুমি ত্রিগুণধারিণী,
তুমি ত্রিকালমোহিনী ত্রিলোকতারিণী,—
অদিতি রাজ্য ত্যজিয়ে, মরুট করট হয়ে,
যেন তব তটে রয়ে, নাচে হিল্লোল অঙ্গে॥
তোমাকে পাইয়া হর, রাখি কেশ ভিতর,
নাম হয় গঙ্গাধর, হর ঈশবঙ্গিনী,—
অনেক যোজন অন্তে, যদি গঙ্গা বল অন্তে,
কৈবল্য সে পায় অন্তে, সুরগণ সঙ্গে।
এক তটে অনুকাশে, অর্দ্ধ অঙ্গ নীরেতে,
মুখে যেন গঙ্গা বোলে, হর প্রাণ পায়,—

পঞ্চম পাতক কোরে, যে তোমারে অন্তে স্মরে,
যায় চতুর্ভুজ ধোরে, বিষ্ণুলোকের অঙ্গে ॥

আশুতোষ দেব ( ছাতুবাবু )

## বাগেশ্রী—একতালা।

মন বারণ না মানে বারণ, যাইতে বিষয় বনে।
কাম মদে হয়ে মত্ত, তত্ত্বকথা নাহি শুনে ॥
হেরি কৃতান্ত কেশরী, সে ভয় সামান্য করি,
ফেরে কুমতি কুঞ্জরি, না চায় পশ্চাৎ পানে।
অসাধ্য হইল ধরা, শুন আশুতোষ দারা,
ইহার উপায় করা, কেহ নাহি তোমা বিনে,
নাহি সাধু সঙ্গ বল, ভাবিয়ে হই বিকল,
দেহি বিবেক শৃঙ্খল, করী চরণ বন্ধনে ॥

আশুতোষ দেব ( ছাতুবাবু )

## মুলতান—তেওট।

হে, বাগেশ্বর, হর শঙ্কর, পতিতে ত্রাণ কর,
শিব শিব করুণা সাগর ॥
কর্ম্ম কারণে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে,
করিয়াছি পুণ্য পুঞ্জ প্রভু নিস্তার ;
তুমি আশুতোষ আমি পামর ॥

আশুতোষ দেব ( ছাতুবাবু )

ভবি মেয়ের আশ, গেল সর্ব্বনাশ,
শ্মশানবাসী হৈল কৃত্তিবাস।।

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

## বেলাভল আলাইয়া—ছরি।

ওরে মন নীলবরণী চরণ কেন ভাব না।
ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোমেতে ধারণা,
মিছা জন্য দেহ ভেবে দেখ না।
মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে, মণিপুরে সাধ ধ্যানে
অনাহতে বিশুদ্ধে মিলন;
আজ্ঞাচক্র করি ভেদ দেখ না,
কুণ্ডলিনী কালী কাল মিশায় না।
ইড়া সুষুম্না পিঙ্গলা, যোগ-পথ করি আলা,
আছে মন আমারো কেন পাইতেছো জ্বালা;
নিরবধি তাহে কেন লুকাইয়ে থাক না,
কালে কোন কালে খুঁজে পাবে না।
ইহা বই আরো নাহি, যোগপথের উপায় এহি,
জান পরাৎপর সেই কালী ব্রহ্মময়ী;
থাকিলে প্রবৃত্তি ভাবে নিবৃত্তি হবে না,
রামচন্দ্র স্থির হৈলে ফের আশা হবে না।

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

## ঝিঁঝিট ললিত—ঢিমা তেতালা।

যেমন জননী তুমি জানাইলা জানিলাম আমি (গো)
শিব-বাক্য সত্য জ্ঞানে, বিশ্বাস আছে শ্রীচরণে,
অবিশ্বাসের হেতু মায়া, ঘটাও তুমি আমার আমি।
ক্ষণে ক্ষণে দেখাও রঙ্গ, উৎপত্তি প্রলয় ভঙ্গ,
না দেখি তার অঙ্গি অঙ্গ এই রঙ্গে ভ্রমাও ভূমি।
ত্রিগুণে পৃথক্ হয়ে, সদাই থাক লুকাইয়ে,
তুমি কি সামান্যা মেয়ে কামশূন্যা হয়ে কামী।
রামচন্দ্রের দিন গত, আশায় আশা বাড়াও কত,
ভ্রমিতেছি অবিরত, কেবল মায়ায় হয়ে প্রেমী।

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

## গৌড়ি—আড়া।

মন নয়ন অন্তরে সদাই লুকাও গো।
ভাবিলে না পাই দেখা এই কি সম্ভবে গো।
দেখিতে যতন করি, তোমায় ভুলে অন্যে হেরি,
থাকিয়ে অন্তরে শ্যামা কর গো চাতুরি;
তুমিতো বিষম মেয়ে কে তোমারে জানে গো।
যেন সূর্য্য প্রতিবিম্ব, প্রকাশয়ে যথা অম্বু,
অন্যথা অদৃষ্ট বস্তু দেখা নাহি যায়;
রামচন্দ্রে দর্পণেতে দেখাও স্বরূপ গো।

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

## খট ভৈরবি — যৎ।

এখনো কি ব্রহ্মময়ী হয় নাই মা তোর মনের মতো,
অকৃতি সন্তানের প্রতি যন্ত্রণা আর দিবি কতো।
জ্ঞানরত্ন দিয়েছিলি, মলিন দিয়ে তশীল করিলি,
হিসাব কোরে দেখ দেখি মা,
আমার দুঃখের বাকি কতো।
ভুলাইয়ে ভবে আনিলি, বিষয় বিষ খাওয়াইলি,
বিষের জ্বালায় সদা জ্বলি দুর্গা বলে ডাকব কতো।
গৌর মোহন রায়।

## গৌরী গান্ধার — একতালা।

কেরে এলো কাদম্বিনী।
শ্যামা মেঘের বরণ, শশীর কিরণ,
কমল চরণ ত্রিনয়নী।
চিরবাসিত অসিত অঙ্গ, হাসিতে খেলিছে তড়িত রঙ্গ,
রঙ্গে দক্ষ করিতে কক্ষ কি অশক্য হয় না জানি।
চতুর্ভুজা সুন্দরী মুণ্ড ধারী, ইন্দু খড়্গ মুণ্ড খেটক চতুর্ভুজি,
মুণ্ড ধরি দণ্ডে দণ্ডে কহিছে ধনি ॥
ওষ্ঠাধর তুল্য বিম্ব সঙ্গ, কুচপ্রমাণ বরণকান্ত,
শোভা ধাও বেশ অঙ্গ মধুঅধরে বিলাসিনী।

গৌর মোহন বলে ভূপতি, শুদ্ধ হয়েছে তোমার মতি,
দুঃখ যদি গতি, বাসার প্রতি কর হে স্তুতি ক্ষান্ত মানি।

গৌর মোহন রায়।

## ললিত—একতালা।

আনন্দময়ী হয়ে গো আমায় নিরানন্দ করো না।
দুটী ও চরণ বিনা আমার মন অন্য কিছু জানে না।
ভবানী ভাবিয়ে, ভবে যাব চলে,
এই ছিল মনে বাসনা,
ভবের মাঝারে, ডুবালি আমারে,
স্বপনেও ইহা জানি না।
আমি অহর্নিশি, দুর্গানাম জপি,
তবু দুঃখ রাশি গেল না।
আমি যদি মরি, ও হরসুন্দরী,
দুর্গানাম কেহ লবে না।

গৌর মোহন রায়।

## বসন্তবাহার—ঢিমেতেতালা।

কিবা অপরূপ হরি রূপ হায়।
কিবা কুন্দ উৎপল কান্তি অতি মনোলোভা,
কনক নূপুর শোভা পায় পায়।
ছিল নীলমণি আর পিনাকী,

হলো মহেশ্বরী, শ্রীব্রজেশ্বরী,
নামামৃত পানে মগনা সদা, শিব মোহিনী স্বরূপিণী॥
সঙ্গ সঙ্গীতে কিবা ডাকিনী যোগিনী ভাবে,
নাচিছে গাইছে মাদোল বাজিছে,
থাং কিটি থুং, বাজে থাকু কেটে তাক,
থুং কেটে তাক ধেন্না, ধেন্না তুম তাক দেন্না,
নার দের নেরে দে,
তুম দের দের দের দাদিতা তারে দ্রানি,
অতুল রূপের আমি কি দিব তুলনা তার।

রূপচাঁদ পক্ষী।

## পরজ—আড়াঠেকা।

তাই তারা তোমায় ডাকি।
পাছে শিববাক্য মিথ্যা হয়, শেষে দেও মা ফাঁকি॥
তন্ত্রেতে শিবের উক্তি, তারা নাম নিলে মুক্তি,
তবে কেন এ ভবেতে পড়ে আমি থাকি।
তারিণী ব্রহ্মাণী বাণী, শুন ওগো ও ভবানী,
অন্তকালে ও রাঙ্গা চরণ যেন দেখি।

তারিণী দেবী।

## পরজ—জলদ একতালা।

মন নামরে জপ না, কামারি ভজনা।
জপ রে একান্তে, দিবান্তে নিশান্তে,
প্রাণান্তে কৃতান্তে ভেবনা।

পদতলে নবপ্রভাকর কর, দশসুধাকর শোভিছে নখরে।
কিবা জিমুতাঙ্গী জ্যোতি তমোহর,
চরণে পতিত শব রূপে হর,
জবা বিল্বদল কিবা মনোহর,
শোভিতেছে ও পদে সঁপিছে অমরে।
কুন্তল জাল জিনি কাদম্বিনী,
আরক্ত নলিনীদল ত্রিনয়নী,
লোল রসনা করাল বদনী,
শোণিতের ধারা বহে বিম্বাধরে।
দন্তে কম্পে ধরণী সঘনে,
করে হুহুঙ্কার পাবক নিস্বনে,
ঝরে ইরম্মদ নয়নেরি কোণে,
ক্ষণপ্রভা খেলে দশন উপরে।
ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি দেখে লাগে ভয়,
কিন্তু ভক্তে বিতরিছে বরাভয়,
অকিঞ্চনে কভু সামান্যতো নয়,
ব্রহ্মময়ী উদয় হয়েছেন সাকারে।

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

তারা।

**খাম্বাজ—একতালা।**

নীলবরণী নবীনা রমণী।
নাগিনী জড়িত জটা বিভূষণী।

নীল নলিনী শ্যাম কিরণা,
নিরখিলাম নিশানাথ নিভাননী ॥
নিরমল নিলাম্বর কপালিনী,
নিরুপম ভালে পঞ্চরেখা শ্রেণী,
মুক্ত চাঁচর সুশোভিনী,
লোলরসনা করাল বদনী।
নিতম্বে বিলোল শার্দ্দূল-ছাল,
নীলপদ্ম করে কর্ত্রি করবাল,
নৃমুণ্ড খর্পর অপর দ্বিকরে,
লম্বোদরী লম্বোদর প্রসবিনী।
নিপতিত পতি শবরূপ পায়,
নিগমে ইহার নিগূঢ় না পায়,
নিস্তার পাইতে নিবেদি উপায়,
নিত্যা নিষ্কা তারা নগেন্দ্রনন্দিনী।

মহারাজা শিবচন্দ্র রায়।

## রাজরাজেশ্বরী।

### বেহাগ — আড়া।

কি রূপ দরশন। (রাজরাজেশ্বরী)
রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে শশী সুশোভন ॥
দশনজ্ঞ করদাক্ষ, রুদ্র ঈশ বিরূপাক্ষ,
পঞ্চ প্রেত নিরমিত পলিকার সিংহাসনে।

শোভা করে চারি করে, পাশাঙ্কুশ বরাভয়ে,
প্রতি অঙ্গে শোভাকরে বিবিধ ভূষণ।
সৃজন পালন লয়, রাজকার্য্য এই হয়,
প্রজাপতি প্রজা তবু ভিকারী শিবের ধন।

শিবচন্দ্র সরকার।

ভুবনেশ্বরী।

## বাহার — জৎ।

ভুবনেশ্বরী মা রূপে নাই সীমা।
রক্তবর্ণ পদ্মাসনা, ত্রিলোচনী সুভূষণা,
শোভাকরে উত্তমাঙ্গে অর্দ্ধভাগ চন্দ্রমা॥
পাশাঙ্কুশ বরাভয় চারি করে শোভয়,
মণিময় অলঙ্কার, নাহি তার উপমা।
মহাবিদ্যা আরাধিতে, সদাশিব সমাধিতে,
করতলে ইষ্ট সিদ্ধি অষ্টসিদ্ধি অণিমা।

শিবচন্দ্র সরকার।

ভৈরবী।

## ভৈরবী — ঠুংরি।

হৃদি পদ্মাসনে কে রে মা ভৈরবী।
সহস্র ভানু অরুণ দ্যুতি মানাময় কান্তি শশী॥
রক্তবর্ণা ত্রিনয়না, মুণ্ডমালা সুভূষণা,
ভালে শশকলী অতিশয়ে শোভাকর ছবি,

মনে মনে মনোযোগ, করি এই মনোদ্যোগ,
যদি হয় যোগাযোগ শিব হবে পদে রবি।

শিবচন্দ্র সরকার।

## ছিন্নমস্তা।

### সিন্ধু খাম্বাজ—জৎ।

এ নারীকে নারি চিনিতে, কার বলিতে।
শিরশ্ছেদন স্বয়ং করি, ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী,
রক্তবর্ণা নগ্না মগ্না শোণিতে॥
পদ্ম মধ্যে কর্ণিকার, কিবা সাধ্য বর্ণিবার,
ত্রিগুণে শোভিত ত্রিকোণ বহ্নিতে।
কণ্ঠোত্থিত রুধির ত্রিধার,
তার একধার ধরে নিজ বদনে,
কি মাধুরী জানিতে;
আরোহণ পরোপর, রুধির পানে তৎপর,
দুই ধার দিয়ে পার্শ্বে দ্বিযোগিনীতে॥
বিপরীত সুরতে সুরত রতি পতি,
তদুপরি সুরক্তিকপালপাণিতে;
ছিন্নমুণ্ড করতলে, অস্থি মুণ্ড মালা গলে,
সুশোভিত উপবীত ফণীতে।
জ্বালামাঝ জ্বলিত কপালমাঝে
অর্দ্ধকলা চন্দ্রানলে কি শোভিত দিনমণিতে॥

তন্ত্রে তুমি স্বতঃ সিদ্ধি, শিবে দে মা ইষ্টসিদ্ধি,
অন্তে যেন যায় প্রাণটা সুরধুনীতে।

রাজা শিবচন্দ্র রায়।

ধূমাবতী।

## পরজ — একতালা।

ওমা কে কাকের ধ্বজরথ আরোহিণী;
ধূমাবতী ভগবতী ধূম্র-বরণী॥
বিষ খাইতে নাহি কুলায় বামা করে করি কুলায়,
হেলায়ে দক্ষিণ কর, হেলায়ে সুবিস্তার বদনী।
জীর্ণ শীর্ণবপুঃ অবসনা, রুক্ষ বিধবা কত্তই বয়ঃ গা,
পবন হিল্লোলে স্তন যুগ দোলে জগত জননী।
অন্নদাত্রী এ যে দেখি অন্নদায়,
শুভঙ্কর জায়া বৈধব্য দশায়,
পাগল হল শিব ( এই ) অভিপ্রায়,
গৃহিণী পাগলিনী।

শিবচন্দ্র সরকার।

বগলা।

## কেদারা — ধামাল।

[illegible] গৃহে কেরে রতন সিংহাসনোপরে
ষোড়শী সুবেশী বিলাসী।

সকলগুণ সাধিকে,
অমর আরাধিকে,
ত্রাহি অপরাধিকে,
শিব তত্ত্ব উপাদিনে।

শিবচন্দ্র সরকার।

কমলা।

মূলতান — আড়া।

মদন মথন মনোহারিণী।
অতসী কুসুমসম সুবর্ণ বরণী।
চতুর্দ্দিক্ চারি শ্বেত করীকরে সেচিত,
রতনঘটে অমৃত,
অভিষেকে শিবানী।
শোভে চারি করবরে,
পদ্মদ্বয়ে অভয় বরে,
পাদপদ্ম পদ্মোপরে,
পদ্ম সদ্ম বিহারিণী।

শিবচন্দ্র সরকার।

আলিয়া — ঠুংরি।

আরাধন সাধন কর, সাধনা ধনে কি হবে।
সিদ্ধি হলে নিধন সে ধন, সেধনে মন কাজ কি তবে।

## পারমার্থ সঙ্গীত।

অমর-আরাধ্য ধন, বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ধন,
শঙ্করের সঞ্চিত যে ধন, সঙ্কেতে সঞ্চিত রবে।
ধনেশ্বর বল্‌বে ধনী, মহেন্দ্র মানিবে মানী,
সুরপুরে জয়ধ্বনি, সুরধুনী কোলে লবে।
ধান্য ধন ধরণী ধন, হয় হস্তী গোধন গো ধন
জ্ঞান-তুলেতে কর ওজন এ সব ধনে পাষাণ সবে।
কি ছার বস্তু পরশ পাথর, বাঞ্ছা করে যত অবোধ নর,
তন্ত্রে বলে তাহা ইতর, সাধক যে সে কেন ছোঁবে।
রূপা সোণা মণিমাণিক, উপাসনা করে বণিক,
এসব সম্পদ ক্ষণিক, ভাগিদারে ভাগ বসাবে।
তাকে রাখ্‌তে চাইনে সিন্ধুক, চৌকি দিতে চাইনে, প্রহ
উঁর নামটী ভীমা ভয়ঙ্করী, ভয় করে যাঁরে ভৈরবে

প্যারীমোহন কবিরত্ন।

## গৌরী—একতালা।

কালী যে কেমন ধন কে জানে।
ধ্যানে কি জানে বাক্য মনের অগোচর
আগমে যাঁরে বাখানে।
চিন্ময়ী চিৎস্বরূপা চিত্রক্ষেত্র-চারিণী,
ব্রহ্ম মাতা ব্রহ্মপ্রমা ব্রহ্মরন্ধ্র বাসিনী,
সহস্র দলেতে সদা থাকেন ঈশান সনে।

প্রকৃতি পুরুষ রূপে, আকার করেন দৃষ্ট,
সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য কিছুতে নন লিপ্ত,
কর্ম্ম ফলে ভূমণ্ডলে ভোগে যত ভূতগণে।
ঘটে পটে মঠে কাঠে যে ভাবে যে কল্পনায়,
কর্ম্মফলে কালে আদি কালী দেখা দেন তায়
পুরাতে সাধকের সাধ সাকারা হন স্বগুণে।
আশুতোষ অজ ইন্দ্র যাদবেন্দ্র যে মায়ায়,
মৃণালের তন্তু মধ্যে পলকেতে আসে যায়,
পাষণ্ড প্যারী তবে সে কালী পাবে কেমনে।

প্যারীমোহন কবিরত্ন।

## মধুকানের সুর।

এই বেলা মন নেরে ডেকে নীলাম্বুবরণী মাকে ;
নিলাম নিলাম কচ্চে শমন, কখন নেবে নিলাম ডেকে।
কাল নিলে নিলামে ডেকে, কার শক্তি কে রাখবে ঢেকে,
পরে যারে ডাকে ডাকে, তখন আর কি হবে ডেকে।
জ্ঞাতি বন্ধুগণে ডেকে, কান্নাটা কাঁদবে ডেকে,
জীবনে সবে ডেকে ডেকে, আড়া বেড়ী পাবে না ডেকে।
চুল পেকেছে দাঁত পড়েছে, পরমায়ু ফুরায়ে গিয়েছে,
দিনেরানা শেষ এসেছে অতএব বলি তোকে।

প্যারীমোহন কবিরত্ন।

হস্তী-দন্তে শুক্তী শঙ্খে নবী মদে,
নদী নদে হ্রদে শৈলে সমুদ্রদে,
রাক্ষসে কি যক্ষে পিশাচে পাবকে
প্যারী বলে সে পায় পারাবার।

প্যারীমোহন কবিরত্ন।

## বসন্তবাহার — ঠিমে তেতালা।

[illegible]রি সুন্দরী ভুবনমোহিনী,
কিবা রূপ অপরূপ শ্বেত সরোজবাসিনী
শ্বেত বরণী বীণাপাণি।
রূপের তুলনা ভবে নাই আর,
যাকে অতুল্য শোভা করে অমূল্য মণিহারে,
মুনির মনহারী মনো হরের মনহারিণী।
বেদ প্রকাশিনী বাণী বরদে বাক্য বাদিনী,
জয়দে জননী জগদ্বন্দিনী।
তুমি সুখদা মোক্ষদা সংসারের সার
কর কটাক্ষ মায়ামণি কালভয় নিবারিণী
এ দ্বিজ ব্রজমোহনের রসনা উন্মাদিনী।

ব্রজমোহন রায়।

## ঝুকত — লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।

শ্বেত সরোজে বিরাজে শ্বেতবরণী,
নবীনা প্রবীণা কে বীণাধারিণী।

চন্দ্রের যে দিন হবে অমিত বরণ,
ধরার যে দিন হবে অনলে পতন,
জীবনেতে যাবে বরুণের জীবন,
দয়াময়ীর হবে কঠিন হৃদয়।
দিবা ভাগে রাত্রি, রাত্রি ভাগে দিন,
জল অভাবে নষ্ট সমুদ্রের মীন,
আদ্যাশক্তি যে দিন হবে শক্তি হীন,
যুধিষ্ঠিরে হবে পাপের সঞ্চয়।
মুনিকন্যা হবে কাশী তীর্থবাসে,
শুষ্ক কণ্ঠ হবে রাধা কৃষ্ণ নামে,
বলি রাজা হই হব সেই দিনে,
দীন হীন দ্বিজ নরেশচন্দ্রে কয়।

নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

## খাম্বাজ — আড়াঠেকা।

তোমারি অনন্ত মায়া কে জানে।
অনন্ত যাহারি অন্ত না পায় ধ্যানে॥
বাক্যমন অগোচর, নিরূপণ নাহি যার
বোধে না হয় প্রবেশ কেবল অনুমানে।
মা কি তব বিচিত্র মায়া, যার বলে মহামায়া,
পশ্বাদি কীট পতঙ্গ মা জন্মে অচেতনে,
সুরাসুর কিন্নর, যক্ষ আর নরবর,
যাহায় মুগ্ধ চরাচর সেবা অচেতনে।

আগম স্মৃতি বেদান্ত-ভেদে মর্ম জানিতে আছে,
অচিন্ত্য পরমতত্ত্ব অব্যক্ত ভুবনে।
চিন্ময়ী হয়ে প্রসন্ন, জীবে দেহ মা চৈতন্য
যেন মন মগন সদা থাকে শ্রীচরণে।

রাজা শ্রীশচন্দ্র রায়।

## মল্লার — একতালা।

কেও রমণী নীরদ বরণী।
শঙ্করের হৃদে সমরে নাচিছে।
চরণ তরুণ অরুণ কিরণ
নখরে নলিনী প্রকাশ হতেছে॥
শ্রীচরণ যুগে, ত্রিতাল ত্রিগুণে,
সুধীরে মধুর নূপুর বাজিছে।
শুনিয়ে সে ধ্বনি, কনক কিঙ্কিণী,
ছলে সুরশ্রেণী শরণ লইছে।
নাভি সরোবর সলিল আশয়,
ত্রিবলীর ছলে করিবর ধায়,
কুচ কুম্ভবর বিশ্বমূলাধার,
যাঁর পয়োধর ব্রহ্মাদি যাচে।
নরশির হার গলে সুশোভন,
নরহস্ত কটি শ্রীঅঙ্গে ধারণ,
করালবদন করি দরশন,
দেব ছত্র শব নাদে কাঁপিছে।

যার যে সে-ভাব, যার যা সে স্বভাব,
যেমন চোরের স্বভাব,
হলে দণ্ডী তার গণ্ড নাড়া ঘোচে না।
যেমন বারির স্বভাব শীতল,
সোনা কি হয় হে পিতল;
পিতল কি কভু হয় সোণা।
আছে হে সোনা, যেরূপ সোহাগা,
যেমন রূপসা,
মন বাসনা বাসা বৈ বোল বলে না।

গোবিন্দদাস অধিকারী।

( ওমা শঙ্করী ত্যজি স্বর্ণপুরী—সুর )

বারোঁয়া—একতালা।

দীনবন্ধু হে ;—
সেইদিন দেখবো তোমায় কেমন পরমবন্ধু তুমি।
যে দিনে শমন রাজা হোরে,
শমন জারি করে, কোন ফেরে,
ঘোরে দ্বারে বন্দ হৈব আমি।
যদি তুমি অকপট, আমি হে কপট,
কপট প্রেমে তুমি নও হে প্রেমী।
যদি অকপট প্রেমে ( একবার )
ডাকিতাম তোমার মনে,
তবে এমন কপট প্রেমে ভ্রমে কি ভ্রমি।

ভক্তি মুক্তি জড়িসং ব্যাপি হে, সতত,
আসংসক্তে সতত, অসংগামী;
এখন যেরূপ নিরন্তর, হতেছে অন্তর,
জান সর্বান্তর, অন্তর্যামী।
তুমি অগতির গতি, তোমা বিনে গতি,
নাহি অন্যগতি ভারত ভূমি;
কর যা ইচ্ছে তোমার, রাখ কিম্বা মার,
দাস গোবিন্দ তোমার, তুমি হে স্বামী।

গোবিন্দদাস অধিকারী

খাম্বাজ — খেম্টা।

জীব কেন রে অচেতনা।
দ্বৈত জ্ঞান ত্যজ, শ্রীঅদ্বৈত ভজ,
নিত্যানন্দে মজো পাবে চৈতন্য।
শ্রীবাস গদাধরের অতুল মাহাত্ম্য,
প্রভু তুল্য কিছু নাহি প্রভুত্ব,
প্রভুতে দাসত্ব এই পঞ্চতত্ত্ব,
যে জানে তত্ত্ব সেই তত্ত্বজ্ঞানী,
অন্যেতে শূন্য।
প্রভুর প্রিয়ভক্ত, রূপ গোঁসাই প্রভৃতি,
দ্বাদশ গোপাল চৌষট্টি মহান্ত,
সাধু মহান্ত;

ভক্তের আদি অন্ত, কে করিবে অন্ত,
অনন্ত অন্তু জীব সামান্য।
প্রভু শ্রীনিবাস, পুরাও অভিলাষ,
পুরাও অভিলাষ, হৃদয়ে কর বাস, সেই শ্রীপদে বাস;
দাসের এই আকাঙ্ক্ষা, তব দাসের দাস,
কর গোবিন্দ দাসের বাসনা পূর্ণ।

গোবিন্দদাস অধিকারী।

আমি প্রাণ সঁপেছি শ্যাম চরণে।
সবে বলে ছাড় ছাড়,
ও কথা ছাড় গো ছাড়,
তোমরা ছাড়িবে ছাড় স্বজনে;
আমি ছাড়িতে নারিব জীবন মরণে।
সখি ত্যজ ভয় কুল লাজ,
ভজ ভজ রসরাজ,
কিবা কাজ হয় কাল হরণে।
[illegible] জানিলে কাল,
কাল-জয়ী চিরকাল,
কালাকাল নাহিক কাল স্মরণে;
আমার কাল বরণ কাল ভুবন শরণে।
সখি ভুলে কি ভুলাবে তুমি,
কি করিবে জাতিকুল,
জাতিকুল যাবে কাল স্মরণে।

হাসরে গোকুল চাঁদ,
যে হাসে আকুল চাঁদ,
নখ চাঁদে নিল চাঁদ শরণে;
হৃদি কৌমুদী প্রফুল্ল যাঁর কিরণে।

গোবিন্দদাস অধিকারী।

শ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীচরণারবিন্দ,
মকরন্দ পান কর মন ভৃঙ্গ।
বিষয় কেতকী কাননে ভ্রম কি,
সে বনে ভ্রম যে বনে ত্রিভঙ্গ॥
বৃন্দাবন প্রেম সরোবর মধ্যে,
অনঙ্গরঙ্গিণী কোটি গোপী পদ্ম,
পদ্মমধ্যে নীলপদ্ম রাধাপদ্ম,
ভুজাঙ্গ গাঁথা যাঁর মৃণাল সঙ্গ।
ব্রজের মধুর কৃষ্ণ মধুর মুরতি,
মধুর শ্রীমতী বামে বিহরতি,
(যদি) প্রাণ প্রতি গতি,
ঐ মধুর ভাব প্রতি,
মন মধুপুরে (যেন) দিও না ভঙ্গ।
গুণ গুণ স্বরে গাও রাধাকৃষ্ণের গুণ,
দগ্ধ পাবে যারে ভবের আগুন,
বাড়িবে সদা গুণ, ত্যজিবে বিগুণ,
নির্গুণ গোবিন্দ গায় গুণ অনঙ্গ।

গোবিন্দদাস অধিকারী

## বাউলের সুর—একতালা।

এবার ভাঙ্গলো ভবের বাসা।
বাসা ভেঙ্গে যায় চিরদিনের (এ জনমের) মত,
আছে যে সব মালামাল,
এই বেলা সব সামাল সামাল,
নৈলে হবে সবার পয়মাল, (ও ভাই)
কোন দিনে হবি রে ফরসা।
নয় দিকেতে দেখ ফেটেছে,
ঘের সকল কেটে গেছে,
ঘরের ছয়জন নয়কো স্বজন, (ও ভাই)
তারাই তোমার কর্ম্মনাশা।
কোন্ সাহসে আছ বসে, ধরেছে ঘুণ মটকা বাঁশে,
যারা সাহস দিচ্ছে এসে (ও ভাই)
তারাই দেখবে রং তামাসা।
গুটিয়ে নে তোর কেঁথা ঝুলি, ছাড় মুখে বিষয় বুলি,
মুখে হরি হরি বলি, কর যাবার পথ খোলাসা॥ (ও ভাই)

শিবপুরের বাউল।

## যোগিয়া—একতালা।

হরিপদ [illegible] মন,
নিজে [illegible] ভবভয় নিবারণ।

চতুর্ব্বেদ, ষড় দর্শন, তন্ত্রগ্রন্থ, পুনঃ পুনঃ,
অনুভবি, বিবেক না হয় রে, তোমার মন।
এখন শুনি, অকিঞ্চনের বাণী,
সুস্থির হইয়ে, ভজ গোবিন্দ চরণ ॥

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

## ভৈরবী—ঠেকা।

আমারে কত বার বার কর বঞ্চনা।
করুণাময় এবার করোহে করুণা ॥
সুদীর্ঘ সংপ্রতি স্থিতি, গতায়াতে আর অতি
কাতর হয়েছি অধুনা।
দেহি অবিচল মতি, স্বপদে গোলকপতি,
অকিঞ্চনের এই কামনা ॥

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

## মালকোষ—আড়াঠেকা।

করোনা করুণাময় ছলনা এজনে,
করুণা অবলম্বনে।
মীন কূর্ম বরাহ আদি, নৃসিংহ শ্রীবামন,
শ্রীরাম, রাম দ্বি, প্রভু হে, বুদ্ধরূপী লীলারূপে,
নানারূপ অনুপম ধর হরি,
তোমার স্বরূপ কি জানিবে অকিঞ্চনে ॥

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

### আড়ানা — কাওয়ালী।

অহে ত্রিজগতৈক কারণ।
পুরুষোত্তম নারায়ণ ॥
আমি হে অজ্ঞান, কুমতি মানব,
ভজন হীন, বিষয় বিষেতে সদা মন পতিত,
এই দাস জনা করিছে অকিঞ্চন ॥

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

### বাহার — আড়াঠেকা।

কে জানিবে তত্ত্ব তব অনন্তরূপা।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ, আদি কারণ,
তব তত্ত্ব গুণে ব্রহ্ম শিব বুঝি নন জ্ঞাত,
আমি দীন অকিঞ্চনে তারি কৃপণা ॥

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

### ভূপালী। — কাওয়ালী।

মধুসূদন হে মুকুন্দ মুরারি।
শ্যামসুন্দর বর কুঞ্জবিহারি ॥
গোপীনাথ, গোপাল, নন্দানন্দে,
ভঞ্জন ভয়হারি।
দীননাথ অকিঞ্চনে তারহ
করুণা নয়নে কভি নাহেক দেখারি ॥

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

### বেহাগ — আড়াঠেকা।

বিশ্বরূপ স্বরূপ রূপ নিরূপম কিরূপ সুন্দর।
নখাগ্রে চরণ প্রান্তে নানা রত্ন ভূষণ,
কিরীট কুণ্ডল, বনমালী পীতাম্বর ধর॥
ওরূপ হৃদি পদ্মাসনে, স্থাপিয়ে যতনে,
অকিঞ্চন বাঞ্ছে মুদি আঁখি, দেখি নিরন্তর।
শ্রীনাথ প্রসাদে যদি, এ সৌভাগ্য ঘটান বিধি,
তবে ভব জলধি যাম-প্রতি না হবে দুস্তর॥

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

### যোগিয়া — কাওয়ালী।

হরি হেরি মমাক্ষে নহরি হরি বিতর করুণাদি এক্ষণে
প্রভু তোমার উচিত নহে পতিত পাবন,
তব প্রসিদ্ধ বিমল গুণ, ওহে হরি,—
নিগম পুরাণে শুনি, হিতাহিতাচার করিলে নিজ
তবে নিস্তার না পাবে অকিঞ্চনে॥

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

### কেদারা — আড়া।

যে অদ্ভুত রূপ আমারে উদ্দীপন করে।
জানি কে অন্য রূপে কাতর নিরন্তর॥

সুরেশ সুরেশ্বর, তুমি বিশ্ব পরাৎপর,
তব পদ ছায়া করি, নিত্য সুখ নিষ্পাদন অকিঞ্চন,
হিত জনার প্রতি কিঞ্চিৎ করুণা বিতর ॥

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

## জয়জয়ন্তী—একতালা।

অনন্ত মহিমা তব সীমা কেবা জানে প্রভু।
সদানন্দ জ্ঞানময়, সনকাদি নারদ,
সদা ধ্যান করি পদ, পূর্ণানন্দে হয়ে মগ্ন,
হরিগুণ গাবে।
দুষ্কৃত দমন, সাধুজন ত্রাণ কারণ,
গুণাতীত হয়ে হওহে প্রকট স্বগুণে,
সদা অকিঞ্চন জানে, কৃষ্ণ চরণ সাধন গুণে,
মান নাহি যথা বিন্দু প্রজল মিলনে ॥

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

## রামকেলী—কাওয়ালী।

মন মধুকর, হরিপদ পঙ্কজে মধুপানে মজ।
রাখ এই মিনতি আমার।
সদা সুরস আস্বাদ, নিরন্তর করি, মোরে ঘটায়ে প্রমাদ,
এখন চঞ্চল তুমি না হইও আর,
হরষে মুরারি চরণে অনুধ্যান,
সাধ দীন অকিঞ্চনের উদ্ধার ॥

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

## সুরট মল্লার—আড়া।

অবিদ্যা ঘনে করিল নিবিড় অন্ধকার।
অহমিতি মমেতি নাদ গর্জ্জে যে বারম্বার॥
বাসনা বায়ু প্রচণ্ড, বহে প্রতিক্ষণ দণ্ড,
শোকাক করকা বহে মোহ বারিধার॥
পড়িয়ে দুর্যোগে হরি, অন্ধবৎ কিছু না হেরি,
হেরি কুচিৎ, হয় যদাচিৎ, তড়িৎ সঞ্চার।
দুঃখ সলিলে মূর্চ্ছিত, কভু ঊর্মি মুদান্বিত,
এ যন্ত্রণা অকিঞ্চনে কৃষ্ণ দিওনা হে আর॥

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

## ইমন—একতালা।

নারায়ণ শ্রীবাসুদেব হরি।
রত্নাগিরি সৌভাগ্যকারী, নব জলধরবরণ, শ্যামসুন্দর
কমলাপতি কংস মদন, প্রভু বলী বলহারী বামন
জনার্দ্দন, তাহি অকিঞ্চনে কৃষ্ণ কৃপা বিতরি॥

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

## ভৈরবী—ঠেকা।

তরিবে যদিরে ভব দুস্তর পাথারে।
সুখে বল হরি হরি, হরি বারে বারে॥
কৃষ্ণ নারায়ণ, জনার্দ্দন, শ্রীমধুসূদন,
বসুদেব নন্দন, বিনে কে জীবে উদ্ধারে।

যোগীগণ যোগাসনে, যে পদ না পায় ধ্যানে,
সে পদ কি পাবে অকৃতি জনে।
কামাদিতে হয়ে মত্ত, না চিন্তিলাম তব তত্ত্ব,
গেল কাল এই কাল, মিছা ভ্রমণে।
নিজগুণে কৃপা করি, যদি দীনে হের হরি,
তবে অকিঞ্চনের কি ভয় শমনে।।

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

## মুলতান — আড়া।

অদ্ভুত ভব গতি কি হইবে।
কুকর্ম্ম দুর্ঘটে, কৃষ্ণ পড়েছি সুসঙ্কটে।।
নিকট কৃতান্ত ভট নিতান্ত তাড়িবে;
তুমি বিপদ খণ্ডন, ডাকি হে মধুসূদন,
স্বনাম মহিমা প্রভু আপনি রাখিবে।
যদি তুমি দয়াময়, ত্রিজগতের জনে কয়,
তোমা বিনা অকিঞ্চনে কেবা রক্ষা করিবে।।

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

## কালাংড়া — আড়া।

শ্রীপদ পঙ্কজে মজরে মন, মজে ত্রিজগজ্জন।
শশী রবি বিধি বিধু করিছে আরাধন।।
জীবন মিথ্যা কালে, কৃতান্ত গ্রাস হইলে,
কেমনে করিবে কৃষ্ণ ভাবেছি স্মরণ।।

অরে মত্ত হয়ে, কুসাধনে কাল খোওয়াইলে,
না করিলে হিতবাক্য শুনরে এখন,
হয়ে অকিঞ্চন, দৃঢ়ভাবে ভজ নারায়ণ,
তবেরে হইবে যমভয় নিবারণ ।।

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

## বাহার — একতালা।

প্রভু জগন্নাথ জগতের ভিন না জেন আমায়।
নাম গুণে হবে তবে দীনের উপায় ।।
ভবাব্ধি কমলাধব বল, কিঞ্চিৎ থাকিতে সময়
তবে বিকট কৃতান্ত ভট জনিত সঙ্কটে না হইবে ভয়
অকিঞ্চনে নিজ নিয়োজিত করহে অভয় পায় ।।

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

## আড়ানা — একতালা।

অচ্যুত চরণ কর সাররে, যদি পাইবে নিস্তার।
ভব পারাবার হইবে নিস্তার ।।
যোগ যজ্ঞ আদি বিবিধ বিধি,
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি তাতে হরি সাধন যে প্রধান
অরে অকিঞ্চন মন, করিয়ে যতন,
কৃষ্ণ পাদাম্বুজ ভুল না আর ।।

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

## দুম — আড়া।

একাগ্র চিত্ত হয়ে ভাব সদা নারায়ণে।
ঐকান্তিকী ভক্তি বিনে কি করে বহু সাধনে ॥
দৃঢ় মনে, গোবিন্দ চরণে, হও অকিঞ্চন,
তবে সুনিষ্ঠ হইলে হবে কৃপাবলোকন ॥

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

## সিন্ধু — আড়া।

হরি করেছে পূরণ, অভিলাষ এই আমার।
শির যে প্রণামে, শ্রুতি গুণের শ্রবণে,
আঁখি সদা তব রূপ করে দরশন ॥
তবাংঘ্রি কমলে কর, থাকে যেন নিরন্তর,
রসনা শ্রীকৃষ্ণ নাম করয়ে রটন।
শেষে প্রভু লয় কালে, তোমার পদ নলিনে,
অকিঞ্চন হরি বলে ত্যজিবে জীবন ॥

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

## রামকেলি — কাওয়ালী।

মন মধুকর হরি পদ পঙ্কজ, মধুপানে মত্ত,
রাখ এই মিনতি আমার ॥
নানা কুরস আস্বাদ, নিরন্তর করি বোধ হইল প্রমাদ,
এখন চঞ্চল হবি না হইও আর ॥

ভণে অনিরুদ্ধে, মধুর বচনে,
গুরু পদে, দুটি রেখোরে নয়ন ।।

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

## সুরট মল্লার — তিওট।

হরি কে জানে তব তত্ত্ব নিরূপণ।
অদ্ভুত অপরূপ রূপ কর ধারণ ।।
হরি কে জানে তব মায়া, অনন্ত অন্তছায়া,
বিশ্বরূপ বিশ্ব কায়া, ভুলালে বিশ্বজন।
সত্য যুগেতে হরি, দৈত্যাদি সংহারি,
দেবাদিগণে করেছ পালন ;
শেষে ভূভার হরণ জন্য নানারূপ অবতীর্ণ,
বলি ছলিবার জন্য, হইলে ব্রহ্ম বামন ;
ত্রেতায় রাম অবতারে, অহল্যা পাষাণীরে,
পাবনী কর দিয়ে শ্রীচরণ ;
কৃপাসিন্ধু সিন্ধুজলে, রাম নামে ভাসে শীলে,
অবলা উদ্ধারিলে নিধন করি রাবণ।
দ্বাপরে বৃন্দাবনে, ফিরিতে গোচারণে,
ভুলালে বাঁশীর গানে গোপীর মন ;
শেষে করিলে নানা কেলী, আয়ানের মন ছলি,
হইলে কৃষ্ণকালী, ভুলালে বৃন্দাবন।
কলিতে কলুষভঞ্জ, জগন্নাথ জগদ্গুরু,
হরিনাম করিতেছ বিতরণ ;

সুধার রাশি শ্রীপাদপদ্ম, ত্রিভুবন ঢেকে যায়।
সুসাধ্য অকিঞ্চনেরে তদবধি নিস্তারণ।

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

## বিভাস—একতালা।

জয় যজ্ঞেশ্বর জগদীশ্বর জগজ্জন জগৎ পালন।
হৃষীকেশ হরি, রাস বিহারী, রমানাথ রাধা মোহন।
তুমি বিশ্বম্ভর, বংশীধর, শ্রীধর গিরিধারণ।
তুমি অনাথের নাথ, শ্রীপতি শ্রীনাথ, দীননাথ দীন
ত্রিলোক পালক বালক বেশেতে কর নন্দের দুঃখ
তুমি নরকান্ত কারী নর কান্তি ধরি, নরকুলে জন্মগ্রহণ
তুমি ভকত বৎসল, ভবতারণ, ভাবুক ভয় ভঞ্জন
তুমি গোলোকের পতি, অগতির গতি,
গোকুলচন্দ্র গোপী মোহন।
ব্রজেন্দ্র নন্দন, ব্রহ্ম সনাতন, বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত চরণ।
শুকে যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র চরণেতে সদা
হরি দামোদর, দ্বারকানাথ, দৈত্যকুল নাশন।
তুমি ভব ভয় হারি, নিধি নিরবধি, বিধি যারে পদ সেবে
মনের শিরোমণি, তুমি চিন্তামণি
নারদাদি মুনির ধ্যানের ধন।
করুণা কটাক্ষে, অকিঞ্চন পক্ষে, কর রক্ষে জনার্দন

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

## মুলতান — আড়া।

তারো দীনে নিজগুণে শ্রীমধুসূদন।
শুনেছি ত্রিভঙ্গ তুমি পতিত পাবন॥
আমি অতি দুষ্কৃতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
গতি হীনে দেহি গতি, দুর্গতি হরণ।
তুমি ত্রিলোক তারণ, ভব ভয় নিবারণ,
দারিদ্র্য দুঃখ ভঞ্জন শমন দমন।

গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ভাব নিত্য রে মনে গোবিন্দ স্মরণে।
এ যে দেখ মন, ভবেরি উৎসব,
অনিত্য সে সব কেশব বিনে॥
সাধনেরি ধনে সযতন কোরে,
প্রেমডোরে ধোরে হৃদি পদ্মোপরে,
জনম সফল কর তাঁরে হেরে,
এমন জনম যে আর পাবিনে।
গিরিশের যুক্তি ভক্তি অনুসারে,
ধ্যানে যদি পার ধর্ত্তে ধরাধরে,
জয় জয়ী হবে ভবে অকাতরে,
পার হয়ে যাবে শ্রীপতি চরণে॥

গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

উপায় বিহীনে ক্রমে তনু ক্ষীণে।
ভবে এসে ভাব কাঞ্চনের যোগ,
ক্রমে পাপ গেল, তবু অচিনিলে॥

অচলা কমলা কোথা থাকি ঘরে,
সে মাধবে ভেবে দুঃখ পাবনা দূরে,
হেরে হতভাগ্য জ্ঞান বুদ্ধি হরে,
কি উপায় কোরে, কাটাই কষ্টা দিনে।
গিরিশ বলে ভাগ্য ভাল হবার নয়,
নৈলে কেন এত নিদয় দয়াময়,
কটাক্ষেতে যাঁর ত্রৈলোক্য বিজয়,
দুঃখ ক্ষয় তাঁর পক্ষে অতি হীনে।

গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ভুলো না মাধবে মন ভাবিতে।
যত দিন জীবিতে॥
এ দেহ গৌরব ভব, সব যাবে চলে শব।
কেবলমাত্র কেশব গতিতে।
ভক্তি রসে ভেসে হৃদি সরোজে,
শ্রীহরিপদ পঙ্কজ পূজ ভক্তি পঙ্কজে,
নহে সম্পদ ভাবে উপজে,
করাল সে কাল জয় সঙ্কটে,
ভবেতে যে যাওয়া আসা,
সে আশা হবে হতাশা,
শ্রীপাদপদ্মে পাবে বাসা, সুরীতে।
তাই তোরে বিনয়ে আমি বলি,
এ দিকে ক্ষণিক সুখে দিয়ে জলাঞ্জলি,
জাহ্নবী [illegible]

মুখমণ্ডলে হাসি, ঝরিছে পীযুষ রাশি,
দশদিশ হয়েছে আলো নূপুর চরণোপরি।
রমা সর্ব্বগুণযুতা, অলঙ্কারে ভূষিতা,
কনকবলয় করে অঙ্গুলে মণিঅঙ্গুরী।
নির্ম্মলপঙ্কজযুগল, নিন্দি জিনি নীলোৎপল,
নির্ম্মলকুসুমশীতল, চন্দনাক্ত তদুপরি।
সাধের রাধে গোবিন্দ দিয়েছে মাধকরন্দ,
কবি কয় পদারবিন্দ বাসনা সতত হেরি।

প্যারীমোহন কবিরত্ন।

## জঙ্গলা — একতালা।

ওহে মাধব, শ্রীচরণে তব এই মাত্র মম নিবেদন।
যেন শয়নে স্বপনে ভোজনে ভ্রমণে,
ঐ চরণে থাকে মন॥
ত্যজে পীতবাস, ঘুচাও গর্ভবাস,
দাসের পাপ কর বিমোচন;
ইন্দ্রিয়গণের পড়ে ইন্দ্রজালে,
তোমায় কভু না হই যেন বিস্মরণ।
ধনাদি সম্ভোগ চাই না স্বর্গভোগ,
নির্ব্বাণে নাহি আকিঞ্চন;
সদা দাস হয়ে থাকি, পদরজ মাখি,
পদাম্বুজে প্রিয় সেবন॥

কবিরত্ন কয়, ওহে দয়াময়,
বন্দন দুর্দিন বন্ধন ;
হৃদ্‌কমল দলে, কমললোচন,
দয়া করে দিও দরশন।

প্যারীমোহন কবিরত্ন।

## বাহার — রূপক।

কেন মনমধুকর বিষয়কেতকী ফুলে।
পাপরজ অঙ্গে মেখে অন্ধ হয়ে আছ ভুলে ॥
জগতে সুখ নাহি কিঞ্চিৎ, তাই করিছ সঞ্চিত,
চির সুখে হয়ে বঞ্চিত, বাঞ্ছিত অসুখ মূলে।
হায় কি কপাল মন্দ, গোবিন্দ পদারবিন্দ,
যাতে মোক্ষ মকরন্দ, তাতে মজ না কি বলে ;
কহে দ্বিজ কবিরত্ন, অপবর্গে অতি যত্ন,
কাঞ্চন ফেলে মৃত্তিকায় মস্তকে তোলে।

প্যারীমোহন কবিরত্ন।

## খাম্বাজ — একতালা।

কেন বিস্মরণ হয় দিন, ডাক শ্রীমধুনাথে নিশি দিন,
দিন দিন হত দূত আগত নিকট নিকট দিন।
ভেবেছ ভবে রবে চিরদিন,
জান না যে যেতে হবে কোন দিন,
শরীর সরিতে প্রাণ মীন, [illegible]

কোথা হবো রাজ্যেশ্বরী কোথা সুদেষ্ণা কিঙ্করী,
হইয়া দুঃখেতে কাঁদি, দিবস শর্ব্বরি,
তবু তব মন বাঞ্ছা হলোনা কি পূরণ।
কোথা রাজা যুধিষ্ঠির, কোথা বীর বৃকোদর,
আনিয়ে দেখহ তব, দুর্গতি পাণ্ডুর—
মৃত্যুকালে বড় সাধ, দেখি পতি শ্রীচরণ।

যোগীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

আগমনী।

কেদারা—একতালা।

গিরি! প্রাণগৌরী আন আমার।
উমা বিধুমুখ, না দেখি বারেক,
এ ঘর লাগে অঁাধার॥
আজি কালি করি দিবস যাবে,
প্রাণের উমারে আনিবে কবে,
প্রতিদিন কি হে আমারে ভুলাবে,
একি তব অবিচার।
সোণার মৈনাক ডুবিল নীরে,
সে শোকে রয়েছি পরাণে ধরে,
ধিক্ হে আমারে ধিক্ হে তোমারে,
জীবনে কি সাধ আর।
কমলাকান্ত কহে নিতান্ত,
কেঁদনাকো রাণী হও গো ক্ষান্ত

কে গাইবে তোমার উমার অস্ত,
তুমি কি ভাব অসার।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

## পরজ কালাংড়া—জলদ তেতালা।

যারে যারে কহ রাণী গৌরী আনিবারে।
জান ত জামাতার রীত অশেষ প্রকারে॥
গরল ত্যজিয়ে মণি, অনেক বাঁচবে ফণি,
ততোধিক শূলপাণি, ভাবে উমা যারে।
তিলেক না দেখি যরে, সদা রাখে হৃদিপরে,
সে কেন পাঠাবে তাঁরে, সরল অন্তরে॥
রাখি অমরের মান, হরের গরল পান,
দারুণ বিষের জ্বালা, না সহে শরীরে।
উমার অঙ্গের ছায়া, শীতল শঙ্কর কায়া,
সে অবধি শিব যায়া, বিচ্ছেদ না করে॥
অবলা অল্পমতি, না জান কার্য্যের গতি,
যাব কিছু না কহিল দেব দিগম্বরে।
কমলাকান্তেরে কহ, তারে মোর সঙ্গে দেহ,
তার মা বটে মানায়ে যদি, আনিবারে পারে॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

## অহং—একতালা।

গা তোল গা তোল' বাঁধ মা কুন্তল,

## একতালা।

অনিত্য সম্পদে হয়ে নিরাপদ
শ্রীপতি পাদজ্ঞাপদ প্যর করে।
চাই যে মোক্ষপদে, ওগো মা মোক্ষদে,
এ আপদ কবে নিবারণ হবে॥
মনে করি আমি দিবা বিভাবরী,
রাখি রাঙ্গাপদ হৃদয়েতে ধরি,
যে সুখেতে সুখী থাকি ত্রিপুরারী,
ত্রিদশেরে দুঃখ নাহি অনুভবে।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য অবিদ্যা প্রভাব,
অনুগত করে মনোগত ভাব,
করায় অন্যথা, পুন অনুরাগ বাড়ায় বৈভবে।

চাঁদগোপাল গোস্বামী।

পরমার্থ সঙ্গীত সমাপ্ত।

# সামাজিক সঙ্গীত।

---

বাল্য বিবাহ।

## বাহার—জৎ।

ডুবিল সোনার দেশ পাপের সাগরে,
পরিপূর্ণ দশদিক্ ঘোর হাহাকারে।
মহাপাপ শিশু-বিয়ে, এ দেশে প্রবেশ পেয়ে,
ছারখার করিল রে স্বর্ণ ভারতেরে।
ধন মান বুদ্ধি বল সব গেল রসাতল,
ওগো রে ভারত বাসী উদ্ধার মায়েরে।

নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গ বিধবা।

## ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি।

( কত কাল পরে এই সুরে গাইতে হয়।)

নিদয় বিধাতা কেন রে আমারে,
পাঠালে ভারতে রমণী করে রে।
ভারত পুরুষ আর সুখবর,
দেখলায় দুঃখেতে কাতর নহে [illegible]।

হে বিদ্যাসাগর, কেশব কি জয়,
হ'বে অগ্রসর এ দুঃখ নাশ রে।
কি দোষে বল রে কি ভেবে অন্তরে,
ভাসালে আমারে এ দুঃখ সাগরে ॥

অপ্রকাশিত।

## সুর ঝিঁঝিট—পোস্ত।

ভারত শ্মশান মাঝে আমি রে বিধবা বালা।
বিষের মূরতি ক'রে বিধি আমায় পাঠাইলা।
জানি না কেমন পতি, মনে নাই রে সে মূরতি,
তথাপি যুবতী হ'য়ে পেটে অন্ন নাই দুবেলা।
বিবাহ কি তাও জানিনে, কেবল মাত্র পড়ে মনে,
অনিচ্ছাতে শৈশবেতে খেলেছি এক দুঃখের খেলা।
পিতা মাতা নির্দয় হ'য়ে পরের হাতে সঁপে দিলে,
ছিঁড়ে নিলে কোমল কলি, কণ্টকে গাঁথিল মালা।
না বুঝিলেম ভাল বাসা, নাহি সুখ নাহি আশা,
কারে ক'ব এ দুর্দ্দশা, কে বুঝিবে মর্ম্ম জ্বালা।
পথিক বলে দেশাচারে, গেল ভারত ছারে খারে,
পাপিষ্ঠ ভারতবাসী, পাষাণ হ'য়ে না দেখিলা।

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

## সুর মুলতান—একতালা।

(সব) সাধ ফুরাল।
সে ঘোর তিমিরে জীবন বেড়িল।

সুখ-তারা লক্ষ্য করি এ তরণী
আশার হিল্লোলে ছেড়ে ছিনু আমি
এ সিন্ধু জলে হায় রে অকালে
সেও তারা ডুবিল ॥
চারি দিকে দেখি ঘোর অন্ধকার,
সম্মুখে আমার অসীম বিস্তার ;
কত আশা হায় ছিল যে মনের,
এবে সব ঘুচিল ;
সংসারের কোন সুখে অধিকার,
এ জনমে আর না র'ল আমার ;
কোন্ পাপ ফলে হা বিধি কপালে,
এত দুঃখ লিখিল ।
শৈশব-কলিকা ফুটিল যখন,
দেখিনু সংসার সুখ-নিকেতন ;
( আহা ) দেখিতে দেখিতে নয়ন মুদিতে,
পুনঃ তাহা লুকাল ।
( এবে দুঃখ-শয্যা পাতি করিলাম শয়ন,
আর না দেখিব সুখের ভবন,
নয়নের বারি আর যে নিবারি,
নারি কেন জানা বল ।
অন্তরের দুঃখ অন্তরে কেবল,
সাগরের জলে কিছুই না মেলে.

কত আর সয়, অবলা হৃদয়,
এবার বুঝি ভাঙ্গিল।
দহে যদি ঘোর পাপ অত্যাচারে,
কেন নাহি তবে দহে একেবারে?
তুষানল প্রায় কেন অবলায়
ধীরে ধীরে দহিল।

সারদাচরণ ঘোষ।

## মল্লার—কাওয়ালী।

হায়! বালা বিধবা দুঃখিনী; হ'য়ে চিরপ্রবাসিনী,
কাঁদে শোকে দিবস যামিনী।
মলিন মুখ কমল, ঝরিছে নয়ন জল,
রোদন মাত্র সম্বল, বাণবিদ্ধ যেন কুরঙ্গিণী।
নাহি সুখ পান ভোজনে, বিচিত্র বসন ভূষণে,
পড়ে শূন্য ধরাসনে, যেন মেঘে ঢাকা সৌদামিনী।
যাতনায় শরীর শীর্ণ, কালিমা হ'য়েছে বর্ণ,
বিষাদে মগ্না বিষণ্ণ,
যেন মাতঙ্গ দলিত নলিনী।
একা বসিয়ে বিরলে, ভাসিতেছে অশ্রুজলে,
কেহ নাই ভূমণ্ডলে শুনিতে তার দুঃখের কাহিনী।
শুনে বঙ্গবাসী সবে, কত আর নিদ্রা যাবে,
অবলার শোক বিলাপে পূর্ণ হলো গগন মেদিনী।

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

## মধুকানের সুর—তেতালা।

মনের দুঃখ বল্‌ব কারে।
অনাথ বিধবা বলে কে চাহিবে দয়া করে।
দুঃসহ জীবন ভার, বহিতে পারি নে আর,
এ বিষম অত্যাচার, কেন অবলার উপরে।
বিনা দোষে ভগ্ন হৃদয়, সব দেখি শূন্যময়,
কাঁদিব আর কত হায়, শোকেতে প্রাণ বিদরে।

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

## আশাবরী—আড়া।

কেঁদনা রে অনাথিনী কেঁদনা কেঁদনা আর।
পারি না হেরিতে অশ্রু আর নয়নে তোমার॥
সহ অনন্ত দুখে, নীরবে মনের দুখে,
দারুণ অনলদাহ হৃদয়েতে অনিবার।
ভাতিত অঙ্গের শোভা, সে চারু আননে,
ভাতিত ত্রিদিব জ্যোতিঃ সে যুগল লোচনে;
নিরখি সে মুখ হেরি, সে নয়নে অশ্রুবারি,
নিরখি উথলি যায় শোক পারাবার।
সাজিতে নবীন বেশে ভূষিত রতনে,
বাঁধিতে চিকুর দামে আনন্দে যতনে;
আজি মলিন সে বাস, আলুলিত কেশ পাশ,
পারে না হেরিতে আতঃ হায় আর নয়নে আমার।
কেঁদনা রে অনাথিনী কেঁদনা কেঁদনা আর।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

## ঝিঁঝিট — কাওয়ালী।

পতিত হীনে পরাধীনে (নাথ) বারেক দেখ চাহিয়ে।
সহিতে না পারি জ্বালা, যায় হৃদয় বিদারিয়ে।
নাহি নাথ! অন্য বল, কিসে হবে আত্ম বল,
জীবন বিফলে গেল আশাপথ নিরখিয়ে॥
আত্ম তেজ হারাইয়ে, পাপ পঙ্কিলে ডুবিয়ে,
আছি নাথ! মৃত প্রায় সুখ শান্তি নিরখিয়ে।
যে পাপে পড়িয়ে বিধি, কাঁদিতেছি নিরবধি,
শক্তি দাও দয়ার নিধি সেই পাপ নিবারিয়ে॥

দ্বারকানাথ ঘোষ।

## বাগেশ্রী — আড়া।

(কে কাঁদিছ?)

কে কাঁদিছ একাকিনী বসি এ নির্জ্জন স্থানে;
কেন বা গাহিছ মৃদু এত সকরুণ গানে।
এত যে করুণ তান, কি ব্যথা পেয়েছে প্রাণ,
প্রতি উচ্চ তানে মম করুণা ঢালিছ কাণে।
নিশীথে শিশিরে অশ্রু বিষাদে কমল,
সুহাস সকল আসি তার নেত্রজল,
শুধাই কি তুমি দুখে, কাঁদিলে সজল মুখে,
মুছা’বে না কি ও অশ্রু তপন কিরণ দানে।
হেরিয়া দুঃখিনী আজ এ দশা তোমার,
বিদীর্ণ দারুণ শোকে হৃদয় আমার,

বল কোন জন্য আর, আসিলে এ পাপভূমে,
যথা পূজ্য দেশাচার বধিয়ে রমণী প্রাণে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

কৌলীন্য প্রথা।

ললিত—আড়া।

( দয়াময় তব তুলনা কি মিলে—সুর )

কুল মেয়ে কেন কাঁদ গো বিরলে।
কি দোষে হয়েছ দোষী কি চুরি করিলে।
বল কোন দুরাচারে, তুমি সরলা বালারে,
এ কঠোর কারাগারে, অবিচারে দিলে।
নেত্রে বহে বারি বিন্দু, মলিন বদন ইন্দু,
নাই কেন সিন্দুর বিন্দু, সুন্দর কপালে।
কেন যেন কাঙ্গালিনী, থাক দিবস যামিনী,
কেউ তোমার কি নাই দুঃখিনি এ মহীমণ্ডলে।
দিন কাটাও দাসীভাবে, ভ্রাতৃবধূর পদ সেবে,
নিশায় কাতর ভেবে ভেবে, কোন পাপফলে।
অনাথা কুলীনের মেয়ে, কি ভেদ্ তব হৃদয়ে,
নহ কেন রয়ে রয়ে সধবা সকলে।

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

( জীব সাজ রে সমরে—সুর )

নো দুঃখ কব কারে,
... কে বুঝিবে এই দুঃখের ভার।

পিতা কপালদোষে কাপালিক প্রায়,
নিত্য আছেন কুললক্ষ্মীর সেবায়,
আজন্ম পালিয়ে এসব কুল মেয়ে,
বলি দিবে কুললক্ষ্মীর পায়।
আমরা অবলা যুবতী, কি হইবে গতি,
না দেখি স্বজন এ ভুবনে,
কঠিন পিতামাতা তায়,
স্নেহ মমতায় জলাঞ্জলি দিয়ে দু'জনে,
(কেবল) ভ্রাতৃজায়াগণের দাস্যবৃত্তি করে।
পোড়া উদর পোষি আজীবন তরে,
আছি ভ্রাতার মন চেয়ে
তারা পাছে কোন কষ্ট পায়।
সদা মরি মনস্তাপে, না জানি কি পাপে,
পাপিনী জন্মেছি বিধাতায় (তাতে)
পাপ ভেবে চিতে, পাপিনীদের হাতে,
দেবে ছিঁড়ে মাছি অন্ন খায়।
(হায়।) মেয়েদের যে দুর্গতি, সবার ঘরে গতি
দুঃখ ঘরে নাহি দেখে এ যুবতী,
বুঝি করা দেবীরে থেকে যমঘরে,
(দিয়ে) দারুণ কাজে যমরাজায়।

কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়

## আলাইয়া—চিমা তেতালা।

দিদি কাল আমাদের ভগীর বিয়ে হয়েছে।
দেখে যা জামাই রয়েছে।
ছিল ভাল বয়স কালে, এখন একটু গেছে হেলে,
পেটের দোষে শেষে আফিং ধরেছে।
কুলে দলের ছেলে বলে,
হাত পা দুটী আছে কুলে,
চিকিৎসা করিলে, বাঁচে বছর দুই,—
এয়োতের জোর থাকে যদি ওলো সই,—
স্বকৃত ভঙ্গের বেটা, যে করেছে পঁচাশীটা,
এবার তাদের পোড়া কপাল পুড়েছে।
(ছি ছি) একটা ছেলের কুলের জন্যে,
এ কে এ কে দুটী কন্যে, ঐ রূপ সুপাত্রে সঁপিল
মেয়েদের কি বাবা তারা নয় ভবে,—
বছর না যেতে বিধবা, জেতে রাখতে নারে বাবা
এত করে কুলের কলুষ রেখেছে।
আমি যদি ভগী হতাম, এমন ভেড়ের মাথা খেতাম,
বাপের পিণ্ডী ঘুচিয়ে দিতাম আগেভাগে,
না হয় বুকে কালী দিতাম রাগেতে।—
কবে সদয় হবেন ধাতা, নির্ব্বংশ কৌলীন্য প্রথা,
তবে বাঁচে যত বঙ্গের বাছে।

খুলে খোঁপা বেঁধে দিয়ে দাঁড়াবে কাছে।
মেয়ের দেখতে যে ছটা,
দাঁড়িয়ে দেখবে যে বেটা,
টাকা দিতে পণ পারে না, ছুরে পড়বে পাছে।
বরের বয়স বেশী হয়,
তাতে এত ক্ষতি নয়,
দ্বিতীয় তৃতীয় পক্ষে অধিক টাকা হয়,
আবার এই রকমে, বর বামুনে,
সাহেবী মতে হতেছে ॥

কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী।

একি মজার অত্যাচার।
কন্যা বেচা কারখানাটি কালেতে
হলো প্রচার ॥
কিবা ভাল কিবা মন্দ,
এই সকল জেতের ঐ আনন্দ,
টাকা নেবো বেশী কিসে করে
মনে এই প্রকার।
( তারা ) করে নাকো বিবেচনা,
কিবা মেকি কিবা সোণা,
এক দরেতে বেচা কেনা করে
কেবল অবিচার।
আধুনিক শিক্ষিত হতে,

তাঁদের গুণ আর বল কত,
প্রেমে বিয়ে, পাগলী হ'লে,
অমনি চেয়ে বসেন চার হাজার ॥
কেদারনাথ চক্রবর্তী।

সামাজিক সঙ্গীত সমাপ্ত।

---

# পৌরাণিক সঙ্গীত।

## গৌরী—আড়াঠেকা।

ব্রজলীলা।

নব সাজে বনমালী আসিছেন রঙ্গে
শ্রীদাম সুদাম দাম নাচিতেছে সঙ্গে।
নানা বন অন্বেষিয়ে, নানা কুসুম তুলিয়ে,
সাজায়ে দিয়েছে শ্যামকে যা সেজেছে অঙ্গে।
রাখিতে গোপীকার মান, শ্রীকৃষ্ণ করুণানিদান,
বাঁশীতে তুলিছে রে তান গৌরীপ্রসঙ্গে।

## পিলু—ঠুংরি।

এতেক দিনের পরে আশা পূরাব।
সবে মিলি মোরা আনন্দে ভাসিব।

সখীর পাশে, গোরা নকলে,
সাগরে ফেরিয়ে মন সাধে নয়ন জুড়াব।

সুভদ্রা হরণ।

## পিলু খাম্বাজ – খেমটা।

মোহন গুণমণি রতন হারে।
নবীন জীবন নবনলিনী, দিব ঝুলিয়া তন করে।
দেখ যতনে, এ সতী রতনে,
সাজায়ে বনে বনহারে।

সুভদ্রা হরণ।

## সুরট মল্লার – আড়াঠেকা।

অনন্দ হিল্লোলে আজি প্রেম সমীর বহিল।
ফেলেছে মালতী মনে ফেরে নয়ন মোহিল।
পিপাসা হইও সহায়, যেন হে অতিকায়,
ছিন্ন ভিন্ন নাহি বায়, অনিল হবে প্রবল।

সুভদ্রা হরণ।

## সিন্ধু কাফি – কাওয়ালী।

প্রাণনাথ হে কোথা তুমি রহিলে।
অন্তরে অনল পাথারে, ভাসাইলে
প্রাণ সখা রহিলে।

ডাকি ডাকি, মুদিতেছে আঁখি,
তবু তুমি কথা নাহি কহিলে।
হেরে তব মুখ, ফাটিতেছে বুক,
গুণমণি কেন হেন হইলে।
নাহি কেহ মেহ দেখা দেহ,
এই দেহ ত্যজিব হে নহিলে।

## খাম্বাজ—কাওয়ালী।

নিলাম বাঁধিয়ে কবরী।
কিবা চাঁচর চিকুর শোভে মরি মরি।
নীলাম্বর মাঝে যেন শরতের শশী ;
তেমতি আননে তব শোভিছে সুন্দরি।
আসিবে তোমারি পাশে ওগো জলেশ্বরি,
মোহিত হইবে নাথ হেরিয়ে মাধুরী।

সুভদ্রা হরণ।

## পিলু—জৎ।

আজি গো সজনি তোমায় সাজাইব যতনে।
যেখানে যে শোভা পায় সেই সেই রতনে।
বেঁধে দিব কেশপাশ ওগো চন্দ্রবদনে ;
অঞ্জন পরায়ে দিব সচঞ্চল নয়নে।
পরাব চিকণমালা গেঁথে নব প্রসূনে ;
শোভা হেরে রতি পতি কাঁদে যবে চরণে।

সুভদ্রা হরণ।

## সাহানা—আড়া।

কি সুখের দিনে সব সাধ পূরিলে।
মন আজি সুখ সাগরে ভাসিলে।
সব সখীগণ মেলি গাহ সুমঙ্গল,
এতদিনে বিধি অনুকূল হইবে নয়ন জুড়াবে।

সুভদ্রাহরণ।

## ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কেন আজি কাঁদে প্রাণ মন।
নিরত নাচিছে সখি মম দক্ষিণনয়ন।
মনে নাহি সুখোদয়, কেন গো এমন হয়,
চারিদিক শূন্যময়, করি দরশন।
কি আছে বিধির মনে, বল জানিব কেমনে,
হেন জ্ঞান হয় মনে হারাই বুঝি পতিধন।

মেঘনাদ বধ।

## বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

মঙ্গলা মঙ্গল কর আজিকার সমরে।
দেখ যেন এ অধিনী ভাসে না দুঃখ সাগরে।
ল তব পদাশ্রয়, মমজ্বালা নাহি রয়,
রে এ সময়ে তারা সে জন কি মরে।

প্রণাম যাইগো, মনে, বাদেরয় দেয় দেয়,
হুন দেয়_ দেয়_ দেয়, নয়নেতে নীর বয়,
লাঞ্ছনা গঞ্জনা বলিয়ে জানাব কায়।

## ঝুক।

যোগীরাজ হে চাও কি ভিক্ষে
কি ভিক্ষে দিব তোমায়।
কথা কওনা হে কি দুঃখে,
খাওনা হে কি শিক্ষে,
কিরূপ দীক্ষে,
কার অপেক্ষে, চক্ষে দেখ না আমায়।
উভয় ধর্ম যায়, উভয় কর্ম্ম যায়,
তোমার মর্ম্মে কি মর্ম ভাব বল আমায়।
তুমি ব্রহ্ম কি ব্রহ্মজ্ঞানী,
কোন ধর্ম্ম মর্ম্ম মানি না কও বাণী হে;
আমি অবলা অজ্ঞানী, জ্ঞান দেও আমায়।

গোবিন্দদাস অধিকারী।

## সিন্ধু—জৎ।

কেন যোগীর বদন দেখে হাসিলি গো রাই।
তুমি রাজেশ্বরী রাজকুমারী,
এ যে যোগী জাত ভিখারী,
জন্মাবধি উভয় উভয় দেখা শুনা নাই।

গোবিন্দদাস অধিকারী।

## সিন্ধু—ত্রিওট।

যোগী চায় না অন্য ধন,
দৈন্য যাই সাধন, অমান্য অন্য ধন,
চায়না মালতীকে।
যোগী সৌর কি গাণপত্য,
শৈব কিবা শাক্ত,
করে না কি ব্যক্ত, যেরূপ ভক্ত তার ;
ভক্তিশক্তি হ্লাদীকে, এইরূপ শিক্ষে গুরুর সুশিক্ষে
যোগীর শিক্ষায় বলে শিবরাম,
আবার ভণ্ডুরে বলে হরি,
স্বধর্ম্ম পরিহরি জয় জয়
ব্রজেশ্বরী ব্রজধাম।
যোগীর কোন ধর্ম্ম,
করে কোন কর্ম্ম, বুঝিব মর্ম্ম,
রবে না যার অশিক্ষে।

গোবিন্দদাস অধিকারী।

## বিভাস—ত্রিওট।

ওগো বৃন্দে গোবিন্দ কৈ এলো।
সুখের নিশি কি দুঃখে গেল॥
গেল রজনী, ওগো সজনি,
জানি না জানি সে গুণমণি,
কেবা মণিহার ক'রে গলায় পরিল।

আশা হতেছে শ্যামাকণ্ঠ, সদা প্রাণ উৎকণ্ঠ,
শ্রীকণ্ঠ কণ্ঠহার আমার ;
যে হরিল হার ক'রে দস্যাচার,
কুঞ্জে অভিসার, হইল অসার,
এখন অসারে জলধার অশ্রুজল ।
আমি ত্যজিয়ে গেহবাস,
সম্প্রতি সহবাস, নৈরাশ হই সকল আশেতে ;
এমনি হয় মনেতে,
এখনি করে প্রাণ, পান করি গরল ;

গোবিন্দদাস অধিকারী ।

## বসন্ত – তিওট ।

কমলিনি গো সতত কি থাকে অলি কমলে ।
তোমার শ্যামরায়, যেন চঞ্চল প্রায়,
যখন যথা যায় মধু খায় গো সেই ফুলে ।
ত্রিভঙ্গ কাল, সে ভুজঙ্গ কাল,
ভাল আছে চিরকাল,
ওলো দুই কাল ভাল নয় কোন কালে ।
দেখ কৃষ্ণের গুণ বংশীস্বর, অলির গুণগুণ গুঞ্জস্বর,
দুই স্বর সমস্বর যেমন ;
বর্ণকায় যেমন, কৃষ্ণকায় যেন,
স্বভাবে তোর কৃষ্ণ তেমন,
হলে অকাল কালাধিক ফেলে যায় চলে ।

## লুম ঝিঁঝিট — পোস্তা।

আজ ফিরে যাও কালীয়ে সোণা।
কুঞ্জে কালি এসো না হে।
ফেরবে না ফেরবে না হরি এখানে ব'সনা হে।
নিশিতে করেছ যার প্রেম উপাসনা হে,
কিবা তাঁর প্রেমসিন্ধু নীরেতে ক্ষেমনা হে।
শ্যামকলঙ্কিনী যার নাম ঘোষণা হে,
তারে ভাল বাসোনাকি ভাল বাসনা হে,
অনুরাগে আছে রাধা হয়ে ভীমনা হে।
বসে আছে মানানলে মানা শোনে না হে।

গোবিন্দদাস অধিকারী

## সিন্ধু — খেমটা।

যামিনী বল্লভ, কামিনী বল্লভ,
উভয় বল্লভ সমব্যবহার।
কভু শুক্লপক্ষ কভু কৃষ্ণপক্ষ,
প্রেমবিচ্ছেদ পক্ষ, তুল্য দোঁহার॥
যামিনীর ভাগে বিধুর উদয়,
কামিনীর ভাগে বঁধুর উদয়,
কখন অদয় কখন সদয়,
অনুদয়ে উভয়ে অন্ধকার।

গোবিন্দদাস অধিকারী

## ইমন — জৎ।

অধৈর্য্য হইলে প্রিয়ে প্রেম রাখা বিষম দায়।
প্রাণ যায়, মান যায় প্রেম দায় হয় প্রেমদায়।
অসম্ভব হলে ক্ষুধা;
লোকে বলে দুষ্ট-ক্ষুধা,
দিবসে চাঁদের সুধা, চকোরে কেমনে পায়।
তুমি হে প্রণয়দাতা, আমি প্রণয়গ্রহীতা,
তরুলতা বিচ্ছিন্নতা, কে কোথা দেখিতে পায়।

গোবিন্দদাস অধিকারী।

## ইমন — একতালা।

মিছামিছি, পাঠাপাঠি
আমারে আমার বল।
স্বভাবে সকলে তোর অভাবে আমি কেবল।
তোমার যে ভালবাসা, তস্করদনে ফণীর বাসা,
মধুর স্থানে চোরের বাসা পীযূষ মিশ্রা গরল।

গোবিন্দদাস অধিকারী।

## ঝিঁঝিট — আড়া।

মনে নাহি ছিল প্রিয়ে হইবে সুখ-মিলন।
দৈবের ঘটন কেন ঘটিল হে অঘটন।
অনুকূল হয়ে বিধি, মিলাইল গুণনিধি,
যাবৎ জীবনাবধি নির্জীত রবে জীবন।

গোবিন্দদাস অধিকারী।

## পৌরাণিক সঙ্গীত।

কে না কেনা আছে পিরীতে, সুসম্প্রীতে।
সেজন্য এর দাম বোঝে না,
সেই মজে না পিরীতে ॥
রাই কেনা শ্যামের পিরীতে,
শ্যাম কেনা রাইয়ের পিরীতে,
সখী কেনা যুগল পিরীতে।
গুরু কেনা শিষ্য পিরীতে,
শিষ্য কেনা গুরুর প্রীতে,
ত্রিজগৎ কেনা প্রীতে,
বদ্ধ আবদ্ধ তার পিরীতে।

গোবিন্দদাস অধিকারী।

## লুম — কাওয়ালী।

দেখনা দেখনা কি জলে,
একি জলে!
যে ভাব ভাবিতে নয়ন বয়ান ভাসে জলে ॥
যার লাগি ভাসিলে জলে
সে কার লাগি ভাসিছে জলে,
যখন প্রয়োজন ছিল না জলে,
তখন প্রিয় জন ছিল জলে।
যখন সেই প্রিয়জন পেলেম জলে,
আর কি প্রয়োজন জলে,
[illegible]

আমার অদর্শনে যে জল যাদের আগুন জ্বলে
শুনেছি গো সিন্ধুজলে, ইন্দু বাড়বা অগ্নি জ্বলে
সেই অগ্নি কি এই অগ্নি জ্বলে,
জানি অগ্নি নেভে জলে,
এ যে অগ্নি ভাসী জলে,
বুঝিলেম কানু বন্দী ভানুনন্দিনী জলে।
সকল জনের অন্নদাতা বিধাতা সকল জলে;
জলধর নাম ধরে, জগত ভাসায় জলে,
শূন্যকুম্ভ আনলেম জলে,
পূর্ণকুম্ভ নেত্রজলে, গোবিন্দের প্রিয়জন
যমুনা জলে, লয়ে যাব কোন জলে।

গোবিন্দদাস অধিকারী।

## পিলু — জৎ

বেণু কি মন্ত্র কানু করেতে ধরেছ হে।
যার স্বরে অবলার তনু অবশ করেছ হে।
সরল বংশীর স্বর, সর্ব্ব আকর্ষণ স্বর,
নাগ পাশ প্রেমশর, পাশেতে বেঁধেছ হে॥
কিশোর কি শর গোপীর প্রাণেতে হেনেছ হে।
শ্রবণে মোহন বাঁশী, সেইক্ষণে বনে আসি,
দাসী উদাসী করা কি বাঁশী শিখেছ হে।
বাঁশী ধরিতে বনবাসী হয়েছ হে।

তোমায় যদি এমন জানে,
রাখ তোমায় ভাবে যোগে যাগে,
থাক কর্ত্তার অনুরাগে,
পড়ে থাকতাম শ্রীচরণে ॥
বিরহিণী বলে আমায়,
একাকিনী ফেলে পালায়,
ধর্ম জ্ঞান নাইকো তার,
(একবার) ভাবে নাকো মনে মনে ॥
আমার জীবের জীবাত্মা,
আমার তাতে পরমাত্মা,
বিনা সংযোগ অসার থাকি কেমনে।
কঠিন হৃদয় বড়, ধর্ম্মাধর্ম্মের নাইক ডর,
ধর্ম্ম বর্জ্জিত কর্ম্ম তার,
জল সজায় বাঁশীর গানে ॥

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

## ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

মদন মোহন! মুরলীবাদন!
বল বিবরণ কোথায় ছিলে।
যামিনী প্রেমজালে, কে নিশি জাগালে
কে বল কপালে সিন্দুর দিলে।
মানসমোহিনী, কুলের কামিনী,
বিপিন বাসিনী, তোমার তরে।

নিদ্রা সরুজন, নিশ্চল বদন,
খুলেছে নয়ন, যোগন করে।
আর নিশি নাই, কেঁদে কেটে ছাই,
ঘুমায়েছে ভাই, ভুলনা তায়।
নীরবে শ্রীহরি, কর হে শ্রীহরি,
উঠিলে সুন্দরী, ঘটিবে দায়।

দীনবন্ধু মিত্র।

## কীর্ত্তন ভুক্ত সুর।

সিন্ধু কূলে যাই, নূতন তরি বই,
পারে তোরা কে যাইবি গো॥
নূতন ডিঙ্গায় নূতন মাঝি,
পারে তোরা কে যাইবি গো।
দাম দিবে যেই, পার হবে সেই,
দাম দিয়ে কে যাইবি গো।
ঐ দেখ বয়, মধুর মলয়,
এই বেলা কে যাইবি গো॥
তুলে দিব পাল, না ছাড়িব হাল,
সুখের পারে কে যাইবি গো॥
যদি পথিক পাই, কুল তাজে যাই,
অকুল মাঝে কে যাইবি গো।
পাইলে তুফান, আগে দিব প্রাণ,
আমার সাথে কে যাইবি গো॥

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

## তুকসুর—একতালা।

মথুরা বাসিনী, মধুর হাসিনী, শ্যাম বিলাসিনী রে।
কহলো নাগরী, গেহ পরিহরি, কাহে বিবাসিনী রে॥
বৃন্দাবন ধন, গোপিনী মোহন, কাহে তু তেয়াগিরে।
দেশ দেশপর, সো শ্যাম সুন্দর, ফিরে তুয়ালাগিরে॥
বিকচ নলীনে, যমুনা পুলিনে, বহুত পিয়াসা রে।
চন্দ্রমাশালিনী, যা মধু যামিনী, না মিটল আশা রে॥
সানিশা সমরী, কহলো সুন্দরী, কাঁহা মিলে দেখা রে
শুনি যাওয়ে চলি, বাজাওয়ে মুরলী, বনেবনে একা রে॥

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

## বেহাগ—একতালা।

কেন সই এলাম বনে।
আমার বিফল কুঞ্জশয্যা কৃষ্ণ অদর্শনে॥
দেখ পূর্ব্বদিক হইল প্রকাশ,
পশু পক্ষী ছাড়ে নিজ নিজ বাস,
নীরজ মণ্ডল ক্রমে অনুকূল,
নিশানাথ যায় নিজ নিকেতনে॥
আশা ছিল শ্যামের প্রেম রস সিন্ধু,
এবে দেখি তায় নাহি রস বিন্দু,
না জেনে মর্ম্ম করে যে কুকর্ম্ম
তাহা দেয় অবলার প্রাণে॥

ত্রিভঙ্গ মুরতি, সে কালা কুরীতি,
দাঁড়ায়ে কদম্বতলে ॥
নাজানি সখি কিবা প্রমাদে,
পথে যেতে শ্যাম নিকটে আসে,
আভাসে আভাসে, সে ভাসে কি আসে,
হুতাশে পদ না চলে ।
গুরুজন স্বজন, আর পরিজন, নিন্দয় বচনে বলে ।
কি করি সখি, সতত অন্তরী, অন্তরে দুখানলে ।
আমি কামিনী, রাজার কন্যা, কুলের বধূ মানা ধন ।
ছিছি আমায় সখি কিসের ভয়ে, কালাচাঁদ এক ছলে ॥

## ঝিঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালি ।

যমুনা পুলিনে বসে কাঁদে রাধা বিনোদিনী ।
বিনে সেই রাকা শশী বাঁকা শ্যাম গুণমণি ॥
শুকান কমল মালা, বাড়িল বিরহ জ্বালা,
কাঁদে যত ব্রজবালা, বিনে কালা গুণমণি ।

কৃষ্ণ বিহারী বসু ।

## ঝিঝিট—একতালা ।

গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে,
মৃদুল মধুর বংশী বাজে,
বিসরি ত্রাস লোক লাজে,
সজনি, আও [illegible]

পিনহ চারু নীলবাস,
হৃদয়ে প্রণয় কুসুম রাশ,
হরিণ নেত্রে বিমল হাস,
কুঞ্জ বন মে আও লো ॥
ঢালে কুসুম সুরভ-ভার,
ঢালে বিহগ সুরব সার,
ঢালে ইন্দু অমৃত ধার,
বিমল রজত ভাতি রে।
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে,
ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে
বকুল যূথি জাতি রে ॥
দেখ লো সখি শ্যামরায়,
নয়নে প্রেম উথল যায়,
মধুর বদন অমৃত সদন
চন্দ্রমায় নিন্দিছে।
আও আও সজনি-বৃন্দ,
হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ,
শ্যামকো পদারবিন্দ—
ভানুসিংহ বন্দিছে ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## জংলা—একতালা।

কি হবে কি হবে হলো একি দায়।
কালো ছায়া দেখি রাণী গোপাল বলে ধরতে যায়।
গগনেতে দেখে শশী, বলে আমার কালো শশী,
এসেছে ঐ প্রাণের শশী, বলে রাণী মূর্চ্ছা যায়।।
জলে দেখে নীলকমল, বলে আমার কাল কমল,
জলে কেন কাল কমল, গেল রোহিণী।
ধেয়ে গিয়ে সরোবরে, কাল কমল ধরে করে,
বলে এনেছি ধরে, যেন পাগলিনী প্রায়।

রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

## দেশমিশ্র—একতালা।

কোথায় কৃষ্ণ করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী
মাধব মনোমোহন মোহন মুরলীধারী।।
হরি বোল হরি বোল হরি বোল মন আমার,
ব্রজকিশোর কলুষহর কাতর ভয়ভঞ্জন,
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখি পাখা, রাধিকা হৃদিরঞ্জন।
গোবর্দ্ধন ধারণ, কুসুমভূষণ,
দামোদর কংস দর্পহারী, শ্যামরাস-রস বিহারী।।
হরি বোল হরি বোল হরি বোল মন আমার।।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

## খাম্বাজ—কাওয়ালি।

আমরে শ্রীদাম আয় বলি বিরলে রে।
এ জনমের মতন আমি আর যাবনা গোকুলে রে॥
আমারে না দেখে চক্ষে, মা যশোদা মনের দুঃখে,
করাঘাত করি বক্ষে, হবেন কাতরা,
তখন তুমি ভাই অঞ্চলে ধরে ডেকো মা বোলে রে॥
করে ধরি কথা কোয়ো, মায়ের কাছে কাছে থেকো,
দেখো দেখো দেখো শ্রীদাম ভুলনারে ভাই।
করে লয়ে ক্ষীর ননী, ব্যাকুল হয়ে নন্দরাণী,
কোথা রৈলে নীলমণি বলে ডাকিলে,
তখন তুমি ভাই এই এলাম বলে যেও মায়ের কোলে

রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

## আলিয়া—মধ্যমান।

কি দেখিলাম কেশব, ব্রজবাসী সব,
শবপ্রায় সব, পড়ি ধরাসনে।
জীর্ণ শীর্ণ ছিন্ন ভিন্ন, জ্ঞান বিভিন্ন,
তোমা ভিন্ন হয়ে আছে বৃন্দাবনে॥
গোকুল আকুল গোকুলচন্দ্র হয়ে হারা,
শুন ওহে তারানাথের নয়ন তারা,
তারার বহে ধারা, তারাকারা ধারা,

মা যশোদা সদা করে করে সঙ্গ,
ডাকে গোপাল গোপালকরে উচ্চৈঃস্বরে,
একবার শুনেশ্বর, হয়নি অবসর আসিবার,
ধর ধর সর তোর দিই চন্দ্রাননে ॥

দাশরথি রায়।

## ভৈরবী—যৎ।

বিদায় দিয়ে নন্দরাণী কাঁদি করে রোদন।
তিলেক ছাড়া নীলমণি হই আমি অচেতন ॥
যদি যাবি রাখালগণে, বেড়াবি সব বনে বনে,
আসিবি আর কত ক্ষণে,
ওরে আমার প্রাণধন।
দিবা রাত্রি করি যতন,
না দেখিলে যায়রে জীবন,
বলে হারা জাবে মরা দেহে না রবে জীবন ॥

বিশ্বনাথ দে।

## সিন্ধু—আড়খেমটা।

দেখে আয় রোহিণী।
এখন এলনা কেন আমার নীলমণি ॥

গোপালকে পাঠায়ে গোঠে, প্রাণ কেঁদে কেঁদে ওঠে।
কি জানি কি হলো গোঠে, স্থির নাহি হয় প্রাণী।
দুঃখ সয় হয়ে রই, জানিনা আর গোপাল বই,
কোলে লয়ে চাঁদ বদনে দিতাম ক্ষীর নবনী।

বিশ্বনাথ দে।

## মালকোষ—পোস্তা।

ঐ আসছে আয়ান বংশী বয়ান দেখ হরি।
আজ বিপদে যায় হে জীবন ব্রজমোহন বংশীধারি।
দুষ্ট দেখিল মোরে, লুকাইব কেমন করে,
কিঞ্চিৎ স্থান দেও আমারে দয়া করি।
সঙ্গে আছে ননদিনী, সদা বলে কলঙ্কিনী,
এ কলঙ্ক তোমার কালা মুরারি।
বিশ্বনাথের এই বাণী, ভয় কি আছে বিনোদিনী,
যার প্রেমে বাঁধা চিন্তামণি তার কি ভয় কিশোরি।

বিশ্বনাথ দে।

## ঝিঁঝিট—খাম্টা।

কি হেরিলাম নটবর।
শ্রীচরণের দাসী হয়ে হৃদে রাখি জলধর॥
একবার যার নয়নে লাগে,
লাজ ভয় নাহি জাগে,
কুল নিয়ে পড়ে মাগো,

তাজে গুরুজন ভয়।
বিশ্বনাথের এই বাণী,
শুন রাধে বিনোদিনী,
কেন হলি পাগলিনী,
দেখিতে শ্যাম সুন্দর।

বিশ্বনাথ দে।

## কালেংড়া—আড়াঠেকা।

দেখ এসে ও নন্দরাণী।
গোপের কুলে কালী দিলে তোমার নীলমণি॥
দেখেছি তোমার বদনে, দেখ দিয়ে দু নয়নে,
এ লজ্জা কি সহে প্রাণে, হয়েছে বিনোদিনী।
ননী চোরা, মাখন চোরা,
নারীগণের মনোচোরা, গোপের ঘরে পড়ে ধরা,
সাজে রাই কলঙ্কিনী।

বিশ্বনাথ দে।

## ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান ঠেকা।

কেবা জানে দীনবন্ধু।
নিলে পায়ে চিন্তামণি তবে কি অপার ভয়॥
দেখ রাজ্য রাখাছলে, তোমারে যে মা মা বলে,
সুখ ভাবে করে কোলে,
কি জানিবে মায়াময়।

কলঙ্কভঞ্জন ।

## কালাংড়া—আড়খেমটা ।

কেন মোরা গেলাম গো জলে ।
যারে নিয়ে কলঙ্কিনী হলেম গোকুলে ॥
সহস্র ধারার বারি, আমরা কি তা আনতে পারি,
না জানি কিসের চাতুরি, করে যাব কি বলে ।
কৃষ্ণকে কে পারে চিন্তে, কলঙ্ক রাধার ঘুচাতে,
দেখ বেশে এক মূর্ত্তি, এক মূর্ত্তি মায়ের কোলে ।
বিশ্বনাথের এই বাণী, যারে নিয়ে কলঙ্কিনী,
অকলঙ্ক বিনোদিনী, তার কলঙ্ক দেও কি বলে ॥

বিশ্বনাথ দে ।

## ললিত—পোস্তা ।

আমায় জল আনিতে বলে ছিদ্রে সহস্র বারি ।
তাই কলঙ্কিনী নাম হায় কি করি ॥
এ গোকুলে যত নারি, আনিবারে গেল বারি,
কেহ না আনতে পারি গেল গো ফিরি ।
ছিল মনে বড় আশা, সে আশা হ'ল নৈরাশা,
প্রাণনাথ ছেড়ে গেল আমি জলেতে মরি ।
বারে বারে কত বার, রেখেছেন নটবর,
প্রেমদায়ে ঘোর বিপদে রেখেছে হরি ।
যে ব্যাধি হয়েছে শ্যামের, বাঁচেছেনা প্রেমজ্বরে,

ন ভকত কল্পতরু মাঝে মঞ্জিত প্রেম মকরন্দ ।
ত্র সুরাসুর নটবর পরমানন্দ নিরবন্ধ ॥
নু গৌরচন্দ্র নটরাজ ।
প্রেম কল্পতরু উয়ল কিয়ে নবদ্বীপ মাঝ ॥
ন নীরদ জনিত মন্দাকিনী ত্রিভুবন তরল তরঙ্গে ।
নন্দ চন্দ্র রাম শিরমণি ক্রমই প্রদক্ষিণ রঙ্গ রঙ্গে ॥
চরণ সমাধিয়ে শঙ্কর চতুরানন কুরু আশ ।
ই পতিত কোরে করি কাঁদাই কিবা হর
বিন্দদাস ॥

গোবিন্দদাস ।

## বিভাস—ঝাঁপতাল ।

রে কথা ডাকরে মন শঙ্করী মধা কিশোরীকে ।
মুক্তি দেন সদা অপরাধীকে রাধিকে ।।
ভানুর নন্দিনী, ভানু শশীর বন্দিনী, পঙ্কজরূপ
জিনি, ভানুজা ভয়হারিকে ॥
রে দিয়েছি আমি রাধামন্ত্র, দেখ যেন হইও না ভ্রান্ত,
শান্ত মনবন্ধু, ছলনা প্রতিবাদিকে ॥
গুণ ধরে শ্রীমতী, গুণাতীত সেই গুণবতী,
হীন দুর্মতি, দাশরথির গতি দায়িকে ॥

দাশরথি রায় ।

## খাম্বাজ—ঠুংরি ।

হরি দয়াময় ।
চিত্তে থাকে চিন্তামণি তবে কি বিপদ্ ভয় ।
ভক্তাধীন নাম ধরে, ভক্ত ডাক্‌লে রইতে নারে,
ভক্তি ভাবে ছাওয়াল হয়ে, নন্দের বাধা মাথায় বয় ।
বিশ্বনাথের এই বাণী, সদাই ডাক চিন্তামণি,
জুড়াবে প্রাণী ;——
হরি হরি হরি বলে যেন আমার প্রাণ যায় ।

বিশ্বনাথ দে ।

## সিন্ধুভৈরবী—একতালা ।

কোথা আছ হরি বনমালী পতিতপাবন ।
সভাতে উলঙ্গ করে দুষ্ট দুঃশাসন ।।
পঞ্চ স্বামী সভায় আসি, হেঁটবদনে আছে বসি,
একবার দেখা দাওহে আসি,
কর দাসীর লজ্জা নিবারণ ।
হস্তিনাতে দুঃশাসন, করে আমার অপমান,
তোমা বিনে কে রাখিবে ওহে নারায়ণ ।।

বিশ্বনাথ দে ।

## ভৈরবী—একতালা ।

কেন হরি চিন্তামণি হইলে নিদয় ।
পড়েছি বিপদে আমি কি হবে উপায় ॥

ভক্তাধীন নাম ধর, ভক্ত ডাকলে রৈতে নার,
এ দাসীকে ত্রাণ কর, ওহে দয়াময় ॥
তোমা বিনা নাহি জানি, তুমি জগৎ চিন্তামণি,
বারেবারে ডাকি আমি করে উভয় সন্তান ॥

বিশ্বনাথ দে।

হরপার্বতীর কোন্দল।

## সিন্ধু—একতালা।

কি করি বল শঙ্করি।
ভিক্ষায় ভ্রমণ আর করিতে নারি ॥
কার্তিক গণেশ পুত্র দুটী, ভোজনের নাহিক ত্রুটী,
অচল আমার চরণ দুটী, কেবল বুষ সহায় করি।
করি বুষের উপর ভর, ভিক্ষা করি ঘরে ঘর,
তবু না পুরে উদর, নাম শঙ্কর ভিখারি।

বিশ্বনাথ দে।

## ভৈরবী—আড়াখেমটা।

কে ঘরে সহিবে।
এ দুঃখ দুর্গতি পদ্মা প্রাণে কত সহিবে ॥
আপনি খাবেন ছাই, আমারে বলেন তাই,
কেবা সে বালাই ছাই, এ অঙ্গেতে মাখিবে।
কার্তিক গণেশ পুত্র দুটী, অন্ন চাহে দুবে দুটি,
ক্ষুধার জ্বালায় কেবা, এমন করে রাখিবে।

মা বাপ কঠিন হিয়া, ভিক্ষুকেরে দিল বিয়া,
নিদরিয়ে যায় হিয়া, প্রাণে কত সহিবে।
বিশ্বনাথের এই বাণী, জগন্মাতা ত্রিনয়নী,
ত্রিজগতের অন্নদাতা তোমার কি দুঃখ গো শিবে ॥

বিশ্বনাথ দে।

শিবের ভিক্ষা।

সিন্ধু—একতালা।

কুক্ষণে এলাম আজি ভিক্ষার কারণ।
কোথাও না পাই ভিক্ষা কি করি এখন ॥
ঘরে নাই টাকা কড়ি, ভিক্ষার নিবৃত্ত করি,
কি খাইবে পুত্র দুটী, ভাবে সদাই ত্রিলোচন।
একি আশ্চর্য্য দেখি, জগৎ সংসার দুঃখী,
সবে বলে কোথা পাব, হাহাকার ত্রিভুবন।
বিশ্বনাথ বলে শিব, কেন তুমি দুঃখ ভাব,
কাশীতে অন্নদা রূপে, দেবি করিছেন ছলনা ॥

বিশ্বনাথ দে।

কাশীতে অন্নপূর্ণা।

সিন্ধু ভৈরবী—আড়খেমটা।

কেবা পারে মায়া বুঝিতে।
দেবতা হইবে মাগো অন্ন দিলে কাশীতে ॥

জানিতে কে পারে মায়া, মহামায়ার মহামায়া,
যারে দেন পদছায়া, তার কি ভয় রবিসুতে।
দয়াময়ী নাম ধর, এ অধমে ত্রাণ কর,
দেহ কাঁপে থর থর, রাখ মা শ্রীপদেতে।
বিশ্বনাথের এই মিনতি, দয়া কর ভগবতি।
আমি অধম মূঢ়মতি, কি জানি গুণ কহিতে।

বিশ্বনাথ দে।

## সিন্ধু—একতালা।

আজি কি দুঃখ পেয়েছেন শিব মরি মরি।
ত্যাগ করি আন পদ্মা এ দুঃখ দেখিতে নারি॥
দেব দেব ত্রিপুরারী, কুবের যাঁহার ভাণ্ডারি,
তার কি অভাব আছে নাম শঙ্কর ভিখারি।
কেন ঝগড়া করেছিলাম, নাবে দিলি কাশী এলাম,
কি কষ্ট পেয়েছেন প্রভু, হায় কি করি॥

বিশ্বনাথ দে।

প্রহ্লাদ চরিত্র।

## ললিত—আড়খেমটা।

মুনি মিছে এ সংসার।
দিবানিশি হরি বল হেসে যাবে ভবে পার॥
জন্মাবধি নিরবধি, হরিনাম সদাই সাধি,
কেন হও তার প্রতিবাদী, হরিময় এ সংসার।

হরি সবার অন্তর্যামী, হরিনামে মত্ত আমি,
হরি জগতের স্বামী, তাঁরে ভজ অনিবার।
কি পাঠ পড়াবে বল, পড়া ত হলো সকল,
বদন ভরে হরিবল, ভেবে দেখ কেবা কার॥

বিশ্বনাথ দে।

## ললিত—আড়খেমটা।

প্রহ্লাদ গেল যম স্থান।
তোমার পিতা দৈত্যপতি করবে আমার অপমান॥
যে নাম করাতে তোরে, করিল বারণ মোরে,
সে নামে মজিলে তুমি, কেন বল অবিরাম।
তব পিতা দৈত্যপতি, না মানে মিনতি স্তুতি,
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে নাহি মানে ভগবান॥

বিশ্বনাথ দে।

## ললিত—আড়খেমটা।

পিতা কি পড়িব আর।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে মন মজিল আমার॥
তুমি হ'লে অনীশ্বর, চিন্‌লে না গো গদাধর,
আমি কি বলিব পিতে, হরি ভবের কর্ণধার।
রাজ্যপদে মত্ত হলে, এসে ভবে কি করিলে,
কালের বশে কাল হারালে, সদাই কর অনাচার

জানি শিশু কিবা জানি, বিশ্ব স্বামী চিন্তামণি,
দুষ্টের দমন হেতু, এ সংসারে অবতার ॥

বিশ্বনাথ দে।

## ভৈরবী—আড়াখেমটা।

হরি বলে শিশুগণ।
হরি মন্ত্রে দীক্ষা হয়ে করে হরির সাধন ॥
হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, নৃত্য করে সব ছাওয়ালে,
মুনি আসি দেখি বলে, আজ মম সফল জীবন।
ক্রোধভরে দৈত্যপতি, করিবে কত দুর্গতি,
না শুনে মিনতি স্তুতি, সব হ'ল অকারণ ॥

বিশ্বনাথ দে।

## ললিত—আড়াখেমটা।

কোথায় আছ নারায়ণ।
অস্ত্রাঘাতে মরি প্রাণে রক্ষ বিপদভঞ্জন
তোমা বিনে নাহি জানি, তুমি সবার অন্তর্যামি,
ঘোর বিপদে পড়ে প্রভু ডাকি তোমায় অনুক্ষণ।
ডাকি আমি বার বার, রক্ষা কর গদাধর,
তুমি না রাখিলে মোরে, কে করে রক্ষণ।
বিশ্বনাথের এই বাণী, শুন হে প্রহ্লাদ গুণমণি,
তোমারে করিবে রক্ষা শ্রীমধুসূদন ॥

বিশ্বনাথ দে।

## ঝিঁঝিট—একতালা।

আমায় এ বিপদে রক্ষা কর ওহে দয়াময়।
পর্ব্বত হইতে পড়ি মম প্রাণ যায়॥
তোমা বিনা নাহি জানি, রক্ষা কর চিন্তামণি,
অসহায়ে যায় প্রাণী, রাখো রাঙ্গা পায়।
ভক্তাধীন নাম ধর, ভক্ত ডাকে যে রৈতে নার,
এ অধীনে ত্রাণ কর, পিতা হয়েছে নিদয়॥

বিশ্বনাথ দে।

## ঝিঁঝিট—একতালা।

আমি এবার বুঝি অগ্নি কুণ্ডে প্রাণে মরি।
মারে মারে কতবার রেখেছ হরি॥
অগ্নি দেখি প্রজ্বলিত, ভয়ে প্রাণ সশঙ্কিত,
একবার দেখা দেহ আসি বংশীধারী।
পিতার কিছু দয়া নাই, তোমা বিনে কেহ নাই,
এ সঙ্কটে কে রাখিবে রাস বিহারী।

বিশ্বনাথ দে।

প্রহ্লাদ আমার গুরুর গুরু এমন গুরু আর পাবনা।
এই গুরুর কৃপায় জগৎ গুরুর নাম জেনেছি
আর ভুলি না॥

হরি বল মন ভক্তি ভরে, বিপদ সাগর যাবি তরে,
ভবের শ্মশান থাক্‌বে দূরে,
পাপের দড়া আর বাঁধনা।
ইহ লোকেই স্বর্গ পাবে, ঘুচে যাবে যম যাতনা।

রাজকৃষ্ণ রায়।

ও মা! হরি হরি বল না।
প্রাণের ভয় ভেবোনা, হরিপদ ভাবনা॥
হরি নামে বিপদ ঘোচে, মরণ ছুঁয়ে ও জীবন পায়,
ঐ মা হরি দাঁড়িয়ে আছে, নয়ন মুদে দেখ মা।
হরি হরি হরি বোলে পিতার কাছে চলনা॥

রাজকৃষ্ণ রায়।

পাষাণের ভার নয় রে গুরু,
পাপের ভারই গুরু অতি।
পাপ কে আমি ডরাই বড়,
শিলায় আমার কিসের ক্ষতি॥
তিল পরিমাণ পাপের ভার,
সইতে পারে সাধ্য কার,
হাজার কোটি অনেক নয়, তুচ্ছ পাষাণ রাশির [illegible]
কোথায়, হরি নাওহে দেখা,
পাপের গিরি মাথায় রাখা,

[illegible] ঘোষ

পায়ে ঠেলে দাওহে ফেলে পাপের পাষাণ
পাপীর গতি ।

রাজকৃষ্ণ রায় ।

## সাওন মিশ্র—একতালা ।

দিয়ে করতালি, এস হরিদলি, হরি নাম করি গান ।
কাল হরি আর হরি ব'লে, শীতল করি তাপিত প্রাণ ॥
অলসে দিন ব'য়ে যায়, প্রেমের হরি নাম বলি আয়,
রাঙা পায় সঁপি মন কায় ;
প্রেমে ভাসি দিবানিশি, সুখে সুধা করি পান ।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ।

## ঝুম খাম্বাজ—একতালা ।

আমার বংশীবদন শ্যাম, নেচে নেচে বাজায় বাঁশরী ।
দেখে আয় দেখ্‌নি যদি, নয়ন ভরে বল হরি ॥
মরি হায়! কি মোহন সাজে, কি মধুর নূপুর বাজে,
দোলে বনমালা, নাচে কালা, প্রাণ মন মজে ;
নেচে দোলে বাঁশী বলে, আয়রে আয় কোলে করি ।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

## দেশ পাহাড়ী—যৎ ।

শ্যামসুন্দর নাচে বনমালা দোলে ।
মধুর মঞ্জীর মিলে কিঙ্কিণী রোলে ॥

ভ্রমর গুঞ্জন জিনি রুণ ঝুণ বোলে।
নাচে হরি হেরি প্রাণ মন ভোলে ॥
নেচে চলে কটী দোলে, দোলে শিখি পাখা।
খঞ্জন গঞ্জন নাচে, আঁখি দুটী বাঁকা ॥
অধরে ধরেনা হাসি, বাঁশরী বাজায় রে।
মদনমোহন নাচে ভুবন ভুলায় রে ॥
মোহিত মুরলীধারী নাচে পায় পায় রে।
শারীশুকে মুখে মুখে সব সুখে গায় রে ॥
মরি মরি রূপ হেরি হৃদয় জুড়ায় রে ॥
ময়ূর ময়ূরী নাচে হেরিয়ে বিভোল।
কোকিল কোকিলা গায় প্রেমে উতরোল ॥
খেদ ভুলি, সবে মিলি বলি হরি বোল।
সুখে বলি হরি বোল ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

## পাহাড়ী—লোফা।

আয় আয় আয় গুটি গুটি চলি,
আয় আয় আয় ধবলী শ্যামলী,
ওরে গোলোক ত্যজে আনন্দে হরি ধরাতলে।
হরি রাখে রাঙ্গা চরণ কমলে, হরিকে হরিকে।
ঐ শুনরে ওই ভক্ত ডাকে হরি বলে ॥
ভক্ত হৃদয় ভরি, শোন বাজিছে বাঁশরী,
ওরে ডাকলে হরি রইতে নারে।

রাঙ্গা চরণকমল দেয় তারে,
পড়ে বিপদে, শুধু ভক্ত ডাকে বারে বারে,
রুণু রুণু রুণু নূপুর বাজে, ভক্ত হৃদয়ে তার বাজে,
কানু বিভোর, ধেনু নেহার,
কানু চলে ঢলে ঢলে, বনমালা দোলে গলে,
কানাই প্রেমে ভাসে নয়ন জলে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

## ঝাঝ জলদ—একতালা।

হৃদয়ে বহে প্রেমেরি তুফান,
প্রাণ পেয়েছে প্রাণের রতন।
প্রেমের পুলকে গোলোক লীলা,
প্রাণের সনে প্রাণের রমণ॥
চলি চলি চলি অঙ্গে অঙ্গ, নয়নে নয়ন রঙ্গ,
লজ্জিত মদন মান ভঙ্গ, প্রেম তরঙ্গ নেহারে;
বাঁধি বাঁধি বাঁধি মালতীমালে,
বেড়ি বেড়ি বেড়ি ভুজমৃণালে,
রুণু রুণু রুণু মঞ্জীর তালে, পড়্‌লো চ'লে রূপের ভরে
মরি মরি উথ্‌লে উঠে রূপের কিরণ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

## খাম্বাজ পাহাড়ী—লোফা।

কেন কেন কেন বিরস বদন হরি।
তোমার এত সাধের গোলোকধামে॥

কোথায় হরি। অনল মাঝে বসে আছি, হরিছে হরিছে॥
আমার ভক্ত ডাকে প্রাণেশ্বরী।
চল চল চলে যুগলে যুগলে, ভক্তে তুলে নিব কোলে
আমার ভক্ত বিনে কে আছে আর,
আমি ভক্ত বিনে রইতে নারি, ভক্ত আমার প্রাণের সার
আমি ভক্তের তরে সদাই কাঁদি,
আমি ভক্তে প্রাণে প্রাণে বাঁধি,
দেখেছ প্রাণসখীরে, আমি ভক্তের পায়ে ধরে সাধি,
কত কাঁদি প্রাণ সইরে।
চল চল চল হরিহরিবল, ভক্ত প্রেমে বেঁধেছে বাঁকা শ্যাম
হরি রইতে নারে ভক্তের তরে গোলোকধামে।
চল ভক্তে হেরি নয়ন ভরি॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

## নাগধ্বনি—তেওরা।

দৈত্য দম্ভ ভঙ্গ, নরসিংহ ভীম রঙ্গ,
গর্জ্জন ঘন, দুর্জ্জন মন কম্পিত আতঙ্কে।
স্তম্ভগর্ভে অঙ্গ ধারণ, ভক্তাধীন নারায়ণ,
ভক্ত চিত্ত মত্ত প্রেমে, নর্ত্তন তরঙ্গে॥
অপার করুণা হরি, অরি পায় পদতরি,
হরি তুমি কারো নও অরি,
সখা বলে খেল সদা প্রেমিকের সঙ্গে,
হের দীনে অপাঙ্গে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

কৃষ্ণ, বলরাম, ও সুদামার বিদ্যাশিক্ষা।

## ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

কি কারণে গুরুপত্নি করিছ রোদন।
কি দুঃখ হয়েছে কেন সজল নয়ন॥
যাহা চাই তাহা দিব, অন্যথা নাহি করিব,
কিসের অভাব তব বল গো এখন।
গুরু গেছেন স্থানান্তরে, কি দ্রব্য না নাহি ঘরে,
এখনি আনিয়া দিব, বল মাতা বিবরণ।

বিশ্বনাথ দে।

## ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কেন বা কাষ্ঠ ভাঙ্গিতে এলাম গহন বনে।
সঙ্কুলা চিকুর রুচি এ যাতনা সয়না প্রাণে॥
গুরু গেছেন স্থানান্তরে, গুরুপত্নি আছেন ঘরে,
কেমনে যাইব ফিরে, তাই সদা ভাবি মনে।
কিছু মাত্র খাই নাই, সঙ্গে কিছু আনি নাই,
আর ত দেখা হইল না, জননী জনক সনে॥

বিশ্বনাথ দে।

## ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

আয়রে কানাই আয়রে বলাই করি কোলে।
নয়ন হীনা আছি আমি ডাকরে বাছা মামা বলে॥

একটী পুত্র মাত্র ছিল, বিধাতা তাহারে নিল,
তাই সদাই মন দুঃখে ভাসি সদা নয়ন জলে।
ভরসা কানাই বলাই, আর গোপের কেহ নাই।
ওরে দেখে তোদের চাঁদবদন ভাসি আনন্দ সলিলে
জন্মে জন্মে কত পাপ, করিয়াছি ওরে বাপ,
সতত পড়িত পুত্র এই পাঠশালে।
পুত্র বিনে কি আছে আর, ঘর বাড়ী সব অন্ধকার।
জানি না কি দোষে বিধি, দগ্ধ করে শোকানলে॥

বিশ্বনাথ দে।

সুদামা চরিত্র।

## ঝিঁঝিট—একতালা।

কিবা দ্রব্য আছে দিব ওহে নারায়ণ।
ভিক্ষা জীবি ভিক্ষা করি আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষায় যাই, খুদ বই নাহি পাই,
ভক্তি ভাবে খুদ লয়ে, এসেছি এখন।
ভক্তাধীন নাম ধর, ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ কর,
দরিদ্রেরে দয়া করি এ দ্রব্য কর গ্রহণ॥
অন্ন বিনা শুষ্ক দড়ি, তৈল বিনে গাত্রে খড়ি
মাথা রুক্ষ গায়ে [illegible], দেখ প্রভু সনাতন॥

বিশ্বনাথ দে।

### ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

আমি সখা মূঢ়মতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
তব সঙ্গে গুরু গৃহে ছিলাম তিনজন॥
সান্দীপনী মুনি ঘরে, বিদ্যা শিখিবার তরে,
ছিলাম মোরা গুরু পত্নি করিত যতন।
এক দিন তিন জনে, কাষ্ঠ ভাঙ্গি বনে বনে,
বড় বৃষ্টি বরিষণে, সংশয় জীবন॥
আমার ফল দিলে তুমি, বিশেষ না জানি আমি,
ফল খেতে শাপ মোরে দিলে জনার্দ্দন।
তদবধি নিরবধি, দুঃখে মরি গুণনিধি,
দ্বারে দ্বারে করি আমি ভিক্ষায় ভ্রমণ॥
সেই শাপ হতে মোরে, মুক্ত কর দয়া করে,
নহি সখা পদে ধরে, কর শাপ বিমোচন।

বিশ্বনাথ দে।

### জঙ্গলা—একতালা।

মরি মরি ওহে সখা মম প্রাণ যায়।
এ সময়ে একবার দেহ দেখা দয়াময়॥
অঘোরেতে গেল প্রাণী, কোথা রহিল ব্রাহ্মণী,
আমি বিনা কি খাইবে মরিবে ক্ষুধায়।
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করি, পদব্রজে ভ্রমণ করি,
আমার রথ কাজ কি হরি, আমি দুঃখী নিরাশ্রয়॥

বিশ্বনাথ দে।

## ভৈরবী—একতালা।

ওহে হরি দীনবন্ধু দারিদ্র্য ভঞ্জন।
যদি ধন দিলে পতি হইল কেন এমন॥
তুমি হে জগদীশ্বর, কৃপাময় কৃপা কর,
কেন পতি এমন হলো না জানি কারণ।
ছিলাম চির দুঃখিনী, অন্ন বস্ত্রের কাঙ্গালিনী,
দয়া করে চিন্তামণি, যদি দিলে ধন;
এ ঐশ্বর্য্যে কাজ কি হরি, ছিলাম দরিদ্রের নারী
যদি মোরে দয়া করি, কর শান্ত পতির মন॥

বিশ্বনাথ দে।

মানভঞ্জন।

## সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান ঠেকা।

যে রূপ জাগে অন্তরে।
তার লাগি কুল গেল, কেমনেতে পাই তারে॥
হৃদয় মাঝে উদয় হয়, মনের সঙ্গে কথা কয়,
বাঁকা হয়ে দাঁড়ালে পর, অমনি মম মন হরে।
যে জনে যে এনে দেবে, বিনা মূল্যে কিনে লবে,
দাসী হয়ে রব তার, যে আনিবে বংশীধরে॥

বিশ্বনাথ দে।

## সিন্ধু—পোস্তা।

ওরে যেতে বল ব্রজাঙ্গনা যেন কুঞ্জে এনেনা।
ও প্রাণ থাকিতে কৃষ্ণের মুখ দেখব না॥
এখন লম্পট জন, করে আমায় প্রতারণ,
সারা নিশি জাগি, আমি প্রাণে বাঁচি না।
কেন আমায় বলেছিল, সুখের নিশি দুঃখে গেল,
আমার মন ফিরে দিয়ে, ওরে যেতে বলনা॥

বিশ্বনাথ দে।

## ঝিঁঝিট—পোস্তা।

আমায় রাখিলে হে চন্দ্রাবলী হইল উদয়।
মান ভরে বিনোদিনী বুঝি নাহি কথা কয়॥
করেছে রাই বাসর সজ্জা, আমার হলো যেতে লজ্জা
সবে মিলি বিনোদিনী ঘটাবে ঘোরদায়।
আর কি কুঞ্জে যেতে দিবে, লাঞ্ছনা গঞ্জনা হবে,
মানে মজে কমলিনী, পাছে হেট বদনে রয়।
বিশু বলে চিন্তামণি, নিশি জাগি বিনোদিনী
যৌবনেতে বিরহিণী কত জ্বালা সয়॥

বিশ্বনাথ দে।

## কবির সুর।

মানে মজে রাই, শ্যামের সঙ্গে প্রেম নাই,
এখন মানের সঙ্গে প্রেম করে কৃষ্ণ হ'ল পর।

ধূপ মানং দেহি দানং রাধা ব'লে,
রেঙ্গের রাঙ্গা চরণ কৃষ্ণ মাথায় তুলে ;
তথাচ মান না হ'ল ভঙ্গ,
দুর্জ্জয় মানের সরোবর ॥

বিশ্বনাথ দে।

## সিন্ধু—পোস্তা।

দেখ এখনো ও মান ব্রত সাঙ্গ হয় নাই।
দুনয়নে বহে বারি দেখ হে কানাই ॥
দুর্জ্জয় মান দেখি ভাল, শ্যাম চেয়ে মান বড় হ'ল,
মানে মজে বিনোদিনী, বদন তোলে নাই।
যদি হও অদর্শন, ব্যাকুলিত হবে প্রাণ,
কোথা গেলে বলে এখন কাঁদিবেন রাই।

বিশ্বনাথ দে।

দৈবকীর কারা মোচন।

## সিন্ধু—মধ্যমান ঠেকা

মোদের দুঃখ ঘুচাতে এত কালে।
কে ডাকে মা বলে, বুঝি কৃষ্ণ ধন আমার এলে ॥
বন্দি আছি কারাগারে, পায়ে বেড়ি করে করে,
প্রাণ আছে বাপ তোরই তরে, দেখরে বুকে দিলে,
দারুণ কংসের ডরে, রেখেছি যমুনা পারে,
কেমন ছিলে নন্দের ঘরে, আয় বাপ করি কোলে ॥

বিশ্বনাথ দে।

## বিভাস—পোস্তা।

আমি খাইতে না পারি স্তন ওগো জননী।
পূর্ব্ব জন্মে ছিলে তুমি দশরথের রমণী॥
রাজা হব পাব সিংহাসন, চোদ্দ বৎসর দিলে বন,
আমারে না দেখি পিতা ত্যজিল প্রাণী।
অরণ্যে ভ্রমণ করে, তবে আমি এলাম ঘরে,
কান্দিয়া কান্দিয়া মোরে বলিলে তখনি।
মম গর্ভে নিবে জন্ম, এই সত্য কর ধর্ম্ম,
তাপিত প্রাণ মোর শীতল, কর রাম রঘুমণি।
এই সত্য পালিবারে, এসেছি বৈকুণ্ঠ ছেড়ে,
লয়েছি গর্ভে জনম, দুগ্ধ না খাব জননী॥

বিশ্বনাথ দে।

মাথুর।

## বিভাস—একতালা।

হরি হে আমি স্কন্ধে নাম ধরি।
ওগো আছে মোদের এই নিবেদন,
শূন্য দেহ মোদের শূন্য বৃন্দাবন,
ওহে নারায়ণ, ধরা শয্যায় পড়ে আছেন প্যারী।
বৃন্দাবন ত্যজি এলে হে শ্রীপতি,
মথুরায় আসিয়ে হয়েছ ভূপতি,

তোমা বিনে গতি নাহিক নৃপতি,
কুলবতী প্রাণে মলো বংশীধারী ॥

বিশ্বনাথ দে।

## ঝিঁঝিট—যৎ।

হায় জিজ্ঞাসিলে ব্রজের কথা কি কথা শ্যাম বলি বল।
তোমা বিনে বৃন্দাবনে কুলবতী প্রাণে মলো ॥
তব মাতা নন্দরাণী, করে লয়ে ক্ষীর ননী,
হায় রাণী পাগলিনী, বলে নীলমণি কোথায় গেল।
মরা শব্যা রাধে আছে, দেখে এলাম তোমার কাছে,
ভুলেছ নৃপতি হয়ে রাজধানী দেখিলাম ভাল।

বিশ্বনাথ দে।

## টোরি—পোস্ত।

মোরা কি সুখেতে বৃন্দাবনে বাঁচি হে বল।
বৃন্দাবন চন্দ্র বিনে দিনে আন্ধার হ'লো ॥
নন্দ আদি উপানন্দ, কাঁদিয়ে হয়েছে অন্ধ,
বলে কোথারে বাপ প্রাণ গোবিন্দ,
সদাই বহে নয়নে জল।
ব্রজবাসী গোপীগণ, বলে কোথা গেল জীবনধন,
তোমা ছাড়া বিনোদিনী আছে কি মলো ॥

বিশ্বনাথ দে।

কি কুকর্ম্ম করেছিরে, কত মন্দ বলেছিরে,
সুখে দুঃখ দিয়েছিরে, না মজে হলেম পাষাণ।

বিশ্বনাথ দে।

## বিভাস—মধ্যমান ঠেকা।

কোথা গেল গো আমার মনোরঞ্জন।
নয়ন কাতরা তার না হেরে চাঁদ বদন॥
পিরীতের প্রতিবাদী, কেন হয়েছিলি বিধি,
না হ'তে সুখের নিধি, প্রথমে হ'ল ভঞ্জন।
প্রেমাঙ্কুর হয়েছিল, কেন মোরে দাগা দিল,
এই কি কপালে ছিল, সার হইল রোদন॥

বিশ্বনাথ দে।

## গৌরি—পোস্তা।

তুমি মনে করে দেখ বঁধু সেই মত কি না?
যে মতে বিক্রীত আছ রাধার প্রেমেতে কেনা॥
হরি তোমায় যুগল করে, বাঁধিবো হে প্রেম ডোরে,
পরে যাব অপমান জোরে, দিব প্রেম জিঞ্জির খানা।
ব্রজে তুমি রাখাল ছিলে, মধুরাতে রাজা হলে,
সে সব কথা ভুলে গেলে, পেয়েছ রাজ্য খানা॥

বিশ্বনাথ দে।

## মুলতান—একতালা।

বৃন্দে গো আমি বাঁধা আছি রাধার প্রেমে।
যাবত জীবন রবে বৃন্দে ধনি,
জীবনের জীবন রাই কমলিনী,
তার চরণে শরণ, প্রাণ সমর্পণ,
দিবানিশি জপি সেই রাধা নামে।
যদি বল রাধা ছাড়া বংশীধারী,
হৃদি মাঝে সদাই আছে রাই প্যারী,
হৃদয় মাঝারে, সদাই রাখি তারে,
বিরাজিত দুটি ত্রিভঙ্গ ঠামে।।

বিশ্বনাথ দে।

## টোড়ি—পোস্তা।

তোমায় কি গুণেতে বশ করেছে কুবুজা নারী।
বুঝি জানে মন্ত্র, জানে তন্ত্র, ওহে মুরারি।।
কোথা তোমার পীতধড়া, কোথা তোমার মোহন চূড়া,
কোথা তোমার বনমালা, কি বনে রাখাও বাঁশরী।
বাজাতে বাঁশী মহানন্দে, বেড়াইতে বনে বনে,
পাগল করে গোপী বালে,
এখন কি গুণে কুব্জা সুন্দরী।।

বিশ্বনাথ দে।

## অন্ধ মুনির পুত্র নিধন।

সে যে মনোদুখ শুনলো সজনি।
যামিনীর নিদ্রা ঘোরে, অশুভ স্বপন হেরে,
কাঁদিতেছি নিরন্তর হোয়ে পাগলিনী।
স্বপন অনলে প্রাণ, দহিতেছে প্রতিক্ষণ,
অবলার প্রাণ কাঁদে কহিতে সে কাহিনী॥

রাজকৃষ্ণ রায়।

নিশার স্বপন অসার বাসনা,
মানসে বিকাশ মনের খেলা॥
বিধবা ললনা, ভুবন শোভনা,
প্রেম খেলা খেলে সুখের বেলা।
তাহার বিনাশে, তোষলো প্রাণেশে,
আসিছে যুড়াতে প্রাণের জ্বালা॥

রাজকৃষ্ণ রায়।

ঘোরতর মেঘে হায় ঘেরিল গগন।
আঁধার সাগরে ধরা হোল নিমগন॥
চলিতেছে তরুণ পথে, বিধি বাম যার সাথে,
গভীর কানন মাঝে হারাইবে জীবন।
কাঁদে মেঘ ঝাঁকা কোলে, চপলা অনল খেলে,
আতঙ্কে প্রাণ শিহরে, চলেনা চরণ॥

রাজকৃষ্ণ রায়।

রাখ প্রভু দাসে, রাখ গো চরণে,
আমি যে অবোধ না জানি নতি ।
বড় আশা করে, কানন মাঝারে,
ফিরি বন বন, ফিরাও যদি হে ।—
প্রবেশি জীবনে, মজে হুতাশনে,
ত্যজিব জীবন ভজে শ্রীপতি ॥

রাজকৃষ্ণ রায় ।

কোথা গেলি যাদু ধন ।
[illegible] নয়ন মেলি তুলিয়ারে চন্দ্রানন ॥
চাঁদ মুখে কথা কয়ে,
ডাক যাদু মা বলিয়ে,
মেলিয়ারে ভুজলতা জুড়ারে কাঙ্গালী প্রাণ ।
কেন যাদু এসেছিলি,
এসে কেন পলাইলি,
অভাগা অভাগি হৃদে হানিয়া বিষম বাণ ।

রাজকৃষ্ণ রায় ।

## রাম বনবাস ।

### সীতার উক্তি ।

### ঝিঁঝিট খাম্বাজ—যৎ ।

যাবে অনাথিনী করে কাননে ।
[illegible] কেমনে ভবনে ।

প্রাণ যাবে এ দেহ ছেড়ে, শূন্য দেহ রবে পড়ে,
কি সুখ রব পিঞ্জরে বিহঙ্গ বিহনে।
নবীন নীরদ তুমি, তৃষিতা চাতকী আমি,
হও হে নাথ সহগামী, যাব সে বনে;
মন দুঃখ নিবারিব তব পদ সেবনে॥
কেদার নাথ রায়।

## গারা ভৈরবী—যৎ।

ওমা দুর্গে গো দক্ষরাজ নন্দিনী।
তুমি গো মা মহামায়া, কি দোষে হয়ে নিদয়া,
দাসীরে করিতে চাও দুঃখিনী।
ও পদ মম সম্পদ, তবে কেন এ বিপদ,
ঘুচাইয়ে রাজ্যপদ, কর বনগামী;—
ছিল যে মনে বাসনা, হ'লনা তা সমাপনা,
আরও কি দিবি যন্ত্রণা জননী না জানি॥
কেদার নাথ রায়।

## গারা ভৈরবী—যৎ।

যদি যাবে নাথ আমায় পরিহরি।
তবে কি লাগি অনঙ্গ অঙ্গ, হর শরাসন ভঙ্গ,
করিয়ে আনিলে এ কিঙ্করী।
তুমি হে নাথ মরণ বারণ, তারণ কারণ নীরদবরণ,
তোমার মতন এ ভুবনে আছে কি হে শরণ,—

যেমন বিনা বারিবর্ষণে, চাতকিনী মরে প্রাণে,
তেমি তোমার অদর্শনে জীবনে শিহরি ।।

কেদার নাথ রায় ।

রামের উক্তি।

## বিভাস—আড়াঠেকা ।

জানকী জান কি তুমি যন্ত্রণা যত কাননে ।
সে দুঃখ বর্ণিতে আমি নাহি পারি একাননে ।।
তুমিহে রাজনন্দিনী, রূপ সরোজিনী জিনি,
কেন বিপিন বাসিনী, হবে সুধাংশু বদনে ।
বাজিলে হে কুশাঙ্কুর, কাতর হবে অন্তর,
সম্বরে নয়নে নীর সব কেমনে ;—
বনে ফল মূল অশন, বাকল হবে বসন,
ত্যজি এ কুসুমাসন, শয়ন সে ধরাসনে ।

কেদার নাথ রায় ।

কৌশল্যার উক্তি ।

## বিভাস—যৎ ।

রাম রে জীবন যায় তোর হেরি মুখানন ।
একি প্রাণে হয় রে সহ, অন্তর হ'ল অধৈর্য্য,
ত্যজে রাজ্য সুখৈশ্বর্য্য, যোগীর বেশে যাবি বন ।
কে নিল নীলরতন, মণিময় আভরণ,
রাজ বসন পরিহরি, বাকল করেছ ধারণ ;

কে এমন দুষ্ট দৈত্যেন্দ্র, দুর্মিত করে অলাকন্দ,
করিল জনক তাকে, ভুজঙ্গ সম দংশন ॥

কেদার নাথ রায়

## সীতাহরণ।

মুনিপত্নী।

ওরে রাজকন্যে, কেন কিসের জন্যে,
দীনবেশে অরণ্যে গমন।
পরিধান গাছের বাকল বিহনে বিচিত্র বসন ॥
পিতা যার মিথিলাপতি, জগৎজীবন যারপতি,
তার একি দুর্গতি, হেরে যোগিনী আকৃতি,
বাহির হতেছে জীবন।
মণিময় অলঙ্কারে, যে অঙ্গেতে শোভা করে,
স্বর্ণ হেরে সুবর্ণ হারে;
সে অঙ্গেতে কেমন করে করেছ বিভূতি ভূষণ ॥

শ্রীপতি চক্রবর্ত্তী।

সীতা।

## ঝিঁঝিট—আড় খেমটা।

জননী, নিদারুণ বাণী বলোনা আমায়।
হইয়ে বনবাসিনী সুবেশ আর কি শোভা পায়।
কাজ কি আমার আভরণে, কাজ কি বিচিত্র বস

পতি যার জটা ভূষণে, বঞ্চিত হয়ে রাজ্যধনে,
তাপস বেশে বনে যায়॥

শ্রীপতি চক্রবর্ত্তী।

শূর্পনখা।

কে তুমি হে জটাধারী বল বল।
ভুবন মোহন রূপে কানন করেছ আলো।
হেরে তোমার মুখশশী, হইল মন উদাসী,
হবে এ চরণের দাসী, তাপিত প্রাণ কর শীতল।
সুধাংশু জিনি বদন, ভস্মে কর আচ্ছাদন,
নবীন বয়সে কেন সন্ন্যাসী হয়েছ বল॥

শ্রীপতি চক্রবর্ত্তী।

পরিচয় কি দিব তোমায় ওহে নবীন জটাধারী।
সদা থাকি এ অরণ্যে আমি পতি হীনা নারী॥
মম ভ্রাতা দশানন, ভয়ে কাঁপে ত্রিভুবন,
ইন্দ্র আদি দেবগণ, কৃতান্ত যার আজ্ঞাকারী।
দুরন্ত মদন বাণে, প্রাণ যেতেছে সন্ধানে,
রাখ এ যুবতী জনে, রমিয়ে আমায় কৃপা করি॥

শ্রীপতি চক্রবর্ত্তী।

### খরের উক্তি।

ভগ্নি ত্বরায় বল কোথা তপস্বী।
তোমারে সাক্ষাতে তারে বিনাশি দুঃখ নাশি॥
জ্বলিছে মম অন্তর, কোপে কাঁপে কলেবর,
দেখিব করে সমর, সে কেমন সন্ন্যাসী।

শ্রীপতি চক্রবর্ত্তী।

### মায়ামৃগরূপী মারীচ।

যাই রাম শরে বিনাশি আমি এ পাপ জীবনে।
যেন না কৃতান্ত ভয় যাব বৈকুণ্ঠ ভবনে॥
তিনি ভব ভয়হারি, কৃতান্ত ভয়ান্তকারী,
যদি কৃপা করেন হরি, কৃপাসিন্ধু বিন্দু দানে।
রাম শরে প্রাণান্ত হ'লে, মোক্ষ পদ অবহেলে,
যদি প্রবঞ্চক বলে, ঘৃণা না করেন অধমে॥

শ্রীপতি চক্রবর্ত্তী।

### খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

লক্ষ্মণ রে, কোথা রে এসে রাখ আমার প্রাণ।
এ ঘোর বিপদ কালে দে রে আশ্রয় প্রদান॥
মায়াবী পাপ নিশাচরে, সঙ্কটে ফেলেছে মোরে,
দেখা দিয়ে প্রাণ বাঁচারে।
নতুবা জনকের সুতা জীবন মম আজ হারাইলাম॥

শ্রীপতি চক্রবর্ত্তী।

## সীতা।

আর কি পাব আমি সে ধনে।
আমার ক্রমে দুঃখানল, হতেছে প্রবল,
নব দূর্ব্বাদল বিনে॥
কি দুর্ব্বুদ্ধি আজ ঘটিল আমারে,
পাঠাইলাম মৃগ নাশিতে কান্তেরে,
হারাইলাম বুঝি সে প্রাণ কান্তেরে,
ধারণা হতেছে মনে।
দেখে অলক্ষণ, করি নিরীক্ষণ,
কেন প্রাণ কেঁদে উঠে অনুক্ষণ,
যদি প্রাণনাথের আর সে চন্দ্রানন,
হেরে না ঈক্ষণ নয়নে।
যাও অবিলম্বে দেবর লক্ষ্মণ,
যেখানে দুঃখিনীর হৃদয়রঞ্জন,
কর সুশীতল তাপিত জীবন,
মঙ্গল বার্ত্তা এনে।

শ্রীপতি চক্রবর্ত্তী।

## লক্ষ্মণ।

যাই কেমন করে মা। তোমারে একা রেখে বনে।
চরে নিশাচর, বনে বনান্তর,
ফিরে নিরন্তর, বন অন্তরালে॥

# পৌরাণিক সঙ্গীত।

অন্ত

নহকে অবলা সরলা রমণী,
কেমনে কাননে যাবে একাকিনী,
বৃথা শোকাকুলা হয়োনা জননী,
আনিবেন চিন্তামণি চিন্তা কি মনে।
যাঁর কটাক্ষেতে সৃজন পালন,
দুর্দ্দান্ত তাড়কা করেছে নিধন,
অনায়াসে ভগ্ন হর শরাসন,
তাঁরে কে নিধন করে ত্রিভুবনে॥

শ্রীপতি চক্রবর্ত্তী।

তবে যাই জননী চিন্তামণির অন্বেষণে বনে।
নিবেদি শ্রীপদে বলি পদে পদে,
যদি নিরাপদে রবে কাননে॥
এহে এই বাক্য কহ গো পালন,
দেখো দেখো মনে রেখো গো স্মরণ,
বিনাশ যা যে চিহ্ন না করো লক্ষ্মণ,
যাবত না ফিরে আসি ভবনে।
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ কি কিন্নর,
না হইবে তব অগ্রে অগ্রসর,
এই ভিক্ষা মাগে ব্যক্তি দুই কর,
এ চিরকিঙ্কর বিদায় হয় চরণে॥

শ্রীপতি চক্রবর্ত্তী।

## কপট যোগীর প্রতি সীতা।

কি ভিক্ষা আর দিব হে তোমারে ;
ওহে ও যোগীবর।
আমার জটাধারী পতি, গিয়েছেন সংপ্রতি,
অনুজ সংহতি, ফল আনিবারে।
রাজ কন্যে আমি রাজার ঘরিণী,
হয়ে রাজবধু হলেম বনবাসী, ওহে সন্ন্যাসী ;
দিতে ভিক্ষা উপচার, নাহি পাই স্থান,
বিধি মোরে বাম জনমের তরে ।।

শ্রীপতিচক্রবর্ত্তি।

ওরে দুষ্ট পাপীষ্ঠ রাবণ।
পূর্ণ হবেনা আশ, কর আশা কি কারণ।।
হইয়ে সামান্য প্রাণী, সাহসে তোর ধন্য মানি,
হরিতে সর্পের মণি, ভেকে পারে কি কখন।
জানিলে জানকী কান্ত, করিবেন তোর প্রাণান্ত,
এই কৃতান্ত তোরে নিতান্ত, করেছে রে আবাহন।
যদি রবি এ সংসারে, জীবিতে বাসনা করে,
তবে সে জীবিতেশ্বরে, কর মোরে সমর্পণ।।

শ্রীপতিচক্রবর্ত্তী।

# পৌরাণিক সঙ্গীত।

## রাবণ।

কেন ভাব গো রঘুমণি ও মৃগনয়নী।
ত্যজিয়ে সে রামের আশা হও প্রসন্ন চন্দ্রাননী ॥
পড়িয়ে রামের করে, বনে বনে ভ্রমণ করে,
ফল মূল আহারে, বঞ্চিতে বাকল পরে,
যন্ত্রণা দিবা রজনী।
চল মধুর সম্ভাষণে, যাব নিজ নিকেতনে, আনন্দ মনে
রাখিব জাতি যতনে, করিয়ে হৃদয়ের মণি ॥

শ্রীপতি চক্রবর্ত্তী।

## সীতা।

এ বিপদে কোথা বিশ্ব বিপদনাশন।
ওহে জানকী জীবন ॥
মায়াবী পাপ লঙ্কেশে, আসি দুষ্ট যোগীবেশে,
শূন্যবাসে পেয়ে আমায় করিল হরণ।
গিয়ে মৃগ অন্বেষণে, প্রবেশ করি কাননে,
কেমনে দাসীরে হলে বিস্মরণ।
তরিতে এ বিপদ সিন্ধু, দেখা দাও হে দীনবন্ধু,
কৃপাসিন্ধু করে আমায় কৃপা বিতরণ।

শ্রীপতি চক্রবর্ত্তী।

দারুণ বিধি এই ছিল তোর মনে।
দুঃখিনীরে দুঃখিনীরে ভাসালিরে এত দিনে ॥

হতেম রে রাজ রাজেশ্বরী, কৈলি তাতে বনচারী,
সে দুঃখ ছিলাম পাসরি, হেরি বারিদবরণে ॥
বিনাশিয়ে অবলারে, আজ সে ধনে বঞ্চিত করে,
সমর্পিলি রক্ষকরে, এই ছিলরে তোর বিধানে ॥

শ্রীপতি চক্রবর্ত্তী।

রাবণ।

## ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

জেনেছি যে পূর্ণব্রহ্ম রামরূপে নারায়ণ।
তথাপি প্রতিজ্ঞা হেতু ত্যজিব না কভু রণ ॥
লক্ষ্মী রূপ জান কি, স্বয়ং লক্ষ্মী মা জানকী,
তাঁর কোপে বলিব কি, দগ্ধ হয় ত্রিভুবন।
কিবা কব অনুমান, রুদ্র অংশ হনুমান,
ছদ্মবেশে লঙ্কাপুরে, করেছিল আগমন।

কালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী

## প্রসাদীসুর—একতালা।

এবার রাবণ রাজা খেল্‌চে দাবা।
রাম টিপ্‌চে বড় সামাল বাবা ॥
(তোর) কোষে রামের হস্তগত,
হয়েছে বিভীষণ দাদা,—
তার মন্ত্রণায় রাম চাল্‌চে বড়ে,
তোর এখন আর কিছে ভাবা।

( ঐরে ) । আস্কে কেন আনন্দ শোকে,

ওর কাছে আর কোথায় যাবো;

ওরে প্রাণ প্রাণা কি হয় সাধারণ,

হায় জগতের বাবার বাবা ॥

শ্রীকালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী।

বীরবাহু বধ।

## ইমন কল্যাণ—আড়াঠেকা।

শুনালে কি সমাচার, নিশির স্বপন সম।

মরিয়াছে বীরবাহু বাহু বলে অনুপম ॥

হায় আমি কি করিলাম, কেন বা সীতা হরিলাম,

নিজ দোষে মজাইলাম স্বর্ণলঙ্কা নিরুপম।

একে একে বীর যত, সমরে তো হলো হত,

এত দিনে শিরে নত, হলো শেষ রাজ মম।

আমি ত্রিজয়ী রণে, স্বর্গ মর্ত্ত ত্রিভুবনে,

বুঝি সে বিপক্ষ ভাবে, কালি দেখ নর রাম ॥

হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার।

তরণীসেন বধ।

## মোহিনী—আড়খেমটা।

জীবন কি তুই হারালি তরণী ওরে দুঃখিনী জীবন।

তোর জননীর গতি কি হবে সম্প্রতি,

প্রাণে কি বাঁচিবে জনম দুঃখিনী,

স্বর্ণলঙ্কা ত্যজে করিলে গমন।

## সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

ওহে হৃষীকেশ, এ অন্তিমের শেষ,
কৃপা করি হরি দাঁড়াও সমুখে।
আমি ভক্তি হীন, ভজন বিহীন,
দুর্দিন বড় আমার অধীন দেখে।
শঙ্খচক্র হরি ধর গদাপদ্ম,
দেখে প্রফুল্লিত হউক আমার হৃদিপদ্ম,
তুমি নয়ন পদ্ম, ধ্যান করি পদ,
শ্রীপাদপদ্ম, আমার দাও হে মস্তকে।
বলেছিলে হরি জন্ম জন্মান্তরে,
শত্রু ভাবে ভাবলে মুক্ত কর্ব্বো তোরে,
( তাই ) মা জানকী হরে, আনলেম লঙ্কাপুরে,
এখন মুক্ত কর, আমায় রক্ষকুল থেকে।
ভজন সাধন আমি না জানি হে হরি,
পার কর আমায় দিয়ে চরণ তরি,
মুখে বলে হরি হরি, মুকুন্দমুরারী,
যেন প্রাণ গেলেও নাম রসনায় থাকে।

দাশরথি রায়।

সীতার বনবাস।

## মোহিনী বাহার—মধ্যম তেতালা।

পিক কুহু রবে, মঞ্জু কুঞ্জ কোলে,
মধুর সমীর বহে ধীরে।

ফুল্ল নিরমল, কমলসরোবর,
ফুল্ল নূতন কান্তি নীরে ॥
শ্যাম ধরণী তল, শ্যাম তরুদল,
কুসুম ভূষণ শিরে ॥
ফুল্ল কুল আকুল, আকুল অলিকুল,
ভ্রমিছে চুমিছে ফিরে ফিরে।
ফুল আকুল দুলিছে সমীরে ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

## ভীমপলশ্রী—একতালা।

সদা মনে হারাই হারাই।
কি আছে কপালে ভাবি তাই।
কত কথা পড়ে মনে, কিশোরে সঙ্গিনী সনে,
গিয়েছে সে দিন, আর সে দিন ত নাই।
পড়ে মনে, যায় মনে, ভ্রমন বিজন বনে,
কায়া রূপ ছায়া হেরি, হৃদয়ে ডরাই।
তাই প্রাণ শিহরে সদাই ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

## বাহার খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কত নেচেছিলো ময়ূরী সনে।
কত প্রাণে মরি মধুর তানে,
কত গাইত পাখী শিরে শাখীগণে।

ফুল তুলে, সখী ছলে,
হাসি হাসি সম্ভাষি প্রাণ খুলে,
হাসি হাসি, আঁখি নীরে ভাসি,
কিশোর কথা কত জাগিত মনে।
নাথ সনে সখী গহন বনে ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

### বিহঙ্গড়া—জলদ একতালা।

তুলি জাতি যূথি মালা গাঁথিব সই।
মল্লিকা মালতি, তারকা জিনি ভাতি,
তুলি বেলা গাঁথি মালা,
দিব প্রেম ভরে প্রেমময়ী।
পারুলে বকুলে, কাঞ্চন ভরি দুলে,
যতনে বাঁধিয়া দিব বেণী
চম্পক টগর, পরিমল ভর ভর,
আনি আনি ফুল্ল নলিনী।
হাসে কুন্দ ফুল ফুল বাস অবচয়ী।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

### পাহাড়ী পিলু—খয়রা।

অলি ব্যাকুল কাঁদিছে গুঞ্জরি লো।
নাহি হেরি কুসুম মঞ্জরী লো।
চিত্ত চকোর চাহিছে সরোবরে, [illegible]

মনোব্যথা কহে সকাতরে।
শূন্য সরোসীর নেহারিয়া॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

## গৌরা—পটতাল।

এক তানে সমীরণ সনে।
গাইছে তটিনী গুণ গুণস্বরে।
কূলে নীরে কুল কুল স্বরে,
খেলা দোলা, তরঙ্গ লীলা,
ধাইছে ধাইছে তরতরে।
চিত্ত রঞ্জন, ফুলকুল চুম্বন,
পরিমল বিভোর টল টল মধুকর,
স্বর মধুর ঢালিছে প্রাণভরে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

## টৌরি ভৈরবী—আড়াঠেকা।

লজ্জা রাখ শিবরাণি, উমা লজ্জা নিবারিণী।
গর্ভবতী পতিহারা বনমাঝে পাগলিনী,
ঘোরা যামিনী, দুঃখিনী একাকিনী,
চিত্ত চমকে মা ভবনাশিনী॥
হর প্রাণদলফুল, উমা পরাণ আকুল,
রাখ অকূলে তনয়ারে তারিণী॥
অভয়ায় রাখ গো রাঙা পায়,
তারা তাপহরা জীবজননী।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

## বেহাগ

চিন্তামণি চরণাম্বুজ চিত্ত,
ক্ষুধা ক্ষুধা হলে পিও রাম নাম সুধা,
গাওত রাম নাম জপত রামনাম,
বোলত রাম নাম, বদন ভরি ভরি।
ধনুর্ধারী পাপতাপহারি,
নারায়ণ মদন মান মথন রে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

## মেঘ—একতালা।

চমকে চপলা চমকে প্রাণ,
চাহ মা চপলা ভামিনী।
হাঁকিছে পবন, কাঁপিছে গহন,
রাখ মা মহিষনাশিনী॥
কড় কড় কড় কুলিশ নাদিছে,
ভীমনিনাদিনী কম্বুকন্ধরা ;—
গরজে গরজে ঘন ঘন ঘন,
দেখা দে বিন্ধ্যবাসিনী॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

## রামকেলী—দাদরা।

রাম নাম গাওরে বনের পাখী।
প্রাণ ভরে আয় রাম বলে ডাকি॥

রাম নাম গাওরে বীণে, বাঁশের রূপে জাগে বীণে,
রাম নাম গেয়েছিল বনের যত বানর মিলে,
গুহ প্রেমের ভরে নাম গেয়েছে,
পেয়েছে নীল কমল আঁখি ।।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

## মিশ্র মোল্লার—দাদ্‌রা।

ডাকে পাখি গুলি, চল ফুল তুলি,
ধরিধনু করে শরে শরে,
চল বাঁধিগে সরযূ ধারা গুলি ।।
চল গগনে পবনে রোধ করি,
লতা লতা কত বাঁধি করি।
চল গিরি তুলি, মাখি রণ ধূলি ।।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

## পূরবী—আড়াঠেকা।

শুন দুঃখ শুন যামিনী।
শুন শুন তরুলতা, সীতার দুঃখের কথা,
পক্ষীগণ শুন শুন দুঃখের কাহিনী।
শুন শুন তারামালা, তাপিত প্রাণের জ্বালা,
নিদয় বিধাতা শুন কাঁদে অভাগিনী।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

## শ্রীরাগ।

জয় জানকীরঞ্জন, জয় রঘুনন্দন,
জগজনতারণ, জয় রাবণারি।
জয় বনচারি, জয় ধনুর্ধারি,
হরধনুভঞ্জন, দুর্জ্জনগঞ্জন,
মধুসূদন দর্পহারি।।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

## সাহানা—ধামার

নেহার নেহার ছবি অরবিন্দ মাঝে,
আনন্দ সাধু।
পূর প্রেম পুলক ধায় গোলোক মাঝ,
রস তরঙ্গ খেলা, সীতা রাম লীলা,
চিরবিহার ছন্দ, চিত হৃদ সরোজ।।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

## হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যান।

## বাহার—আড়া।

বিধাতার লীলাখেলা বোঝা নাহি যায়।
মানব সৌভাগ্য যেমন জলবিম্ব প্রায়।।
আজ যিনি সিংহাসনে, পূজা করে জনগণে,
কাল আবার তিনি বসে বৃক্ষের তলায়।
কাতরিছে অন্নবিনে দারুণ ক্ষুধায়।।

হরিশ্চন্দ্র মহামতি; ছিলেন অযোধ্যাপতি,
মরি তাঁর কি দুর্গতি মুনিরাজ ঘটায়,
রাজ্য পাট ছাড়ি রাজা বনবাসে যায় ॥

হরিনাথ মজুমদার।

## ললিত—আড়াঠেকা।

হায় কি হলো কোথা গেল আমার হৃদি ভূষণ।
প্রাণের রোহিত মম নয়ন মনোরঞ্জন ॥
হয়ে রাজার রমণী, হলেম পরিচারিণী,
শেষেতে হারাতে হ'ল, প্রাণের তনয় ধন।
কোথা মম প্রাণপতি, অযোধ্যার নরপতি,
কোথা আমি কোথা মম জীবন রতন,—
দহিছে হৃদি আমার, প্রবোধ না মানে আর,
এ দেহ করিয়ে ছার, করিব দুঃখ নির্ব্বাণ ॥

কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়।

সাবিত্রী সত্যবান।

## ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কোথা গেলে প্রাণনাথ অভাগী কাঁদে কাননে।
এমন কি জীবলীলা কঠোর কাল শাসনে ॥
কে আছে আমার আর, তোমা বিনে শূন্যাকার,
আঁধার কমলাশ্রম সকলি হেরি নয়নে।

উঠ নাথ কথা কও, তাপিত প্রাণ জুড়াও,
নিবিড় আঁধারে কেন পড়িয়ে থাক বিজনে ॥
অতুল কৃষ্ণ মিত্র।

## আলাইয়া—জলদ তেতালা।

এস মা শ্মশান আর হইতে আঁধিনী ধনে।
হৃদয়ে রাখিব সদা, হৃদয়ের রতনে ॥
কাল নিশি নীলাম্বরে, ফিরেছে তাপনবরে,
অভাগিনী অশ্রুহারে, তাজ অহঙ্কার ;—
শোকনীর উপহার দিতেছি তব চরণে ॥
অতুল কৃষ্ণ মিত্র।

নল দময়ন্তী।

বল্‌বো কি বলবো কি প্রাণ দহে অনলে।
নলের বিচ্ছেদানলে জ্বলে গেলেও জ্বলে ॥
দাস আসি যমপুরে, পদরজ দেও মা শিরে,
গৃহে লয়ে প্রাণপতিরে আসি সত্বরে,
জ্ঞানধন তেয়াগিয়ে, বনে এলেম পতি লয়ে,
বিধাতা বিবাদী হয়ে বনে হরিলে ॥

## ভৈরবী—একতালা।

চিরদিন কখন সমান না যায়।
সুখ দুঃখ দেখ প্রত্যক্ষ সকলি জলবিম্ব জলধার ॥

অদৃষ্টের গুণে কি জানি কি করে, (ক্ষণে)
পাণ্ডু পুত্র পাশা খেলি গেল বনে,
অজ্ঞাতে রহিল বিরাট ভবনে, দাসত্বে কাল কাটায়।
কর্ম্মলিপি কে খণ্ডাবে বল, তার সাক্ষী দেখ মহারাজ নল
রাজ্য ভ্রষ্ট হ'ল, দময়ন্তী হারাল, শনির কোপে কষ্ট পায়।
দেখ হে ভূপতি, অযোধ্যার পতি,
রাজা হবে রাম, বনে হ'ল গতি,
পঞ্চবটী বনে, দুষ্ট দশাননে, সীতা সতী হরে লয়॥

প্যারী মোহন কবিরত্ন।

দক্ষযজ্ঞ।

### ভৈরবী—একতালা।

তাই ভাবি গো মনে বিনা নিমন্ত্রণে,
কেমন করে যজ্ঞে যাই বল না।
তোমরা সবে যাবে, সমাদর পাবে,
আমি গেলে পিতা কথাও কবেন না॥
একে নারী আমি ভিখারীর ঘরণী,
বিধাতা করেছেন জনম দুঃখিনী,
শিব অপমানে হবে অপমানি,
শিব নিন্দা আমার প্রাণে সবে না।

মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

### ভৈরবী—যৎ।

নন্দি! কি শুনালিরে আমার সতী ছেড়ে গেল।
আমার দক্ষ কল্লে অপমান,

সতী ত্যজেছেন আপনার প্রাণ,
আবার দেহে প্রাণ কেন রৈল।
আমার সর্ব্বস্ব ধন দক্ষের কন্যে,
যেই নয়ন তারা তারার জন্যে,
কি করিব কোথায় এখন যাব,
আমার বুঝি কৈলাস ছেড়ে,
শ্মশানবাসী হতে হলো॥

মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শিব বিবাহ।

সুরট—কাওয়ালী।

আয় রে বেতাল, সাজ তাল, বাঘছাল, [illegible]
এসে গেছে উমাকান্ত।
আয় রে তোরা যাব ত্বরা, হরে গিরিবর [illegible]
বরবেশে বরসাজে সাজে॥
আর কাল বিলম্ব কেন, কাল ভুজঙ্গ আন,
শুভকাল হলো রে কালান্তে।
যাহার জন্যে তনু জরা, জনম যন্ত্রণা হরা,
নারদ বদনে পেলেম শুনে?
শিবে তারিণী, ভবহারিণী, আছি যে দুঃখে [illegible]
পার না কি জানতে॥

দাশরথি রায়।

## ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

পঞ্চ বদনেতে একবারে দিতে বরমালা।
শিবপুরে দশভুজা হন দুর্গে গিরিবালা॥
দাঁড়ালেন উমেশ সম্মুখে ঊর্দ্ধকর করি,
রাকা চন্দ্র ঢাকা রূপ ধারিণী হরসুন্দরী,
নিরখি রূপ গগনে চঞ্চল চঞ্চলা॥
কিবা কাঞ্চন কবরী আর, কমলাদি কুসুমহার,
কমল করে করি বিমল বদনী বিমলা।
দশকর আভায় দশদিক অন্ধকার হরে,
প্রতি কর নখরে কত শরদিন্দু শোভা করে,
নখর হেরি চকোর সুধা মানসে উতলা॥

দাশরথি রায়।

## অভিমন্যুবধ।

উঠ উঠ, বীরবর, চল অমর ভবনে।
অন্ধকারময় চন্দ্রলোক, হায়, তোমার বিহনে॥
চল হে বিমলবিভা, উজলিতে দেব সভা,
চল হে ত্রিদিব ধামে, আরোহী এ দিব্য যানে।
ষোড়শ বরষ গত, শাপ তব বিমোচিত,
চল চল চন্দ্রলোকে, কেন হে ধরা শয়নে॥

প্রমথ নাথ মিত্র।

শুম্ভনিশুম্ভ বধ।

## সিন্ধু—তাল কাওয়ালী।

রণে করিছে রণ, কে রমণী হে রাজন্,
তোমারে নিদয়া বামা কি জন্যে।
এলোকেশী, করে অসি, ষোড়শী কুল কন্যে॥
বিবাদ ঘটিল কেনে, কি বাদ বামার সনে,
করেছে নিদয়া মেয়ে মারিলে প্রাণে।
চল হে রাজন্ চল, প্রাণভয়ে প্রাণাকুল,
অকুল সাগরে কূল আর দেখিনে।
করি চরণে ধরি মিনতি, যদি হে দানব পতি,
দাশরথি গতি পায় অতি যতনে॥

দাশরথী রায়।

অজ্ঞাতবাস।

## সরফরদা—ঢিমে তেতালা।

রক্ষ রক্ষ আজ নারায়ণ।
এ বিপদে কর পরিত্রাণ॥
শুন ওহে দয়াময়, তুমি বিপদে আশ্রয়,
সকলি ঘটিছে হরি তোমার মায়ায়—
কোন্ মহাপাপে নাথ কর এত বিড়ম্বন।
তব নাম উচ্চারণ, করে বিপদে যে জন,
তাহার মঙ্গল হয়, বেদের বচন—
মরি তাতে ক্ষতি নাই, হারাওনা ভক্তগণ।

আয়ু অংশ্যা জীবের অতি অল্পদিন,
পরিশোধ কর দেবপিতৃ ঋণ ॥
বাছে না কাল নবীন প্রবীণ,
ভেবে দেখ ভবে সে দিন কি কুদিন,
যম দ্বারে গিয়ে দাঁড়াবে যে দিন,
পাপে কি পুণ্যে কাটাইলে দিন, কর রে একতারিন ।
শ্মশানে ফুঁয়ে ফেলে সবান্ধবে, বিমুখ হইবে গৃহেতে পলাবে,
পুণ্যপুরুষ সঙ্গী হয়ে সঙ্গে যাবে, মন ভাব সেই দিন ।
পুণ্য শরীরে থাকিলে শঙ্কর,
সে দিনের আর নাহি কোন ভয়,
কবিরত্ন কয়, সোজা কথা নয় শঙ্কর সুকঠিন ।

প্যারীমোহন কবিরত্ন ।

## কীর্ত্তন ।

ঢিমা—মধ্যমান ঠেকা ।

মুহড়া ।

বল কৃষ্ণ কেশব কংশারে, হরে বৈকুণ্ঠ রা[illegible]
মধুকৈটভারে মুরারে শ্রীধর মধুসূদন,

ঢিমা—একতাল ।

বল রে জগতি জয় রাধারমণ শ্রীরা[illegible]
যশোদা জীবন দীনবন্ধু দীনতারণ
জয় গোবর্দ্ধনধর জনার্দ্দন জগতি প[illegible]
দামোদর মাধব হরি মুকুন্দ ॥

যুগল শিশু লয়ে কোলে, মা কৈ মা কৈ বলে,
ডাক্‌ছে মা তোর শশধর বদনী।
ত্রিভুবনে ধন্যো, ত্রিভুবনে অন্যো,
তোর মেয়ের তুলনা নাই গো রাণি।
আমরা ভাবিতাম ভবের প্রিয়ে,
আজি শুনি তোমার মেয়ে,
ঐ নাকি মা ভবের ভয় হারিণী॥
ধন্যি যে রত্ন উদরে, তোর মতন সংসারে,
রত্নগর্ভা এমন নাই রমণী॥
মা তোমার ঐ তারা, চন্দ্রচূড় দারা,
চন্দ্র দর্পহরা চন্দ্রাননী।
এমন রূপ দেখি নাই কার, মনের অন্ধকার,
হরে মা তোর হর মনোমোহিনী।

দাশরথি রায়।

## ললিত বিভাষ—একতালা।

উমা, এলি কি গো মা, কৈলাস চন্দ্রমা।
হর মনোরমা হলি কি উদয়।
মা বলে একবার, আয় কোলে আমার,
তোরে মা ছেড়ে সংসার হেরি শূন্যময়॥
নৈশ নীলাম্বর নিরখি যখন,
চন্দ্রমার ছবি ভুবন মোহন,

মনে পড়ে আমার উমার বদন কিরণময়,
তখন শত ধারে চক্ষে বারি ধারা বয়।
শয়নে স্বপনে উমা তোরে দেখি,
( আমার ) সতীর প্রতিমা সদা হৃদে রাখি,
মহা মজে নাহি উমারে নিরখি,
কাঁদিল অ—অ—অ প্রাণ,
সতী তুই মা প্রসূতীর সুখের নিলয় ॥

দীনেশ চরণ বসু।

## সপ্তমী।

## ললিত—আড়াঠেকা।

আলো করি দশ দিশি উমা শশী ঐ আসে।
হেরিয়া বদন উমার দিগঙ্গনাগণ হাসে।
ভারতী কমলা সনে, লয়ে গুহ গজাননে,
করিয়া কেশরী ভর এলেন তারা ;—
দশভুজা দশ করে, নানা প্রহরণ ধরে,
মহিষ মর্দ্দিনী উমা হাসিয়া অসুর নাশে॥

কালী কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী।

## অষ্টমী।

## ললিত—আড়াঠেকা।

এবার এ গিরিপুরী থাক গৌরী আলো করি।
যাইতে দেবনা তোমায় কোনমতে মহেশ্বরী॥

আসিয়াছ যতবার, চলে গেছ ততবার,
এবার মা মেনকার রাখ মিনতি,—
যাবধি উমা তোরে, রাখিব বুকেতে করে,
বধে প্রাণে জননীরে, যেওনা গো শুভঙ্করী ।।

কালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী ।

নবমী ।

## সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

খাও ক্ষীর সর ননী ওমা ভিখারিণী নারী ।
পূজি ষোড়শোপচারে পিয় সুশীতল বারি ।।
ডাকিনী যোগিনী সনে, নেচে মা বেড়াস রণে,
যা হয়ে শুনে শ্রবণে, ধৈর্য্য কি ধরিতে পারি ।
দিয়া ভিখারির করে, প্রাণ যে কেমন করে,
কে তোরে আদর করে, সে যে ভোলা ত্রিপুরারী ।।

কালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী ।

## সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

নবমীর নিশি আমি শশধরে রাখ ধরি ।
নবমী গেলে যাবে তুমি হারাব প্রাণের গৌরী ।।
প্রভাতে হবে বিজয়া, কৈলাসে যাবে অভয়া,
নবমী যামিনী তুমি, যেওনা মিনতি করি ।
তোমারো না শোভা রবে, আমারে কাঁদিতে হবে,
যাবধি উমাধনে আর না হেরিব নারি ।।

কালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী ।

## বিজয়া।

### বিভাস—আড়াঠেকা।

যেওনা রজনি, আজি লয়ে তারা দলে।
গেলে তুমি দয়াময়ি এ পরাণ যাবে।
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয় অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।
বার মাস তিতি, সতি। নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি কি সান্ত্বনা ভাবে।
তিনটি দিনেতে কহ লো তারা কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ জ্বালা এমন জুড়াবে?
তিন দিন স্বর্ণ দীপ জ্বলিতেছে ঘরে,
দূরকরি অন্ধকার, শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ কুহরে?
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি, কহিলা কাতরে
নবমীর নিশাশেষে গিরীশের রাণী।।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

---

পৌরাণিক সঙ্গীত সমাপ্ত।

# ঐতিহাসিক সঙ্গীত।

## চৈতন্য লীলা।

### সুরট মল্লার—ঝাঁপতাল।

নিন্দ কাঞ্চন বর্ণ, নহে গণ্য, গৌরাচাঁদ রূপেরে।
পূরব রঙ্গে, পুলকে অঙ্গে, প্রেমতরঙ্গে ভাসি গেলরে ॥
দৈন্য জীবে ধন্য করি, অন্য মতি পরিহরি,
গণ্যকরি ভক্তহরি, বলি হরি বিহরে রে ॥
কিবা আজানুলম্ব লম্বিত, ভুজ যুগ অতি সুশোভিত,
বজ্রাঙ্কুশ চরণাঙ্কিত, ধ্বজ চিহ্নিত মনোনীত,
জিনি শশধর মুখ দ্যুত, নখ চাঁদের কেশভূত,
কৃষ্ণ বলি বাহু তুলি, সঙ্কীর্তনে বিহরে রে।
কিবা গঙ্গাতীরপ্রান্তরে, কীর্ত্তন নর্ত্তন করে,
প্রেম মগ্ন, পুলক পুঞ্জ, নাথরে অধরে ঝরে।
কত ভকত বৃন্দ সহিত,
গোরার ব্রজভাব হৃদি প্রকাশিত,
প্রেমাশ্রিত অমৃত ধারা, আঁখি যুগলে বিগলিত ॥
হরি হরি মুখে ধ্বনি করে, দুনয়নে বা জলধরে,
মর্ত্ত্যপুরী ধন্য করি, কৃষ্ণ ভক্তি বিতরে রে।
পাপী পাপ তাপ হরি, সদা কহে বদন হরি,
চন্দ্রভাণ, সমূহ পাপ, হরি হরি কর সহচর রে।

চন্দ্রকান্ত ন্যায়রত্ন।

## কীর্ত্তনের সুর—ঢিমে আড়া।

ও কে যায় রে কাঁচা সোনার বরণ নবীন সন্ন্যাসী।
হেরে গৌরকান্তি হয় মনে ভ্রান্তি,
যেন আসি ভূমিতে উদয় শশী ॥
মরি কি রূপ, হেরি অপরূপ, রূপের স্বরূপ,
গউররূপ রহিল অন্তরে পশি।
করে দণ্ড কমণ্ডলু, রূপে ভুবন উজ্জ্বল,
নিরমল কাঞ্চন বরণ গো।
মুখে রাধা রাধা বলে, ভাসিছে নয়ন জলে,
বিনা মূলে করিছে ক্রন্দন গো।
যেন উন্মাদের মত, ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছাগত,
বুঝি শ্রীরাধার ভাবে হয়েছে উদাসী।

চাঁদ গোপাল গোস্বামী।

## দেশ মিশ্রিত—একতালা।

কার ভাবে গউর বেশে মজালে হে প্রাণ।
প্রেমসাগরে উঠল তুফান, থাকবে না আর কুল
মন মজালে গৌর হে——
ব্রজ মাঝে রাখাল সেজে চরালে গোধন,
ধরলে করে মোহন বাঁশী, মজলো গোপীর ম
ধরে গোবর্দ্ধন, রাখলে বৃন্দাবন,
মানের দায়ে, ধরে গোপীর পায়ে,

ভেসে গেল চাঁদ বয়ান।
মন মজালে গৌউর হে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

(শচীর উক্তি)

## টোরি ভৈরবী—চৌতাল।

কি ভাবে কিসের অভাবে গৌউর আমার কোথায় গেল
নবদ্বীপচন্দ্র বিনে, নবদ্বীপ আন্ধার হলো॥
আমি অতি দুঃখিনী রে,
আমায় ভাসাইরে দুঃখনীরে,
সে যেন গুণনিধিরে, কেন বিধি হরে নিল॥
গৌরাঙ্গচাঁদের উদ্দেশে, যাব আমি কোন দেশে,
কৌশল্যার দশা কি শেষে, আমার কপালে ঘটিল॥

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

(শচীর উক্তি)

## খট্ ভৈরবী—একতালা।

নিমাই কোন প্রাণে আমায় ছেড়ে, হবি সর্ব্বত্যাগী।
উদাসীন বৈরাগী, নিদারুণ কথা শুনে প্রাণ বিদরে।
একে বিশ্বরূপের বিরহ অনলে,
চিরদিন আমার শোকে অঙ্গ জ্বলে,
তোমার মুখ চেয়ে আছি ভূমণ্ডলে,
তুই গেলে সন্ন্যাসে বাঁচিব কেমন করে।

বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া বল কোথা যাবে,
সোণার সংসার মোর ছারখার হবে,
অনাথিনী মায়ে, পাথারে ভাসায়ে,
যেওনা রে বাপ বলি হাতে ধরে ॥

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

## কীর্ত্তন ভঙ্গ—একতালা।

কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটীরে,
অপরূপ জ্যোতিঃ, গৌরাঙ্গ মুরতি,
দু নয়নে প্রেম বহে শতধারে।
গৌর মত্তমাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়,
কভু লুটায়ে ধরায়, নয়ন জলে ভাসে রে।
কাঁদে আর বলে হরি, স্বর্গ মর্ত্ত ভেদ করি,
(সিংহরবে রে)
আবার দন্তে তৃণ লয়ে, কৃতাঞ্জলি হয়ে,
যাচে দাস্যমুক্তি দ্বারে দ্বারে।
কিবা মুড়ায়ে চাঁচর কেশ, ধরেছেন যোগীবেশ,
দেখে ভক্তি ভাবাবেশ, প্রাণ কেঁদে উঠে রে।
জীবে দুঃখ দেখে কাতর হয়ে, এলেন সকল ত্যজি
প্রেম বিতরিতে রে।
প্রেমদাসের বাঞ্ছা মনে, দাস হয়ে চৈতন্য চরণে
সঙ্গে বেড়াই ঘুরে।

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

কমলে কামিনী।

## সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

কে ও রমণী মণি।
মুখে চন্দ্রহাস, রূপে বিজলী বিকাশ,
ধনি, কুল বিহারিণী।
অম্বর নীল অম্বর হেরি, বেরিয়া ইন্দ্র আয়ুধে মরি।
সৌরজগতে চাঁদোয়া করি, বিহরে শোভার খনি,
কমল শোভে কোমল পায়, ভ্রমরা ভ্রমে বসেছে তায়,
সুনীল নীর-মুকুরে যায়, ভাসিয়ে চারু-বরণী।
অকূল জলে অতুল শোভা,
আলোকে দিক ছড়ায়ে প্রভা,
ভুবন ভোলা নয়ন লোভা, আকুল করিছে ধনি।
নীরবে থাকি প্রকৃতি যত, অবাক হইয়ে দেখিতে রত,
নাচিছে বাদ্য মনের মত, যেন রে খেলিছে ফণি।।
দেখিনি কভু আসিয়া ভবে, তোমরা দেখ নাবিক সবে
মানবী নহে এ মায়াবী হবে, বড়ই প্রমাদ গণি।।

রাধানাথ মিত্র।

## রামকেলী—আড়াঠেকা।

এই ছিলে আলো করে কোথা গেলে সেই সুন্দরি।
কাঁদায়ে আকাশ তল, ভাসায়ে পাতাল করি।।

তুমি কি গো চিত্রকর, হেরে চিত্র মনোহর,
শোভিছে আপন মন, ভুলেছে গোপনে;
মধুমত্ত মধুকরে ফুল মধু ফুলেশ্বরী।
এস হে বারেক ত্বরে, শোভা দাও সঙ্গ করে।
আজ্ঞা গো বারিধি, পরে কমলে কামিনী।
নতুবা জীবন যাবে বিনা তব পদতরি॥

রাধানাথ মিত্র।

## ললিত বিভাস—আড়াঠেকা।

করুণা করুণা কর হে করুণা।
করুণা সাগরে করুণা কৃপণতা করো না॥
যাত্রা কালে দুর্গা বলে, সু যাত্রায় কু যাত্রা ফলে
তবে তোমায় দুর্গা বলে, কেউ আর ডাকবে না।
বেদাগমে এই শুনি, দুর্গে দুর্গতি নাশিনী,
সিংহলে সিংহবাহিনী, শ্রীমন্ত দাসের মন্ত্রণা।
কালীদহে কাল জলে, কমলেকামিনী হলে,
নানারূপ দেখাইলে, করে ছলনা;—
তিনি কিশোর তোমার পুত্র,
পুত্র বৈ আর নয় মা শত্রু,
শুনাও পুত্রের কর্ণসূত্র, লজ্জা দেব ভাবনা॥

কিশোরীমোহন শর্মা।

## ললিত বিভাষ—আড়াঠেকা।

এই যে ছিল কোথায় গেল কমলদল-বাসিনী।
লোকলাজ ভয়ে বুঝি, লুকাল শশীবদনী॥
এই যে দেখি কালীদহ, সকলি ত জলময়,
কালী যদি সদয় হয়, তবে জীবন রয়—
কোথায় গেল সে সুন্দরী, কোথা বা লুকাল করি,
এ মায়া বুঝিতে নারি, (বুঝি) জ্ঞান হয় হরষণী।

কিশোরীমোহন শর্ম্মা।

মশানে কোটালের প্রতি কালীর যোগিনী গণের উক্তি।

## বিভাষ—আড়খেমটা।

তোর রাজার কি রাজ্য, কহিস্ তায় কি মাৎসর্য্য,
আমার মায়ের ঐশ্বর্য্য জাননা।
বিধি যাঁর আজ্ঞাকারী, কুবের হন যাঁর ভাণ্ডারী,
ত্রিপুরারি করেন মায়ের সাধনা॥
চরণে দিলে ভর, ধরা যায় রসাতল,
ভূমণ্ডল কম্প হয়ে যায় না॥

ভীমসিংহের প্রতি আলাউদ্দিন।

## কালেংড়া—আড়াঠেকা।

কেন বৃথা ভাব রাজা ভীমসিংহ রায়।
প্রাণের কামিনী তোমার, আমারে সে চায়।

এখন পদ্মিনী, আমাকে বলিবে পতি,
তোমার কি হবে গতি বুঝা নাহি যায়।
নারী কভু নিজ নয়, জেনো রাজা সুনিশ্চয়,
পদ্মিনী তার পরিচয় দিল জানা যায়॥

রাজা মহিমারঞ্জন রায়।

পদ্মিনীর উক্তি।

বিভাষ—আড়া।

ওহে মহারাজ! আর যুদ্ধ করা অকারণ।
অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশিয়ে রাখিব জাতিকুলমান।
দুষ্ট আলাউদ্দীন হইয়াছে জ্ঞানহীন,
পর নারী বলে নেবে করিয়াছে পণ;
এই দেহে প্রাণ থাকিতে, সাধ্য কার আছে ছুঁইতে,
নারী ধর্ম্ম না যাইতে পদ্মিনী দিবে হে প্রাণ॥

রাজা মহিমারঞ্জন রায়।

(গুরু গোবিন্দের উক্তি)

আয় আয় রে মিলিয়ে সবে আয়।
কাঁদেন জননী দেখ অন্ধকার গৃহে হায়॥
দুরাত্মা বৃশ্চিক মত, দংশে তারে অবিরত,
দেখরে কাঁদেন কত দারুণ ব্যথায়।
আয়রে উদ্ধারি সবে চির স্নেহময়ী মায়॥
দেখ বসি বাতায়নে, চাহেন সাশ্রু নয়নে,
ডাকেন সন্তানগণে, উদ্ধারিতে তাঁয়।

হায় রে ঘুচাই সবে তাঁর মনো বেদনায় ।।
এ দুঃখ দেখিয়া মার, কেমনেতে থাকি আর,
আমরা সন্তান তাঁর যাইবে সবায় ।
আবারে আনিব তাঁরে যাক যদি প্রাণ যায় ।
মিলিয়ে সবে আয় আয় আয় রে ।

দ্বিজেন্দ্র লাল রায় ।

টপ কাফি ।

শ্মশানে শ্মশানে রে আর ।
দেখ রে কে লয়ে গেল প্রতিমা সোণার ।।
নিশীথে নিদ্রার কোলে, ছিলি শুয়ে সব ভুলে,
পেলিনে দেখিতে চুরি স্বর্ণ প্রতিমার ।
দেখরে নয়ন মেলি, দেখ দেখ একবার ।।
যা দিলে প্রহরীবেশে, রেখেছিলি বন্ধুবেশে,
কলঙ্কে প্রমত্ত হয়ে ছেড়ে দিল দ্বার,
দেখরে হরিল তোর প্রতিমা স্বাধীনতার ।
যাহারে প্রকৃতি ভরে, পূজিতিস সমাদরে,
ফেরিতে সে গৃহলক্ষ্মী পাবি কিরে আর ।
হায় রে প্রতিমা গেল গৃহ করি অন্ধকার ।।

দ্বিজেন্দ্র লাল রায় ।

আর্য্য ইতিহাস ।

কেন সে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখাও রে বারবার ।
সুদূর সুখের স্মৃতি কেন পুনঃ আন আর ।।

মানস নয়ন তায়, নিরখিলে পুনরায়,
হাসে রে হরষে কিন্তু চর্ম্ম চক্ষে অশ্রুধার।
স্বর্গীয় কিরণ ময়, সমুজ্জ্বল দৃশ্যচয়,
আনিলে কি পারে দূর করিতে রে এ আঁধার।
সে আনন্দ সেই প্রীতি, আসে সেই সুখ স্মৃতি
করিতে রে উপহাস, দুঃখ আরো অভাগার।
লয়ে যাও লয়ে যাও, সাগরে ডুবায়ে দাও,
হা নভোজ্যোতি স্বাধীনতা হা তামস কারাগার।
কেন সে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখাও রে আর বার।

দ্বিজেন্দ্র লাল রায়।

লক্ষ্মণ সেনের প্রতি সভাস্থ পণ্ডিতগণ।

## কালেংড়া—আড়খেমটা।

ছাড় ছাড় রাজ্য আশা ভূপতি লক্ষ্মণ,
অবশ্য বিজয়ী হবে দুরন্ত যবন ॥
শাস্ত্রের লিখন ভূপ, হবে তার অনুরূপ,
বৃথা কেন যুদ্ধ করে হারাবে জীবন।
রত্নভূমি বঙ্গদেশ অত্যাচারে হবে শেষ,
সুখের রবে না লেশ কেবল পতন।
ওহে নৃপ লক্ষ্মণ, কর শীঘ্র পলায়ন,
নতুবা যবন হস্তে হইবে নিধন ॥

রাজা মহিমারঞ্জন রায়।

## মিবারের রাণা প্রতাপসিংহ কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব।

### মূলতান।

গতির তুমি গতি, বিশ্বমাতা ভগবতি,
কি তোমা সকাতরে পিতা পুত্র জায়া সতী।
পায় নাহিক কোন, হারায়েছি রাজ্য ধন,
পদে দাও শরণ, ভকতের এ মিনতি।
ামার সেবক হয়ে, মর্ত্ত্য মানবের ভয়ে,
ে কি মা নত শির? যেন না হয় ও দুর্ম্মতি।
তো মা বনে বনে, বেড়াইব মর্ত্তভূমে,
রিব মা অন্নবিনে, সহিব না অবনতি।।
দি কভু দাও দিন, এবে মাতঃ বলহীন,
চিতোর দেখিবে পুন চিতোরাধিপতি।।

জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

## সিরাজ উদ্দৌলার উক্তি।

### রামকেলি—যৎ।

েন সিরাজদ্দর আজি যুদ্ধে তোমার মন নাই।
দেখিয়ে তোমার ভাব মনে বড় শঙ্কা পাই।।
আমাদের সেনাপতি, মোহনলাল মহামতি,
করিছে বিষম যুদ্ধ দেখিবারে পাই।
শুন ওহে বীরবর, বীরধর্ম্ম রক্ষাকর,

# ঐতিহাসিক সঙ্গীত।

## হামির বন্দিদের গীত।

### ভৈঁরো—আড়াঠেকা।

জাগো বিলাসি।

প্রিয়জন পরিহরি, বীরভূষা পরি বিদায় মাগিছে হাসি।
তাজিল তপন, পরাধীন জন,
এবে অধীনতা দুঃখরাশি ॥
দেশ অনুরাগে, বীর বীর জাগে,
জাগে জন্মভূমি সুখ প্রয়াসী।
পবন গাইছে শুন, সঙ্গীত সকরুণ,
পদ্মিনী কাহিনী হে চিতোর বাসি ॥
তপন আলোকে, প্রকাশিছে লোকে,
বীর শোণিত স্রোত বৈরি বিনাশি।
ধীর বীর জাগো, বিদায় মাগো,
কালকাল হ'ল উদয় আসি ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

যবন কর্ত্তৃক আক্রমণ সময়ে রাজপুত ললনা।

### ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

আয় লো সজনি তাজি সুখ নিকেতন।
চিতানলে চিতানল করি নিবারণ ॥
দহিল যে পরমল, পরাণে নাহিক বাধে,
বিধাতা সাধিল বাদ, সুখ আশা অবসান,

বিনা স্বাধীনতা ধন,—
চিতায় চিতের সাধ ফুরাল এখন ॥

কুঞ্জবিহারী বসু।

## ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

দুঃখিনী ভারত হায় কাঁদিতেছে দিবানিশি।
বিনে সে নয়ন মণি, স্বাধীনতা সুখশশী ॥
আর কি ভারত ভালে, উদিবে গো কোনকালে,
জড়িত মুক্তা ফলে, ভারতের মসি ন্যাশি ॥

কুঞ্জবিহারী বসু।

রাজপুত বীরাঙ্গনার উক্তি।

## খট্—একতালা।

জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুণ,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা ॥
শোন্ রে যবন শোন্ রে তোরা।
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে।
সাক্ষী র'লেন দেবতা তার,
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে ॥ ১ ॥

ওই যে সবাই পশিল চিতায়,
একে একে একে অনল শিখায়,
আমরাও আয় আছি যে কজন,
পৃথিবীর কাছে বিদায় লই।
সতীত্ব রাখিব করি প্রাণপণ,
চিতানলে আজ সঁপিব জীবন,
ওই যবনের শোন কোলাহল,
আয় লো চিতায় আয় লো সই ॥ ২ ॥

জ্বল জ্বল-চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন,
পশিব চিতায় রাখিতে মান।
দেখরে যবন দেখরে তোরা,
কেমনে এড়াই কলঙ্ক ফাঁসি;
জ্বলন্ত অনলে হইব ছাই,
তবু না হইব তোদের দাসী ॥ ৩ ॥

আয় আয় বোন্ আয় সখি আয়,
জ্বলন্ত অনলে সঁপিবারে কায়,
সতীত্ব লুকাতে জ্বলন্ত চিতায়,
জ্বলন্ত চিতায় সঁপিতে প্রাণ ॥ ৪ ॥

দেখ্ রে জগৎ মেলিয়ে নয়ন,
দেখ্ রে চন্দ্রমা দেখ্ রে গগন,
স্বর্গ হ'তে সব দেখ দেবগণ,
জ্বলদ অক্ষরে রাখ গো লিখে।
স্পর্দ্ধিত যবন তোরা ও দেখ্ রে,
সতীত্ব রতন, করিতে রক্ষণ,
রাজপুত সতী আজি কে কেমন,
সঁপিছে পরাণ অনল শিখে ॥ ৫ ॥

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## প্রতাপসিংহ।

### সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

ধন্য হে প্রতাপ সিংহ ক্ষত্রকুল পুরন্দর।
তব নাম নিরবধি রবে ভারত ভিতর ॥
প্রবল সম্রাট ভয়ে, রাজগণ ভীত হয়ে,
অনায়াসে যবন করে, দিল সবে রাজকর।
কিন্তু তুমি সে সময়ে, সামান্য সামন্ত লয়ে,
রহিলে অটল হয়ে, করিলে মহা সমর।
তব ভয়ে সশঙ্কিত, সর্ব্বদা আকবর চিত,
কৌশল করিল কত, তোমা বাধ্য করিবার।
তৃণ শয্যা করি সার, বন ফল মূলাহার,
তথাপি অধীন হতে, নাহি হলে অগ্রসর

যত দিন রবে ক্ষিতি, তব এই যশ খ্যাতি,
ঘোষিবে পৃথিবীময়, ধন্য প্রতাপ বীরবর ।।
অভয়াচরণ ভট্টাচার্য্য ।

পৃথ্বীরাজের প্রতি সংযুক্তা ।

## পিলুবাহার—যৎ ।

চল চল প্রাণেশ্বর সমরে করি প্রস্থান ।
একাকী যাইব বলে বোলোনা দুঃখিনীর প্রাণ ।।
একাকী সমরে যাবে, এ দাসী কি গৃহে রবে,
তা হ'লে যে হ'বে নাথ, পৃথ্বীরাজের অপমান ।
দেহ শূল দেহ অসি, সমর সাগরে পশি,
কটাক্ষে নাশিবে দাসী, যবনের অভিমান ।
স্বদেশের শত্রু যত, যবনে করিব হত,
মরিলে নিত্যধামে, তব পদে পাব স্থান ।।
আনন্দ চন্দ্র মিত্র ।

আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণ ।

## ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়াঠেকা ।

কেন রে আলাউদ্দীন কে দিল তোরে এ মন্ত্রণা ।
রাজপুত মহিলারে হরিতে মনে বাসনা ।।
চতুরতা প্রকাশিয়ে, শঠভাবে নিমন্ত্রিয়ে,
কৌশলে করিলি বন্দী মিবারের মহারাণা ।
এই কি উচিত হয়, প্রকারে চিতোর জয়,
সম্মুখ সমর কেন, না করিলি ঘোষণা ?

দ্বাদশ বর্ষীয় শিশু, বাদল সিংহের শিশু,
সে কি কভু ফেরু পশু, দেখিয়া করে ভাবনা।
অসীম সাহস বলে, অনা'সে সংগ্রাম স্থলে,
উদ্ধারিয়া ভীমসিংহে, প্রাণ দিল জনা জনা ॥
তবু রে নারকী তোর, ঘুচিল না কাম ঘোর,
অন্তঃপুরে গেলি তুই, করে পদ্মিনী কামনা।
যে রমণী সাধ্বী সতী, সেকি কভু অন্য প্রতি,
ঈক্ষণ করে কটাক্ষে, রে পামর নীচ মনা।
প্রজ্বলিত চিতানলে, পদ্মিনী পরাণ ঢেলে,
এড়াইল তীব্রতর, যবন স্পর্শ যাতনা ॥

অভয়াচরণ ভট্টাচার্য্য।

দিল্লীর দরবার।

১৮৭৭ সালে এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া উপাধি উপলক্ষে।

গৌরী—ঝাঁপতাল।

কেন গো মধুর স্বরে, এত দিন পরে।
বিজয় বাজনা বাজে পাণ্ডব নগরে ॥
জয় জয় জয় ধ্বনি, এই মাত্র রব শুনি,
রাজা আদি ঋষি মুনি, আনন্দ অন্তরে।
আসিয়াছে লোক যত, সংখ্যা কে করিবে কত,
বিজয় পতাকা শত শোভে চতুর্দ্ধারে।
অবনীর রাজা যত, আসিয়াছে প্রজা কত,
এম্প্রেস হলো বিখ্যাত, দিল্লীর দরবারে ॥

কালীচরণ ঘোষ।

## পিলু—একতালা।

কিসের আনন্দ আজি ভারত ভিতরে।
বাজিছে মঙ্গল বাদ্য প্রতি ঘরে ঘরে॥
জয় ঢাক শত শত, জগঝম্প বাজে কত,
শঙ্খ ঘণ্টা অবিরত, মধুর কাঁসরে।
রাম কাড়া টিকেরাবলি, মাদল আর করতালি,
বাজিতেছে জয় ধ্বনি, বাঁশরী সুস্বরে,—
নগাড়া বাজিছে নানা, রাম ভেরী আর সানাই
উড়িছে নিশান নানা, হস্তিনা নগরে॥

কালীচরণ ঘোষ।

## কালাংড়া—মধ্যমান।

আজ কি সুখের দিন হস্তিনা নগরে।
যেন উমা সহ উমানাথ হেরি দিগম্বরে॥
গাইছে মধুর স্বরে, ভাসিছে আনন্দ নীরে,
পুলক আলোক যেন, প্রাণ পুলকিত করে।
যেমন ভারতেশ্বরী, ভারত সন্তানে হেরি,
স্নেহ আলিঙ্গন করি, জুড়ায় তাপিত প্রাণ—
তেমতি পুলক মনে, রূপ গুণাধারাসনে,
শোভিছে সভা প্রাঙ্গনে, যেন মুক্তা থরে থরে॥

কালীচরণ ঘোষ।

## খাম্বাজ—একতালা।

একি ভাব হেরি, হস্তিনাপুরি,
জিনিয়াছে যেন অমরানগরী।
যেন পূর্ণ শশী, ভূতলেতে আসি,
শোভিতেছে আমরি আমরি।।
কিবা নব সাজ সেজেছে নগরী,
কি ভাবে মেতেছে বুঝিতে না পারি,
যেন নিশানাথ যমুনাপরি,
নাচিয়া হাসিয়া করিছে চাতুরী,
আনন্দ নিশান কেন বা উড়িছে,
বিজয় বাজনা কেন বা বাজিছে,
ভারত জননী হাসিছে হাসিছে,
ভারত সন্তানে হেরি।।

কালীচরণ ঘোষ।

## ললিত—ঠেকা।

আমরি মাধুরি কিবা ভারত রঞ্জন।
হস্তিনা হৃদয়ে আজি আনন্দ বর্দ্ধন।।
আহা কি সুশান্ত অতি, মরি মনোহর জ্যোতি,
পুলকে যমুনা সতী করিতেছে গমন।
আনন্দে স্রোতস্বিনী, নাচিছে তরঙ্গে ধনী,
হতেছে কামান ধ্বনি সেনা পুলকিত মনে,—

এসেছেন বহু রাজ ভূমি প্রজার সমাজ,
ব্যক্তি নিজ নিজ কাজ, দেখিতে করে গমন।

কালীচরণ ঘোষ।

## রাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কেন গো যমুনা তব এত শোভার বিস্তার।
বুঝি কাল নিশা ভোর হইল তোমার॥
হেরিছ মুদিত হাতে, বহু নাচিছে নাচিতে,
ভাসিতে মৃদুগতিতে, হেরি আনন্দ অপার।
তব শোভা দরশনে, সার্থক মম জীবনে,
হেরি পুন হরষ মনে, ফিরে আসি আর,—
বুঝি দুঃখ দিন গত, সুদিন হলো উদিত,
দুঃখ রবি অস্তমিত, হইল এবার॥

কালীচরণ ঘোষ।

## ইমন কল্যাণ—কাওয়ালী।

কেন গো তোমার কূলে শোভে দীপমালা।
যেন পূর্ণ শশী তব হৃদয়ে উজলা॥
কেন এত উতরাও, কি কথা কহিতে যাও,
ভগিনী গঙ্গারে বুঝি কহিতে সমাচার বেলা।
কেন এত উচ্চহাসে, গাইছ বা কি উল্লাসে,
যাইছ ভগিনী পাশে, হইতে বিহ্বলা—

আহা কি সতীর শোভা, হেরি তুমি মনলোভা,
সরসী হৃদয়ে যেন কমল ফুটলো॥
কালীচরণ ঘোষ।

## কালেংড়া—কাওয়ালী।

কেন গো এই উচ্চ প্রাচে হেরি এতকালে।
দীপ মালা থরে থরে, শোভে তব ভালে॥
আহা কি শোভা হয়েছে, গায়িকা গীত গাইছে,
নর্ত্তকী সবে নাচিছে, আনন্দে সকলে।
আজি ধন্য বসুমতী, সবে হেরি হৃষ্ট মতি,
এ প্রেম যশ জ্যোতি, ব্যাপিল ভূতলে,
বিয়োগ যাতনা অতি, সাবিত্রী সীতা প্রভৃতি,
পাসরিল বসুমতী, তুইনে পাইয়ে কোলে।

কালীচরণ ঘোষ।

## বেহাগ হাম্বির—কাওয়ালী।

কেন গো যবন কৃত প্রাসাদ প্রাচীরে।
শোভিতেছে দীপ মালা কিসের কারণে॥
বহু দিন হতে শুনি, কাঁদিত ভারত জননী,
আজি হাসিছেন তিনি, হেরি ভারত সন্তানে।
সভার প্রাঙ্গন পরে, চন্দ্রাতপ শোভা করে,
মুক্তামালা চতুর্দিকে, অতি সুশোভনে,—

সৌম্য দীপ্ত অবগাঠী, দীপাধারে পরিপাটী,
জ্বলিছে সুন্দর বাতি, ধবল ভবনে ॥

কালীচরণ ঘোষ।

### ললিত—একতালা।

কেন গো আনন্দে আজি সকলে মেতেছে।
বিজয় পতাকা কেন বিমানে উড়িছে ॥
আনন্দ বাজনা বাজায়ে বাজায়ে,
হিন্দু রাজগণ আসিতেছে ধেয়ে,
ভেটীতে কাহারে পুলকিত হয়ে,
নানাদিক হতে কেন গো আসিছে।
হেরি কি সভা শোভার বাহার
হাসিতেছে ধরা আনন্দে অপার,
কিসের আনন্দ বল এবার,
তোপের ধ্বনিতে ধরণী কাঁপিছে,
কোথা হৃষীকেশ পাণ্ডবতারণ,
পাণ্ডব প্রধান প্রকাশ কারণ,
রাজসূয় কিবে পুনঃ আয়োজন,
এতকাল পরে পুন কি হতেছে ॥

কালীচরণ ঘোষ।

---

ঐতিহাসিক সঙ্গীত সমাপ্ত।

# প্রণয়-সঙ্গীত।

---

## কাফি সিন্ধু—আড়াঠেকা।

মন অভিলাষ যদি মনেতে নিবারিত,
তবে পরের উপাসনা বল তবে কে করিত।
সহিতে পরের মান, ওষ্ঠাগত হল প্রাণ,
সহে পরের অপমান, সে সব যন্ত্রণা যেত।

নিধু বাবু।

## ঝিঁঝিট—আড়া।

তবে তারে কে করে যতন,
বশীভূত হত যদি আপনারি মন।
প্রথম মিলন কালে, হাতে শশী এনে দিলে,
এখন ফাঁকি দিয়ে গেলে, পলায় যে জন।

নিধু বাবু।

## কাফি সিন্ধু—আড়াঠেকা।

শুন বাঁশি বলে কি হে আসিতে ভাল বাসনা,
আপন করম দোষে না পুরিল বাসনা॥

হেরে তব মুখ শশী, সুখের সাগরে ভাসি,
তাই বুঝি রেখেছ দাসী, ভাবিতে তব ভাবনা।
নিধু বাবু।

### খাম্বাজ—মধ্যমান।

যে যাতনা যতনে মনই জানে,
পাছে শত্রু হাসে শুনে লাজে প্রকাশ করিনে।
প্রথম মিলনাবধি, যেন কত অপরাধি,
নিরবধি সাধি প্রাণপণে,
তবুত সে নাহি তোষে, আরও দোষে অকারণে।
নিধু বাবু।

### ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

অনুগত দোষী হলে, তার দোষ নাহি লয়,
মহতের এই রীতি আপন করিয়ে লয়।
দেখনা মলয় গিরি, বেষ্টিত ভুজঙ্গে,
গরল সরল হয় মহতের সঙ্গে,
আপন কলঙ্ক ছাড়ি শশী কি উদয় হয়।
নিধু বাবু।

### ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

না হলে রসিকে রসোধিকে প্রেম জানে না,
যেমন ভুজঙ্গ শিশু মন্ত্রৌষধি মানে না।

নবীনেরি অহঙ্কার, প্রবীণের প্রেমাধার,
এ রস রসিকে বিনা অরসিকে সম্ভবে না।

নিধু বাবু।

## ভৈরব—আড়া।

অরুণ সহিত অরুণ আঁখি উদয় প্রভাতে,
কমল বদন মলিন এখন না পারি দেখিতে,
উচিত না ছিল তব প্রভাতে আসিতে।
সুখের উপায় দুঃখ হে অপায় তোমারে হেরিতে।

নিধু বাবু।

## পারা ভৈরবী—কাওয়ালী।

কে বলে শারদ শশী প্রেয়সী শশী সমান,
সে চাঁদে কলঙ্ক আছে এ যে নিষ্কলঙ্ক নাম।
শম্ভু শিরে নহি স্থান, যদি শশীর বাড়াও মান,
যত কুম্ভ সমাধান, পূর্ণ চন্দ্রে যদি মান।
সন্ধ্যাতে উদয় শশী, ঐ ভয়ে দিবা নিশি,
আমি যে চকোর পিপাসী করি অধর সুধাপান।

নিধু বাবু।

## ভৈরবী—মধ্যমান।

হইল কি দায়, মরি হায় প্রেম সাধনে,
ফুটিল প্রণয় ফুল কণ্টকের কাননে।

ভুজঙ্গ মস্তকমণি, নিরখিয়া নয়নে,
জ্ঞান হয় ধরি ধরি, ভয় কেবল দংশনে।

নিধু বাবু।

## সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

নয়ন রূপেতে ভুলে, মন ভুলে গুণে,
ইহার অধিক কেহ শুনেছ শ্রবণে।
গুণের আদর যত, রূপের না হয় তত,
রূপেতে গুণ সংযোগ, রতন কাঞ্চনে।

নিধু বাবু।

## ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

আমার নয়ন [illegible] কেউ যদি হেরে তারে,
মমাধিক সুখী হতে অবশ্য সে পারে।
সবে বলে নহে ভাল, সেই সে আমার [illegible],
সে মুখ হেরিলে মম দুঃখ যায় দূরে।

নিধু বাবু।

## বেহাগ—আড়াঠেকা।

মনের যে সাধ ছিল মনেতে রহিল,
তোমার সাধনা করি সাধ না পূরিল।
সাধিয়ে আপন কায, এমন বাড়িল লাজ,
আমার গেল যে লাজ, বিষাদ রহিল।

নিধু বাবু।

## খাম্বাজ—মধ্যমান।

বিরহ যাতনা সই সে জানিবে কেমনে,
জানিলে কি সদা আমি থাকি হে রোদনে।
নানা স্থানী সেই জন, তার কি কখন মন,
মজে কোন খানে,
তারে যেবা দেয় মন, সুখী কি কখনে।

নিধু বাবু।

## ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

এবার সখি! এই যে হইল,
লাজ ভয় কুল শীল সকলি মজিল।
না জানিলে গুণাগুণ, বোধ নহে কদাচন,
মন দিয়ে যদি এখন দেখ তার ফল;
পিরীতি রতন যদি, যতনে মিলায় বিধি,
পাইয়ে এমন নিধি দুঃখ নাহি গেল।

নিধু বাবু।

## তোড়ী ভৈরবী—কাওয়ালী।

কেন লো প্রিয়ে কি লাগি মানিনী,
ইহার কারণ আমি কিছুই না জানি।
হরি হরি মরি মরি, মানভরে ভর করি,
মান সহিত বারি, আছ হেরিয়ে ধরণী।

এলায়ে পড়েছে বেশ, বিষাদিনী হীনবেশ,
কি লাগি কিসের তরে, এত অভিমানিনী।
মলিন বদন শশী, তাহে নাহি হেরি হাসি,
কাতর চকোর আসি, সাধিছে ভামিনী।

নিধু বাবু।

## পরজ—আড়াঠেকা।

নিশি পোহাইয়ে প্রাণনাথ এতক্ষণে আইলে হে,
আমার আশার সুখ বারে বিলাইলে হে।
যেরূপে যামিনী গত, সে দুঃখ কহিব কত,
জানিলাম প্রাণনাথ—কি হবে কহিলে হে।

নিধু বাবু।

## সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

আসিবে, হবে, এ ভবে প্রাণ কি রবে, সই
বাসনা আমার, নিকটে তাহার, প্রাণ যায় [illegible]
প্রাণ যায় নাহি রয়, প্রাণাধিক কারে তায়,
এমন হইবে, যে জন আসিবে, দেখা কি হবে।

নিধু বাবু।

## বেহাগ—আড়াঠেকা।

অহঙ্কার কারুপত্র করিলে কে সহে,
যে করিল সোহাগিনী সেই বিনা কেহ নহে।

আপন নহে যে জন, তারে কিবা প্রয়োজন,
সেই জন প্রয়োজন, সুখে সুখী দুঃখে দহে।

নিধু বাবু।

## খাম্বাজ—মধ্যমান।

সাধা প্রাণে কালী কে দিলে,
সত্য যদি থাকেন কালী, সে যেন হয় এমনি কালী,
আমি যেমন মলে জ্বলি, সে যেন সহে এমনই জ্বলে।

নিধু বাবু।

## ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

প্রেমে কি সুখ হ'তো।
জন যারে ভালবাসে সে যদি ভাল বাসিত।
কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে, কেতকী কণ্টক বিনে,
ফুল হইত চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিত।
প্রেম সিন্ধুর সলিল, তবে হইত শীতল,
বিচ্ছেদ বাড়বানল, যদি তাহে না থাকিত।

নিধু বাবু।

## বসন্ত বাহার—আড়াঠেকা।

বিরহী বধিতে আইল প্রবল বসন্ত,
প্রাণ রহে স্থির নহে বিনা প্রাণকান্ত।
কুসুম বিকশিত, কোকিল কুহরিত, মলয় দুরন্ত,
তাহাতে মদন আবার নিদয় নিতান্ত।

সহে অনিবার, জীবন আমার, নাহি হয় পার,
উপায় ইহায় দেখি, কান্ত কি কৃতান্ত।

নিধু বাবু

## বসন্ত বাহার—আড়াঠেকা।

আইল বসন্ত সকলে উন্মত্ত দুখী বিরহিণী,
বন তার উপবন, দেখ কুসুম কানন,
ফলে ফুলে প্রফুল্লিত দিনা কমলিনী ॥
মদনের পঞ্চশর, কোকিলের পঞ্চমস্বর।
ঘরে ঘরে পরকাশ বুঝি অনুমানি।
সংযোগী কাতর নহে, পতিত রমণী সহে,
কান্ত কাছে এই স্বর তার মুখে শুনি।

নিধু বাবু

## বসন্ত বাহার—আড়াঠেকা।

বিরহ যাতনা অতি বিষম হইল আইল বসন্ত,
কুসুমের সৌরভ, কোকিলের রব,
সহে না এ রব নিতান্ত।
সুধাকর নিরাকার নব ঘন ঘনে,
জ্বালায় জীবন মন্দ মলয় পবনে,
উপায় ইহাতে, না পাই দেখিতে,
উপায় সেই প্রাণকান্ত।

নিধু বাবু

## ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

এত ভালবাসা যে প্রাণ ভুলেছ কি একেবারে।
এত যে বাসিতে ভাল, ভালবাসা জানা গেল,
পেতেছিলে মায়াজাল, অবলা বধিবার তরে।

নিধু বাবু।

## রামকেলী—কাওয়ালী।

ওই যে অরুণ এলো কামিনী দহিতে,
নিবারি শশীর শোভা কুমুদী সহিতে।
না হতে সুখের লেশ, রজনী হইল শেষ।
চকোরী চাঁদের আশা ত্যজিল দুঃখেতে।

নিধু বাবু।

## খাম্বাজ—মধ্যমান।

কি জানি কি ছলে ছিলো ব'সে,
আমারে ত্যজিবার আশে;
আমি ত জানিতাম ভাল আমায় সে যে ভালবাসে।
অভিমান ছল পেয়ে, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়ে,
অন্যোমত ধন লয়ে রয়েছে উল্লাসে!
আমার মর্ম্মবেদনা, সে কি তা জেনেও জানে না,
কিসে যাবে এ যন্ত্রণা তাই ভেবে মরি হুতাশে।

নিধু বাবু।

## ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কি করে লোকেরই কথায়,
কি করে পরেরই কথায়।
সেই মম প্রাণধন মন যারে চায়॥
উপজিলে প্রেমনিধি, নিষেধ না মানে বিধি,
মন প্রাণ নিরবধি তারি গুণ গায়॥

নিধু বাবু।

## ভৈরবী—কাওয়ালী।

এখন এখন প্রাণ সে নামে শিহরে কেন,
এখন হেরিলে তারে, কেন সে উথলে মন।
চোখের দেখা দেখতে গেলে, তাও দেখা নাহি দেয়
দারুণ তাচ্ছীল্য ভাবে সে করে যে পলায়ন।
বিরক্তি ভ্রুকুটী রাশি, হেরি সে ঘৃণার হাসি,
তবুও ভুলিতে তারে নারিনু কেন এখন॥

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## পূরবী—আড়াঠেকা।

তাই কি মনে করে মানভরে অভিমানে আছ,
জ্বালায়ে বিরহানল, দাহন হতেছ।
প্রণয়ে যতেক হয়, সব যদি মনে রয়,
তাহলে কি বিচ্ছেদ হয়? কার মুখে শুনেছ।

নিধু বাবু।

## মিশ্র ভৈরবী—কাওয়ালী।

কতবা মিনতি করি আমারে ভুলালে,
এবে অপরূপ দেখ, দেখা না দেয় সাধিলে।
এমন হইবে আগে কেমনে জানিব,
জানিলে আপন মন কেন রে সঁপিব,
না জেনে সে এই হ'ল ভাসি দুঃখ সলিলে।

নিধু বাবু।

## ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

যাও তারে বল সখি আমারে কি ভুলিলে,
বিরহে প্রাণ সংশয়, ভাসি নয়ন সলিলে।
আশার আশারে, পথ নিরখিয়ে আছে প্রাণ,
তোমার মনে কি জানি কি আছে,
প্রাণ গেল কি হবে আইলে।

নিধু বাবু।

## বাহার—আড়াঠেকা।

কেতকী এত কি প্রিয় তব ওহে মধুকর,
নলিনী নিরাশারে দহে নিরন্তর।
নাম তব রসরাজ, রাজার উচিত কায, এই কি তোমার
অপরে আপন জ্ঞান, আপন অপর।

নিধু বাবু।

## খাম্বাজ—মধ্যমান।

মনের বাসনা সই সেই সে জানে,
কাহারে কহিব আর কেহ নাহি জানে।
নয়ন আপন হ'য়ে প্রবোধ না মানে,
বিরহ অনল অতি বাড়ায় রোদনে।
অনল শীতল হয়, তার দরশনে,
সেই নয়নের নীরে সময়ের গুণে॥

নিধু বাবু।

## ভৈরব—কাওয়ালী।

দেখনা সই প্রভাতে অরুণ সহ উদয় শশী,
গেল বিভাবরী, কাতর চকোরী,
এখন শশীরে পেয়ে রহিল উপোসী।
নীরে প্রফুল্ল কমল, মলিন হৃদি কমল,
সময়ের গুণ, কি কব আমার,
মিলনে অধিক দুঃখ হইল রূপসী।

নিধু বাবু।

## কালেংড়া—আড়া।

বিনয়ের বশ যদি হইত যামিনী,
প্রভাতে প্রমাদ ভেবে সহে কি কামিনী।
পরশে প্রাতঃসমীর, চঞ্চল অন্তর মোর,
যেমনে রাখিব শুন গুণমণি।

## ভৈরবী—মধ্যমান।

কেন পিরীতি করিলাম মজিলাম হায়,
পিরীতি করিয়ে সখি! একি হ'ল দায়।
কহিতে সে সব দুখ প্রাণ বাহিরায়,
মনে করি ভুলিব না তাহার কথায়;
দেখিলে তাহার মুখ দুঃখে হাসি পায়।

নিধু বাবু।

## ভৈরবী—কাওয়ালী।

তোমার সাধনা করি সাধ না পুরিল।
অন্তর যে সাধ তাহা মনেতে রহিল।
তোমা বিনা কোন জন, বুঝিবে আমার মন,
জানিয়া তবু না বুঝ বিষম হইল।

নিধু বাবু।

## খাম্বাজ—ঠুংরি।

দারুণ মানেরি ভরে করেছি তার অপমান,
এ সময় প্রাণনাথে সই তারে ডেকে আন।
মানেতে হইয়ে হত, কুবাক্য বলেছি কত,
এ সময় প্রাণনাথ মানের উপর করে মান;
এখন না দেখিলে তারে বাড়িবে দ্বিগুণ মান।

নিধু বাবু।

### খাম্বাজ—মধ্যমান।

সই লো সই প্রাণ সই তার এত অযতন।
আমি যারে ভুবি সেত ভোবেনা তেমন॥
প্রথম প্রেমেরি তরে, যে সেধেছে পায়ে ধরে,
এখন সাধিলে তারে, যে হয় জ্বালাতন।

নিধু বাবু।

### ভৈরবী—আড়াঠেকা।

যাবত জীবন রবে কারে ভাল বাসিব না।
ভালবেসে এই হল, ভালবাসা কি লাঞ্ছনা।
ভালবাসা ভুলে যাব, মনেরে বুঝাইব,
পৃথিবীতে আর যেন কেউ কারে ভাল বাসেনা।

নিধু বাবু।

### ভৈরবী—আড়াঠেকা।

নির্ব্বাণ মন আগুন আজ কেন জ্বালাতে এলে
প্রাণে কিছু থাকেনা হে, সে সব কথা মনে হলে
মনে ভেবে দেখ দেখি, আর কি তা আছে বাকি
কি দোষে করিয়ে দোষী, আমায় নিরাশী করি

নিধু বাবু।

### খাম্বাজ বাহার—মধ্যমান।

কপটে আমারে এত দুঃখ দেওয়া ভাল নয়।
আগে দুঃখ দিলে পরে শেষে দুঃখ পেতে হয়।

কথার কথায় প্রবঞ্চনা, ভালবাসা গেছে জানা,
যে যাহারে ভালবাসে, ব্যাভারে তা জানা যায়।
মুখেতে মধুর হাসি, অন্তরে গরলরাশি,
সদা বল ভালবাসি, ওকথা না প্রাণে সয়।

নিধু বাবু।

### আড়ানা বাহার—মধ্যমান।

আদরে সাধ করে, দিলাম প্রেমের বেড়ী পায়,
কে জানে সই এমন হবে, মজাবে আমায়।
মনে করি ভাংব বেড়ী, বেড়ীর উপর দেয় বেড়ী,
বুকে মারে বিচ্ছেদ বাড়ী, একি হল দায়।

নিধু বাবু।

### ললিত—আড়াঠেকা।

প্রাণ যায় যাবে তবু তারে না ছেড়িব।
আছুরী জীবনে সই বরং জীবন জুড়াইব।
সে জীবনে এ জীবনে, মিশাইব এক স্থানে,
তবু ফিরে তার পানে, কখন না নিরখিব।

নিধু বাবু।

### ঝিঁঝিট—আড়া।

প্রেমে কঠিন কি দায়।
ভালবাসি বলে কিরে মজাবে আমায়।

নব প্রেমে হয় সুখী, অধিনী যেন চাতকী,
একি বজ্রাঘাত দেখি, নাথ চায় বিদায়।

নিধু বাবু।

## ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

প্রাণ তুমি প্রেমসিন্ধু হয়ে বিন্দুদানে কৃপণ কেন,
প্রেম পিপাসিত জনে উপায় কি দেহ বলে।
মহতের এই গুণ, আশ্রিতে নয় নিদারুণ,
আমি হে আশ্রিত জন, আমারে কেন বঞ্চিলে।

নিধু বাবু।

## খাম্বাজ—মধ্যমান।

মনের যে আশা তাহা যদি না পূরিত,
তবে কি পরাণ কেহ রাখিতে পারিত।
দেখনা চাতকী মন, নিশানিশি করে ধ্যান,
বারিদানে তোষে তারে না রাখে তৃষিত।
তার সাক্ষী পতঙ্গ প্রদীপ আশ্রিত,
তার আশা পূরাইতে, পতঙ্গ পুলক চিতে,
আপনি পুড়ায়ে তাতে, রাখিতে পিরীত।

নিধু বাবু।

## খাম্বাজ—কাওয়ালী।

দেখ পিরীতের দুই গুণ।
দিবাকর নিশাকর দুইয়ের গুণ যেমন।।

প্রচণ্ড তপনবৎ বিরহ করে দাহন,
মিলন শশী স্বরূপ সুধা করে বরিষণ।

নিধু বাবু।

### ললিত—আড়াঠেকা।

সুখে দুখ দিয়ে নিশি প্রভাত হইল,
অরুণ উদয়ে দহে হৃদয় কমল।
প্রেয়সী মুখ না চেয়ে, যামিনী শশীকে লয়ে,
দেখিতে দেখিতে লাজে, গমন করিল।

নিধু বাবু।

### খাম্বাজ—মধ্যমান।

তারে হেরিলে নয়ন জুড়ায়,
এত যে যাতনা তবু দিতেছে আমায়।
যদি মেঘ নবঘন, নাহি করে বরিষণ,
তথাপি চাতকী প্রাণ তার দিকে ধায়।

নিধু বাবু।

### ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

যে দিনে যাতনা যত জানাইব কারে,
আপন অধিক জান যে বাসিত অন্তরে।
যে মোর আঁখি অঞ্জন, আমি তার মনোরঞ্জন,
করে গেছে বিসর্জ্জন, অঞ্জন দিয়ে অন্তরে।

নিধু বাবু।

## ভৈরবী—মধ্যমান।

সুন্দর হইলে কিবা হয়, সখি প্রাণ তোমায়,
রসবোধ না থাকিলে, রসবতী কেবা কয়।
চম্পক পুষ্পেরি গন্ধে, সবে মত্ত প্রেমানন্দে,
তবে কেন সে ফুলেতে, ভ্রমর ঝঙ্কার নয়।
দেখ দেখ প্রাণ সখি, কোকিল কুৎসিত পাখী,
তবে কেন তার রবে সকলে মোহিত হয়।

নিধু বাবু।

## বাহার বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

রোপণ করিয়েছিলাম আশালতা প্রেম বনে,
ফলে ফুলে লাভ হবে, বড় আশা ছিল মনে।
অতি সুযতন করি, সিঞ্চন করিলাম বারি,
বিচ্ছেদ তায় হয়ে অরি, অজারূপে খাইল প্রাণে।

নিধু বাবু।

## সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

আগে জানিতাম যদি নিরবধি কাঁদাবে আমায়।
তা হলে কি প্রাণ মন, সঁপিতাম তায়।
কভু না দেখি এমন, বিধাতার সৃজন,
আমি যার জন্যে মরি, সে নাহি আমারে চায়।

নিধু বাবু।

## খাম্বাজ—খিমা ত্রিতালী।

বিধুমুখি একি একি অপরূপ হেরি লো।
অধোমুখে কেন আছ মৌনব্রত ধরি লো॥
কিসে হয়েছে চঞ্চল, নিরখিছ ধরাতল,
বিধুবদন তোল তোল, নইলে প্রাণে মরিলো।
অধর সুধাপান বিনে, পিপাসায় মরি প্রাণে,
বাঁচাও এ অধীন জনে, সুধাদান করি লো॥

নিধু বাবু।

## খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ভেবনা ভেবনা ধনী প্রাণনাথ আসিবে।
বিচ্ছেদ যাতনা যাবে মনসাধ পুরিবে।
তোমার বঁধু তোমার হবে, মন দুঃখ নাহি রবে,
আবার তুমি মান করিলে, পায়ে ধরি সাধিবে।

নিধু বাবু।

## খাম্বাজ—মধ্যমান।

যায় যাবে প্রাণ তার শঙ্কা করিনে,
মরে যা চাতকী পাছে নবঘন বিহনে।
কুমুদী মুদিত হবে শশী অদর্শনে,
লতা কি বাঁচে কখন, মহীরুহ পতনে।

নিধু বাবু।

## পিলু বারোঁয়া—ঠুংরী।

বহুদিন পরে আঁখি আমার সে ধন হেরিল,
পিপাসী চাতক যেন বারি পান করিল।
প্রেয়সী বদন শশী, তাহে পূর্ণ সুধারাশি,
বিচ্ছেদ তিমিররাশি, হেরি লাজে লুকাইল।

নিধু বাবু।

## ঝিঁঝিট খাম্বাজ—পোস্তা।

আমারি মনের দুঃখ চিরদিন মনে রহিল,
লুকায়ে কাঁদিতে বিচ্ছেদে প্রাণ দহিল।
একবার ভাবি সখী, মনেরে বুঝায়ে রাখি,
প্রবোধ না মানে আঁখি সদা করে ছল ছল।

নিধু বাবু।

## ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

দেখ ভুলনা এ দাসীরে,
এই অনুরাগ যেন থাকে চিরদিন তরে।
তোমা বিনা অন্য আর, কি ধন আছে আমার,
প্রাণে মরি ও বদন, ক্ষণে না হেরিলে পরে।
কুল মান লাজ ভয়, পরিহরি সমুদয়,
সঁপেছি জনম মত, এ জীবন তব করে।

নিধু বাবু।

## থাম্বাজ—মধ্যমান।

অনেক যতনে হয় অনেক মিলন,
ইথেই মনের সাধ পূরয়ে কখন।
অতএব বলি আমি, হৃদয় নিবাসী তুমি,
নয়নে নয়নে থাক একান্ত মনন।

নিধু বাবু।

## ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

এ সুখে অসুখ কেন চাহরে করিতে।
মিলন হয়েছে দেখ কত যতনেতে।
বুঝিতে না পারি ভাব, মনে হয় কত ভাব,
যে ভাবে হল অভাব, ভাবিতে ভাবিতে।

নিধু বাবু।

## সুরট—কাওয়ালী।

সাধে কি বারণ করি সতত আসিতে,
কি করি স্ববশ নহি ননদী ভয়েতে।
যত সুখ উপজয়ে গোপন পিরীতে,
জনরবে ততোধিক অসুখ মনেতে।

নিধু বাবু।

## খাম্বাজ—মধ্যমান।

আমারে কি তার আছে মনে,
মনেতে করিত যদি, তবে কি মরিছে কাঁদি,
নিরখিয়ে থাকি পথ পানে।

তাহারে না দেখে প্রাণ যেমন করে,
এ কথা বুঝিবে কে কহিব কারে,
আমি যে কাতর সে কি তা জানে।

নিধু বাবু।

## ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

মনে নাহি ছিল নাথ পাইব তোমারে,
সদয় হইবে শশী, কাতর চকোরে।
পুন অনুকূল নাথ হইবে অধীনে,
হেরিব ও বিধুমুখ তৃষিত নয়নে।
পূরিবে মনের আশা, দুখ যাবে দূরে।

নিধু বাবু।

## সিন্ধু—মধ্যমান।

তুমি যদি ভালবাস প্রাণ আমায় মনেতে।
তবে কি বিচ্ছেদ হয় এ জীবন থাকিতে।
প্রতিবাদী হলে পরে, কি করিতে পারে।
ভানু থাকে লক্ষান্তরে, কমলিনী জলেতে।

নিধু বাবু।

## কাফি সিন্ধু—আড়াঠেকা।

ভাল ভালবেসেছিলে করেছিলে প্রাণে প্রাণ,
প্রাণ ত্যজি প্রাণাধিকে শেষে কি রাখিলে প্রাণ।
এমন করিবে বিধি, স্বপনে জানিতাম যদি,
তাহলে কি নিরবধি, মনে পূজি ও বয়ান।।

নিধু বাবু।

## সিন্ধু—আড়াঠেকা।

না হেরে তোমারে প্রিয়ে বুঝি যায় প্রাণ
ব্যথিত করেছে হৃদি তব অদর্শন বাণ।
তৃষিত চাতকী আমি, তুমি হে বারিদ স্বামী,
ত্বরিতে জীবনদানে, জীবন করহ দান।

নিধু বাবু।

## সিন্ধু—আড়াঠেকা।

স্বপনে তাহারি সনে হইল মিলন।
[illegible] করি বিচ্ছেদ ভয়ে আঁখি উন্মীলন।
নিদ্রাতে তাহারে দেখি, মন প্রাণ হয় সুখী,
স্বপন স্বপন হলে না রবে জীবন।

নিধু বাবু।

## সিন্ধু—আড়াঠেকা।

বদন সরোজে কেন ঢাকিয়ে বসনে,
কি কারণে ম্রিয়মাণ, আছ অধোবদনে।
শৈবালে নলিনীর যেবা শোভা জীবনে
সেমতি সুন্দরী আমি হেরিতেছি নয়নে ॥

নিধু বাবু।

## ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

পুরুষ পিরীতি প্রেমপ্রতিমা করে নির্মাণ,
[illegible] দিন তাতে যত আছে অপমান।

যৌবনে সাজায়ে ডালি, কলঙ্ক পুরি অঞ্জলি,
বিচ্ছেদ তারে দিব বলি, দক্ষিণা করিব প্রাণ ॥

নিধু বাবু

## পিলু বারোয়া—পোস্তা ।

বিধি দিলে যদি বিরহে যাতনা,
প্রেম গেল কেন প্রাণ গেল না ।
হইয়ে বঞ্চিত গেছে, প্রেম ফুরায়েছে,
রহিল কেবল প্রেমের নিশানা ।

নিধু বাবু ।

## ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

অকস্মাৎ কলঙ্ক হবে রইল ঘটন,
চাঁদেতে কলঙ্ক আছে বিধির সৃজন ।
প্রেম রূপ দিনকরে, বিচ্ছেদ কলঙ্ক ধরে,
হৃদি কমলের মলিন বদন ।
তাহে হল কলঙ্কিত, দিনে কমল মুদিত,
দুঃখে কুমুদিনী হাসে, এই সে কারণ ॥

নিধু বাবু ।

## ঝিঁঝিট—পোস্তা ।

পরসনে প্রেম করে দিবানিশি মরি ঝুরে । কই
আমি করি আপন আপন, তারে তেমন নহে কেমন
পর কি জানে পরের বেদন, বল দেখি শুধাই কেরে ।

[illegible] পিরীতে ভুলে, কালি দিলাম কুলে শীলে,
[illegible] কই বুঝিলে প্রেম ভাঙ্গিলে একেবারে। সই,
[illegible] অতি-মর্ম, না জানে পিরীত ধর্ম,
দিবানিশি ভাবি অন্তরে। সই।

নিধু বাবু।

## কফি সিন্ধু—মধ্যমান।

মিলনের সাধ বুঝি নাহিক তাহার,
থাকিলে যাতনা কেন হইবে আমার।
তার প্রতি যত আশা আছয়ে আমার,
জানিয়ে সে অনুচিত করয়ে ব্যভার।
বিচ্ছেদে প্রাণ মোর দহে অনিবার,
তার বোধ হবে কেন অনেক যাহার।

নিধু বাবু।

## কাফি সিন্ধু—মধ্যমান।

নাম ধরে উপজিলে ভয়ে তা নিবারি। সই,
[illegible] বিরসে বিরস পাছে তাহারে নেহারি।
[illegible] যতন তারে বুঝাতে না পারি।
[illegible] কারণে যেন হরি হরি হরি।

নিধু বাবু।

## কাফি সিন্ধু—আড়াঠেকা।

[illegible] কি তোমার প্রাণ করিতে উচিত,
নিশি রাত্রি কিবা দিন যে তব আশ্রিত।

তারে কি জ্বালাতে হয়? অতি অনুচিত।
তার আশা পূরাইতে কেন হে এত কুণ্ঠিত।

নিধু বাবু।

## খাম্বাজ—কাওয়ালী।

বিরহেতে যদি বিধি অনুকূল হও,
পঞ্চভূত পঞ্চ স্থানে নিযুক্ত করাও।
যে আকাশে ভাগ তার, সে আকাশে ভাগ মম,
এবে এই যে বাসনা, তাহাতে মিশাও।
পবন তার ব্যজনে, তেজ মিশুক দর্পণে,
জল সেই জলে যাক, তার [illegible]।
পথ বিহরণ যথা, পৃথ্বী অংশ যাক তথা,
ইহার অধিক আর না—মিনতি রাখিও।

নিধু বাবু।

## ঝুম বেহাগ—জৎ।

অন্তরে জাগিছে সতত, সে আমার, আমি
কেমন করে ও তার ভালবাসা পাসরিব।
আমি তার যে আমার, কেমনে ভুলিব।
সেই সুধামাখা কথা, অন্তরে রয়েছে গাঁথা,
সে কথা না মনে হলে, কেমনে প্রাণ ধরিব।

নিধু বাবু।

## ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

মরমে মরম যাতনা ভালবাসার অযতনে,
কুক্ষণে একাযে মজে,এখন বাজেরে অধিক বাজেপ্রাণে
যে জন পিরীতে নাচায়, সে যদি ফিরিয়ে না চায়,
মন প্রাণ যাহারে চায়, সে যদি না বাঁচায় প্রাণে।

নিধু বাবু।

## ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান

কেন ভাল বেসেছিলাম তারে,
পিরিতে বাসনা হলে, ভাসি অকূল পাথারে।
যৌবন তরি আমার, ভেঙ্গেছে মাঝার তার,
কেমনে হইব পার, পড়েছি বিষম ফেরে।
মুদিয়ে যুগল আঁখি, যদি স্থিরভাবে থাকি,
তখনি তাহারে দেখি, উদয় হৃদি মাঝারে।

নিধু বাবু।

## খাম্বাজ—মধ্যমান।

মনে মনে মন চুরি করিল যে জন,
কহলো সজনি মোরে বল তার বিবরণ।
কি জাতি কি নাম ধরে, কোথায় বসতি করে,
জানিতে চিনিনে তারে, চেনে মম দুনয়ন।

নিধু বাবু।

## সিন্ধু খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

এত ভালবাসা রে প্রাণ ভুলেছ কি একেবারে।
এত যে বাসিতে ভাল, ভালবাসা জানা গেল,
পেতেছিলে মায়াজাল, অবলা বধিবার তরে।
নিধু বাবু।

## সুরট খাম্বাজ—মধ্যমান।

কত দুখ সব প্রাণ তোমার লাগিয়ে।
কত লোকে কত বলে, হাসিয়ে হাসিয়ে।
ও কথা শুনিনে আর, তোমারে করেছি হার,
পরিব কলঙ্ক হার, যতনে গাঁথিয়ে॥
নিধু বাবু।

## সিন্ধু—আড়াঠেকা।

যাহারে যাও ওরে যে ভালবাসে তোমারে
জানাতে হবে না আর জেনেছি তা একেবারে
তুমি এসেছ এখানে, সে যদি তা শুনে কাণে,
তবেত প্রলয় হবে, ঘুচিতে হবে অন্তরে।
নিধু বাবু।

## খাম্বাজ—মধ্যমান।

অশেষ কণ্টক প্রেম বনে।
বিশেষ বিচ্ছেদ শেষ তবু শেষ যে

ফুটিলে কমল ফুল, তার গন্ধে নাহি তুল,
আগে হতে জাতিকুল, প্রবেশিলে কাননে।
সুখ বৃক্ষ সাধারণ, দুখ বৃক্ষ অগণন,
তথাকে পশুগণ, কার সাধ্য পশে বনে।
যাহার শার্দ্দূল ভয়, তৎ মনা ভল্লুক চয়
কে বাঁচে তার গরজনে।

নিধু বাবু।

## সুরট খাম্বাজ—জৎ।

ভেবেছিলে বিধুমুখি এমন দিন কি সমান যাবে,
প্রেম আলাপনে, সুখের মিলনে, যাবত যৌবন রবে।
অভিমানে যাওনা ফিরে, ডাকলে পরে চাওনা ফিরে
যৌবন জোয়ারের জল ভাঁটাতে শুখায়ে যাবে।

নিধু বাবু।

## খাম্বাজ—মধ্যমান।

নয়ন পথে না হেরিলে, ভালবাসা নাহি হয়।
সেই প্রেম থাকে যারে হেরিয়ে অন্তর রয়।
আগে আঁখি পরে মন, প্রেমের এই নিরূপণ,
যার এরূপ ঘটন, সেই প্রণয় অক্ষয়।
মন ভঙ্গ হলে পরে, প্রেম তখন আদর নয়।
যত দিন থাকে মন, না হয় প্রেম খণ্ডন,
অন্যথা হইলে যেন, প্রণয় স্থির নয়।

নিধু বাবু।

## ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

চন্দ্রাননে কি শোভা কমল নয়ান।
ভৃঙ্গ ভৃঙ্গ ভঙ্গি করি করে মধুপান।
কেশ বেশ কি তাহার, কিবা সৌরভ আকার,
মন শিখী তাহা দেখি, হয়েছে অজ্ঞান।
অধরে শোভে কুসুম, চমকে অতি চঞ্চল,
কিরণ ঝলকে তায়, দামিনী সমান।

নিধু বাবু।

## ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

তোমারে আমার এত সাধিতে হইল।
সাধিলে করিব মান, মোর মনে ছিল।
বাসনার বিপরীত আমারে ঘটিল;
তবু কি তোমার মনে সাধ না পুরিল।

নিধু বাবু।

## খাম্বাজ—মধ্যমান।

পিরীতি পরম রতন।
বিরহী পারে কি কভু চিনিতে সে ধন।
কমলে কণ্টক থাকে, তবু ভালবাসে লোকে,
কে ত্যজে বিচ্ছেদ দেখে, প্রেম আলিঙ্গন।
মিলন বিচ্ছেদ পরে, দ্বিগুণ সুখের তরে,
যথা অমা নিশান্তে, শশীর শোভন।

নিধু বাবু।

### খাম্বাজ—জৎ।

হেরিলে হরষ চিত না হেরিলে মরি,
কেমনে এমন জনে রহিব পাসরি।
মন তার মনে মিলে, প্রাণ লয়ে সমর্পিলে,
নয়ন তৃষিত সদা দিবা বিভাবরী।

নিধু বাবু।

### খাম্বাজ—মধ্যমান।

বদন শারদ শশী পাষাণ হৃদয়,
অমিয় সমান ভাষী মৃদু হাসি তায়।
লইয়ে কুন্তল ফাঁসি, আঁখি চোর আছে বসি,
মনের সাধেতে দিয়া প্রাণ হরে লয়।

নিধু বাবু।

### পিলু—পোস্তা।

মিলনে যতেক সুখ মননে তা হয় না।
প্রতিনিধি পেয়ে সই নিধি ত্যজা যায় না॥
চাতকীর ধারা জল, যাহাতে হয় শীতল,
সেই বারি বিনা আর, অন্য বারি চায় না॥

নিধু বাবু।

### ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

মান মনে মান করিছে প্রাণ প্রকাশ বদনে।
হতাশন আচ্ছাদন হয় কি বসনে।

ছলে করি ধৈর্য্য ধরি, আঁখি যে বরষে বারি,
অল্প আপনার, বশ হলো তার, কাহার আমি হইব।

নিধু বাবু।

## খাম্বাজ—কাওয়ালী।

তাহার কারণে কেন দহে মোর মন,
যেরূপ তাহারে আমি করিছে যতন।
সতত চাতুরী গণি করে সেই জন,
সে বরং ছিল ভাল, না ছিল মিলন;
মিলনে এই যে হ'ল সদা জ্বালাতন।

নিধু বাবু।

## সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

আর আমারে কেন সাধিছ এখন।
ত্যজিয়ে আমারে সঁপিলে যাহারে, আপন মন,
তথা করহ গমন।
আমি হে তোমার মত নহিলেম কদাচিত
করিয়ে অনেক সাধনা।
এবে কি মনে বুঝিয়ে, নিদয়ে সদয় হয়ে,
আইলে এখানে বুঝি দেখিতে রোদন।

নিধু বাবু।

## সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

কে শিখালে তোমায় এ প্রেম ছলনা।
যে তোমারে শিখায়েছে, সে ত প্রেম জানে না।

পরের মন নিতে পার, আপনার মন দিতে নার,
এমন করে কত জনে, বধেছ প্রাণ বল না।

নিধু বাবু।

## ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

বল না কেমনে রহিব, সই, নাথ বিহনে,
রাতি দিন মোর, অন্তরে কাতর, তার কারণে।
সুখ প্রেম করি, এখন বিরহে মরি,
আগে নাহি জানি, দহিবে দুখ দাহনে।
মনে করি যদি ত্যজিব তারে, বিরহে দ্বিগুণ দাহন দেয়,
অবলা সরলে, কত মত ছলে, ভুলায়ে সুধা বচনে।

নিধু বাবু।

## সুর ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কত ভালবাসি তারে, সই কেমনে বুঝাব।
দরশনে পুলকিত মম অঙ্গ সব।
ততক্ষণ নাহি দেখি, রোদন করয়ে আঁখি,
দেখিলে কি নিধি পাই কোথায় রাখিব।

নিধু বাবু।

## ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

যে জনেরে করে অপ্রণয়, ও তার উচিত নয়,
জানি আমি তার মনে, কভুত বিচ্ছেদ নয়।

কবে কি বলেছি মানে, আজও তার কি আছে মনে,
তাই ভাবি কি মনে মনে, অভিমানে রইতে হয়।
সখি গো আমার হ'য়ে, বলো তারে বুঝাইয়ে,
পিরীতি করিতে গেলে, দুখ সুখ সইতে হয়।

নিধু বাবু।

## সিন্ধু ভৈরবী—কাওয়ালী।

মাসে মাসে প্রাণে প্রাণে যদি রে প্রাণ বেঁচে থাকি,
দেখবো কত দেখলাম কত আর কত আছে বাকি;
যে জ্বালা দিয়েছ মোরে, রেখেছি সব জমা করে,
জমা খরচ মিলন করে, শেষে বুঝো সব বাকি।

নিধু বাবু।

## ললিত—কাওয়ালী।

ঐ পোহাল রূপসী নিশি।
মনদুঃখ রহিল মনে বিদায় দাও গো এখন আসি।
চোরে চোরে কুটুম্বিতে, যাওয়া আসা রেতে রেতে,
রাত পোহায় প্রভাত হ'লো, ফুরিয়ে গেল হাসি খুসি।
দিবাচর যত সমস্ত, নিশিতে ছিল নিরস্ত,
সবাই হলো স্ব, স্ব, ব্যস্ত, অস্তগত গগনশশী।

নিধু বাবু।

কি জ্বালা ঘটিল সই,
মরম বেদনা পেয়ে, শরমেতে মরে রই।
চলিতে চরণ টলে, আবেশে পড়িগো ঢোলে,
কি জানি কি হলে মন মজাইল ওই।

নিধু বাবু।

## ঝিঁঝিট—আড়াখেমটা।

প্রাণ তুমি প্রেমসিন্ধু হয়ে বিন্দুদানে কৃপণ হলে,
প্রেম পিপাসিত জনে উপায় কি হে সেই বলে।
মহতের এই গুণ, আশ্রিতে নয় নিদারুণ,
আমি হে আশ্রিত জন আমায় কেন বঞ্চিলে।

নিধু বাবু।

## খাম্বাজ—ঠুংরী।

ভালবাসি নাকো যায় সে কেন আমায়,
সতত আসিয়ে ভালবাসা জানায়।
করেছি যে মনে, তার মুখ পানে,
ফিরে চাবনা চাবনা আর প্রাণ যদি যায়।
তার আশারই আশায়, হয়েছি সে নিরাশায়,
মিছে হই জ্বালাতন, পরেরি কথায়।

নিধু বাবু।

প্রেম দায় ঘটিল কি দায়,
জ্ঞানবাদি বলে কিরে মজালে আমায়।
নব প্রেমে হবে সুখী, অধিনী যেন চাতকী,
একি বজ্রাঘাত দেখি, নাথ চায় বিদায়।

নিধু বাবু।

## ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

পিরীতি কাননে যাইয়ে যাওয়া হয় কি কথায় কথায়,
বেষ্টিত আছে যে তাহা লজ্জা কণ্টক লতায়।
বিচ্ছেদ ব্যাঘ্রের ডরে, প্রবেশিতে নাহি পারে,
পথ হারাইয়ে পরে, ফিরিয়া আসিতে চায়।
আর কি কলঙ্ক করি, সুবর্ণ গুণেতে ধরি,
গঞ্জনা পর্ব্বতোপরি, ফেলিয়া বধে তাহায়।

নিধু বাবু।

## ভৈরবী—আড়াঠেকা।

পুরুষ পরম নিধি রমণী মনোরঞ্জন,
নারী বিনা কেবা তার মূল্য করে নিরূপণ।
পাইয়া পুরুষমণি, আপনারে ধন্য মানি,
সে সুখে বঞ্চিত রজনী, জানে কি অন্যের মন।
ইচ্ছা হয় হৃদয়াসনে, বসাইয়া পতিধনে,
সতত ভাবিয়া মনে, নিত্য করি আরাধন।

প্রণয় তুলসী তুলে, প্রফুল্ল যৌবন ফুলে,
মানস চন্দন গুলে, শ্রীপদে করি অর্পণ।

নিধু গুপ্ত।

## মঙ্গল—আড়া।

যায় যাবে প্রাণ তবু ফিরে নাহি চাহিব,
অঙ্গুরী জীবনে বরং জীবন দিয়ে যুড়াইব।
সে জীবনে এ জীবনে, মিলাইব এক স্থানে,
তবু কভু তার পানে, ফিরে নাহি নিরখিব।

নিধু গুপ্ত।

## সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

এবার মিলন হলে তাহারই সনে,
সই কখন বিচ্ছেদ আর করিব না জেনে।
অনুকূল হয়ে বিধি, যদি দেয় সে গুণনিধি,
মনস্থতা দিয়ে বাঁধি, অতি যতনে।
মনে মন মিশাইয়ে, রাখিব তায় ভুলাইয়ে,
অন্য স্থানে যেতে আর নাহি দিব প্রাণপণে।

নিধু বাবু।

## মুলতান—আড়াঠেকা।

আগে জান্‌তাম যদি ভালবাসা এত দায়,
তা হলে কি ভালবেসে অবলারই প্রাণ যায়।

হয়ে তার প্রেমাধিনী, হইলাম পাগলিনী,
ভুলিতেছি একাকিনী, এ দুঃখ কহিব কায়।
একাকী বিরলে পেয়ে, আগু পাছু নাহি চেয়ে,
আপনি আপনা খেয়ে বিকালেম মন কায়।

নিধু বাবু।

## লুম ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

না দেখিলে ললনা সই বাঁচিব কেমনে,
দিবানিশি সেই রূপ সদা পড়ে মনে।
সতত কাতর মন, বারি সহিত নয়ন,
বিনা সে বিধুবদন প্রবোধ না মানে মনে।

নিধু বাবু।

## শ্রীরাগ—আড়াঠেকা।

কেমনে ভ্রমরা তুমি যাবে পদ্মবন,
অভিমানে কমলিনী, হইয়াছে মানিনী,
সাধিতে হবে এখনি, ধরিয়ে চরণ।
অন্য ফুলে মধুপানে, মত্ত ছিলে এতক্ষণে,
কমলিনী সব জানে রবে না গোপন।

নিধু বাবু।

## ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

বিচ্ছেদ হেরিয়ে প্রাণ কেন হে এত কাতর।
শীত না থাকিলে কোথা বসন্তের সমাদর॥

বিরহের দুখতর, মিলনেতে নাহি রয়,
দুঃখ অন্তে সুখ হয়, অন্তরেতে নিরন্তর।
দুঃখ না হইলে পরে, সুখ কে জানিতে পারে,
বল কোথা নিশি বিনে, শশী শোভা মনোহর।
নিধু [illegible]

## ভৈরবী—কাওয়ালী

অপরে আপন মন কখন আর দিব না,
যা দিবার দিয়েছি একবার ও কথায় ভুলিব না।
পরের করে দিলে মন, করে না পরে যতন,
পরে ভাবে পরের মতন, কারে কব এ যন্ত্রণা।
প্রেম করে যে একবার ভাসায়, কি করে তার [illegible]
একবার অঙ্ক দৃষ্টি হারায়, মনে তা ভেবে দেখ না।
নিধু [illegible]

## মালকোষ—দ্রুতত্রিতালী।

কি হবে ওলো সই বাঁচিব কেমনে,
এহেন বসন্ত, মদন দুরন্ত, বিদেশী নিতান্ত, [illegible]
ফণির স্বভাব হয়, দংশিয়া পলায়ে যায়,
বসন্তের দূত কলী বিপরীত, বাঙ্কিয়া যে চিত দহে
শশধর হরভালে, মদন অনলে জ্বলে,
আপনি জ্বলয়, পরেরে জ্বালায়, তাহাতে কি হয়, [illegible]
নিধু [illegible]

## ঝিঝিট—আদ্ধা।

আইল হে বিরহিণীর প্রাণ,
আনন্দ সাগরে আজি ভাসিতেছে মন প্রাণ।
চন্দ্র মুখ নিরখিয়ে, দুঃখ গেল দুঃখী হয়ে,
অন্তরে ভবনে আশা, করিল প্রয়াণ।

নিধু বাবু।

## ললিত—কাওয়ালী।

কি কহিব যামিনী পোহায়,
এখন না আইল রহিল কোথায়।
তাহারে ভাবিয়া নিশি, জাগিয়া ছিলাম বসি,
নিশির যে দুখ তাহা দিবসে কি যায়॥
শরীর আপন নহে, অপরে আপন কহে, এত বড় দায়;
সে কেন বুঝিবে দুঃখ, তবু তার তরে দুঃখ,
পড়িয়ে এখন দেখ, প্রাণ বাহিরায়।

নিধু বাবু।

## ঝিঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

আপনারই মনব্যথা প্রকাশিতে নারি পরে,
এই ভয় মনে হয় পাছে হাসে পরস্পরে।
ভাবিয়ে যারে আপন, করেছি প্রাণ সমর্পণ,
যদি না রহে গোপন, সে পর হইবে পরে।

নিধু বাবু।

## সুরট—কাওয়ালী।

আশায় রেখেছি জীবন,
নতুবা হইত মম এ দেহ পতন।
শরণাগত বলিয়ে, সরলতা প্রকাশিয়ে,
দান কর প্রাণপ্রিয়ে, চাতকে জীবন,

নিধু বাবু।

## বাগেশ্রী—কাওয়ালী।

রাত্রিদিন একত্র প্রকাশ দেখ রাত্রি দিন,
ক্লেশেতে বুঝাই নিশি, যখন অদর্শন।
তপন সুখ বলিতে, সন্দেহ নাহিক ইথে,
হেরিলে হাসিকমল, প্রকাশে তপন।
কামিনীর মনোসুখ, নিশিতে হয় অধিক,
ক্লেশেতে তার অধিক, করয়ে যতন।

নিধু বাবু।

## ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

মিছে তার লাগি বিরাগী সদা আমার মন,
বাঞ্ছার লোভ হয় সুজন নহে সে জন।
সে দেখি স্বপ্নের সখা, নাহি দেয় চক্ষে দেখা,
কথা মাত্র মন রাখা, কপটে হয় কাপন।

নিধু বাবু।

## ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

মজিল মন ডুবিল নয়নে তোমার,
ত্রিবেণী যেমন, দেখ অতি ঘন, বহে তিন ধার।
পাইয়ে পবন বল, যমুনা প্রবল হয়,
প্রলয় যেমন, তরঙ্গ তেমন, অপার পাথার।

নিধু বাবু।

## ভৈরবী—মধ্যমান।

ত্যজ মান মানিনী সুবদনী,
অধোমুখে মনোদুঃখে কেন বিধুবদনী।
কি লাগিয়া অভিমানে, অথবা হয়ে এক্ষণে,
ধারা বহে দুনয়নে, একি ধারা ধনী।
যার উপরে কর মান, হবে আর দিনমান,
তোমার রাখিতে মান, সেই সাধে গুণমণি।

নিধু বাবু।

## ভৈরবী—কাওয়ালী।

এমন তুমি চন্দ্রাননী শিখিলে কোথায়,
হানিয়ে নয়ন বাণ, হরিয়ে লইলে প্রাণ, কথায় কথায়
মনেতে বাড়িল ক্লেশ, মুহু তুমি হান বেশ, একি বিদায়।
প্রাণের নাহিক ভয়, সাধু জন ভীত হয়, ইথে কি উপায়

নিধু বাবু।

## খাম্বাজ—মধ্যমান।

সে যে অন্তরে আমার ভালবাসে,
লোক লাজ ভয়ে কই নাহিক প্রকাশে।
করিতে প্রেম আলাপন, তার আছে আকিঞ্চন,
শুনে পাছে গুরুজন, মরে মনে এই ত্রাসে।
যদি না হইবে মন, কহিবে কেন এমন,
বিনা প্রেম আলাপন, নয়ন সলিলে ভাসে।

নিধু বাবু।

## শ্যাম পূরবী—তাল হরি।

এই খানে রহিত হে নিদয় প্রাণনাথ এত রাতি [illegible]
লাজ, ভয়, মান গেল, কুল শীল সব গেল,
এখন কি ভয় বল, ত্যজিতে জীবন।
না বুঝে করে মরণ, ফল পেলেম তার মতন,
কি মনে করি এখন, করেছ হে আগমন।

নিধু বাবু।

## মুলতান—আড়াঠেকা।

কাতর ক্ষুধিত জনে কেন এত প্রবঞ্চনা,
বিন্দুপানে ক্ষুধাসিন্ধু, শুখাবে কি চন্দ্রাননা।
হয়ে ভব অভিলাষী, আনন্দ সাগরে ভাসি,
ভালবাস তাই আসি, হয় হে মম যাতনা।

দেখ দেখ সুধাকরে, চকোরেরি দুখ হরে,
সুখে সুধা দান করে, করে কি তারে ছলনা।

নিধু বাবু।

## দেওগিরি—জলদ তেতালা।

বিরস বদন শুন প্রাণ করোনা কখন কমলমুখী,
প্রফুল্ল বদন, হেরিলে যখন, হরষিত হয় মম আঁখি।
মন মত্ত করিবর, বুঝে দেখ ভাব তার,
কভে মধুকর বদন তোমার, অরবিন্দ সমরূপ দেখি।

নিধু বাবু।

## লুম ঝিঝিট—পোস্তা।

শিখেছি মন দিতে না জানি মন হরিতে,
জানিলে কি এত দুখ সে পারে আমারে দিতে।
প্রেমে বাঁধিয়ে আমায়, পাগল করেছে প্রায়,
না দেখি আর উপায়, নিজ মন ফিরে নিতে।
সে যদি ত্যজে আপন, দেয় মোরে নিজ মন,
উভয় হলে সমান, সুখ লাভ হয় তাহাতে।

নিধু বাবু।

## খট—দ্রুত তিতালী।

আহারি প্রেম লাগিয়ে, দুঃখ অতি পাই মনে,
ভালবাসায় এত ক্লেশ, না জানি স্বপনে।

না বুঝিয়া প্রেম করে, এই ফল হ'ল পরে,
না পাইলাম পুন তারে, পরিশ্রম অকারণে।

নিধু বাবু।

## ঝিঁঝিট—আদ্ধা।

হায় কি বিপরীত বিধির ঘটন,
বহিতে উপায়ে দুঃখ আইসে রোদন।
সুখেতে করিলে তুমি নিশি জাগরণ,
আমার হইল দেখ অরুণ নয়ন।
তুমি হে করিলে চুরি পরের রতন,
বিরহ প্রহারে মোরে, বিচার এমন।

নিধু বাবু।

## শ্রীরাগ—আড়াঠেকা।

দুস্তরে প্রেম সাগরে,
কেমনে পাইব কূল ব্যাকুল অন্তরে।
তুমি তরুণ তরণী, মদরঙ্গে তরঙ্গিণী,
এ তরঙ্গে তরাও ধনী, রাখ হে আমারে।
করি তরি বিতরণ, দান করহ জীবন,
নাহি জানি সন্তরণ কিসে যাব পারে।

নিধু বাবু।

## পরজ—জলদ তেতালা।

কেমনে প্রাণ নয়নে অরুণ উদয়,
তপন সবারে দহে, না দহে কমলে,
তব আঁখি রবি হৃদি কমলে জ্বালায়।
ছিল ঘন কেশ ঘন, শীতল করিত প্রাণ, এখন তা নয়।
আজি ফণীময় হেরি কাতর পরাণ,
নিকট না হতে পারি দংশে পাছে ভয়।

নিধু বাবু।

## খাম্বাজ—কাওয়ালী।

প্রাণ তুমি বুঝিলে না আমার বাসনা,
ঐ খেদে মরি আমি তুমি তা বুঝ না।
হৃদয় সরোজে থাক, মোর দুঃখ নাহি দেখ,
প্রাণ গেলে হৃদয়েতে কি সুখ বল না।

নিধু বাবু।

## পূরবী—একতালা।

পিরীতি ত্যজিয়ে প্রাণ, কেমন আছ বল বল,
ভুলিতে না পারি ভেবে প্রাণ করে টল মল।
এই ভাবি নিরবধি, একি বিপরীত বিধি,
হারাইয়ে প্রেমনিধি, কি সুখেতে চল চল।
প্রকাশ্য হাস্য বদনে, ভাবিতেছ কোন জনে,
কার জন্যে ক্ষণে ক্ষণে, দুটি আঁখি ছল ছল।

হল যদি প্রেম সাঙ্গ, কায কি অন্য প্রসঙ্গ,
সুখে কর সাধুসঙ্গ, কাশী যাবে চল চল।

নিধু বাবু।

## বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

এ ঘোর প্রেম সাগরে বল সই কেমনে তরি।
আকুল হয়েছি প্রাণে, অকূল পাথার হেরি।
অবলারে কতই সহে, জীবনে কি জীবন রহে,
বিচ্ছেদ তরঙ্গ বহে, তাহে বুঝি ডুবে মরি।
না হেরি হেন সুজন, তরঙ্গে তরায় ত্বরিত,
রসিক কাণ্ডারী বিনা, ডাগিল যৌবন তরি।

নি

## পূরবী—জলদ তেতালা।

যতনে যে ধন সদা করে উপার্জ্জন,
কে কোথা সুখেতে ত্যজে, না দেখি কখন।
অনেক যতনে যদি নলিনে পাইয়ে
দিয়েছে ধারণ কারে মনে নিরখিয়ে,
বিহনে এমন ধন বাঁচে কি জীবন।

নিধু বাবু।

## ভীমপলশ্রীবাহার—জলদ তেতালা।

বসন্ত সমুদ্র তার সুখ বৃন্দ অম্বুমানে,
কুসুম তরী, অলিগণ নাবিক তাহে [illegible]
কর্ণধার রতিপতি, তরঙ্গ পবনে।

...ংশু পতাকা তায়, কোকিলেতে সারি গায়,
...তি সুমধুর স্বর শুনিতে শ্রবণে।
...যোগী সে তরীপর, অনায়াসে হয় পার,
...পার পাথার বোধ বিরহী জনে।

নিধু বাবু।

## ঝিঝিট—মধ্যমান।

...ম করে সদা প্রাণ ছলনা উচিত নয়,
...তা হলো না প্রাণে, শঠতা আর কতই সয়।
...এক হৃদে আর, কত ছল বোঝা ভার,
...কথার ভাবান্তর, কেমনে প্রণয় রয়।
...ন হয় যে জন, পরেরে করে আপন,
...পরশে রতন, লোহা সে সুবর্ণ হয়।

নিধু বাবু।

## ...পালী কল্যাণ—জলদ তেতালা।

... বারে বারে নাহিক হেরিব তারে,
... মনে আলাপের নাহি কোন গুণ।
... সে ভাব আর, না থাকে অন্তরে আমার,
... নয়ন, রসনা কহিতে চায়, শুনিতে শ্রবণ।
... কম্প হয়, মনেতে কত উদয়, না যায় কহনে;
... কোন কথা কয়, উত্তর না করি তায়,
... মান, নয়ন অন্তরে হয় করিতে রোদন।

নিধু বাবু।

## খাম্বাজ—মধ্যমান।

কি ছারে সাধিয়ে আমার মন সাধ পূরাতে [illegible]
হই হব দোষের ভাগী দুঃখ সই কেমনে [illegible]
সে রহিল অভিমানে কি সুখ আমার প্রাণে
বিষম বিরহ বাণে, বুঝি প্রাণ গেল গেল।

নিধু বাবু।

## সুরট—তাল হরি।

এ কেমন রীতি প্রাণ নয়ন অন্তরে হল [illegible]
এই আসি বলে গেলে এলে এত দিন [illegible]
আশায় আছিল মন, তাই হল দরশন,
তোমার যে আগমন মম মন অগোচর।

[illegible]

## বাহার বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

প্রণয়ে পরম সুখ বিচ্ছেদ পরে মিলনে।
যার ছিল পরে যেমন, সুখোদয় হয় [illegible]
যার যে অন্তরবেদন, অন্তরে থাক জেনে [illegible]
প্রেমসিন্ধু সুধা তখন উথলে উভয় [illegible]

[illegible]

## মিশ্র সিন্ধু—যৎ।

একা একা বুঝি সে গুণমণি।
বৃথা আশা নীরে ভাসা, হয়ে তার অধিনী।

রহিল মনে মনের কথা, সে বা কোথা আমি কোথা,
কারে বলি মরম ব্যথা, (আমি) ভেবে হই পাগলিনী ॥
ভাবিতেছি মনে কত, হলে পরে সমাগত,
আগে কথা ক'বনাত, (আমি) হয়ে রব মানিনী ॥

মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়।

## সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

ঐ বাজে সই শ্যামের মোহন বাঁশি।
কুঞ্জে এলে যেতে বোলো, হেরবনা আর কাল শশি ॥
কুঞ্জেতে এলে শ্রীহরি, কহিতে বোলো শ্রীহরি,
হেরবনা আর মুখ তারি, মানে মানে মানে বসি ॥

মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়।

## সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

সাধি কাঁদি পদ তলে, সাধ শ্যাম দাসী বলে,
কেন কৃষ্ণ কাঁদাইলে, অবলা বালায় ॥
কোথা আছ প্রিয় সখা, যদি নাথ দেহ দেখা,
তোমা বিনে প্রাণ রাখা হলো বুঝি দায় ॥
সখি সব পায়ে ধরি, আন হরি ত্বরা করি,
নহে প্রাণ পরিহরি বিরহ জ্বালায় ॥

মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়।

## কালেংড়া—দাদ্‌রা।

সাধের সই অধর কোণে,
মিশিয়ে গেছে মধুর হাসি।
মলিন কুঞ্জে চল লো ফিরে,
প্রেমের গলে দিয়ে ফাঁসি॥
শুখিয়ে গেছে ফুলের কলি,
পালিয়ে গেছে সাধের অলি,
আকাশের চাঁদ মলিন হয়ে,
ঢালে না আর সুধার রাশি॥

মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়।

## পরজ কালেংড়া—খয়রা।

এখন বলনা কালা কোথা যাবে।
যে লাঞ্ছ দিয়েছ আজি,
কুঞ্জে তার সাজা পাবে॥
আয় আয় সহচরি, লম্পট শঠেরে ধরি,
কিশোরির কুঞ্জে, চোরের বিচার হবে॥
আজি লো বাসর দ্বারে, বাঁশি কেড়ে আনি কারে
সারানিশি শ্যাম পাহারা দিবে॥

মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়।

## মিশ্র-আলাহিয়া—দাদ্‌রা।

যাও যাও যাও কালা যাও হেথা এসনা।
ঘুমের ঘোরে নিশি ভোরে কোথা থেকে এলে বল না,
একি ছবি একি দেখি, ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি,
চন্দ্রাবলির কুঞ্জে যাও, হেথা এসনা।
চাই রাজা আজ দিবেন সাজা,
মনে তা কি তুমি ভাবনা।।

মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়।

## কীর্ত্তন।

ও বাঁশরী কাল হামারী।
কাল বাঁশরী না দিব কালারে।।
লাজ মান হীন, নিলাজ বাঁশরী,
বাজত সব দিন চায়;
কাল অকাল নাহি তার জ্ঞান,
দিবারাতি নাহি ভেদ।।
শাশুড়ী ননদী, মাঝারে রহত,
বাঁশরী পশত শ্রবণে;
পরাণ ব্যাকুলিত, ভেরত অবনি,
দুটীপ চাহত মুখ পানে।।
( তার ) কুটিল নিরোকন, ফণিনী দংশন,

হৃদে যেন গুরুতর বাজে ;
শরম মরম, বিচ্ছার জ্বলন,
জ্বলন্ত অন্তর মাঝ ॥

মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়।

## কাফিসিন্ধু—যৎ।

বিধু বদন কেন মলিন এমন ?
অঞ্চলে ঢেকেছ কেন চঞ্চল নয়ন।
কেন নিরজনে, বসি সুলোচনে,
কেন করিছ রোদন।
তড়িত জড়িতা, যেন স্বর্ণলতা,
শোভিছে সখি এখন।
দেখ গো সজনি, আসিছে রজনী,
পরি রজত বসন !—
নবীনা যুবতী, হাসে বসুমতী,
তুমি কাঁদ কি কারণ ;

প্রমথনাথ মিত্র।

## ভৈরবী—কাওয়ালী।

সহেনা যাতনা আর, প্রাণ যে যায়।
বসন্ত হইল অন্ত কান্ত কোথায় ॥
কপালের দোষে পতি, নিদয় দাসীর প্রতি,
একি রে পিরীতি রীতি মরি হায় হায়।

প্রমথনাথ মিত্র।

কিশোর কুসুম কলি তুলনা ধনি।
সুখ পাবেনা প্রাণ সজনি।
কুসুম কলিকা, নব বালিকা,
মধুবিহীনা বিনোদিনী ;
কোমল ফুলে, অকালে দলিলে,
নাশিবে ছাবি মধুর ধনি।

প্রমথনাথ মিত্র।

ভাসে সোণার দেহ প্রেম সলিলে
প্রেমের তুফানে,
প্রেমের আগুন জ্বল্‌ছে দ্বিগুণ
প্রেম সমীরণে,
মধুর সমীর পরশনে,
বিলোল সলিল আসনে,
বাসছে কুমুদকান্ত সনে দেখ গো
চেয়ে সুলোচনে॥
পদ্ম বনে পদ্ম রাণী,
শুনছে এ সব প্রেম কাহিনী,
নয়ন জলে ভাসছে ধনী,
বিষাদিনী কান্ত বিনে॥

প্রমথনাথ মিত্র।

রবি. দিন যামিনী ঝুরে আঁখিরে !
প্রাণ সখিরে প্রাণ সখিরে !

বাসনা মনে, বসি বিজনে,
তাঁরে দেখিরে, সদা দেখিরে!
তাপস বরে, হৃদি মন্দিরে,
সদা রাখিরে, সদা রাখিরে!

প্রমথনাথ মিত্র।

উঠ হৃদয় রতন!
এ বিজনে, ধরাসনে,
কেনে পড়িরে আছ এমন!
বিরহ পাথারে ফেলিয়ে দুখিনীরে,
কোথা গেলে, প্রাণনাথ,
আঁধার করি ভুবন!
করি অনাথিনী, অনন্ত দুঃখিনী,
কোথা গেলে, প্রাণনাথ,
দুঃখিনী জীবন ধন।

প্রমথনাথ মিত্র।

সখি, দুঃখ আর সহেনা।
মানসে তাপসে আমি, করেছি জীবন স্বামী
সে জন বিহনে প্রাণ, রহে না রহে না।
প্রবেশিয়া চিতানলে, নিবাইব শোকানলে,
অথবা জীবনে পশি, জুড়াব যাতনা!

প্রমথনাথ মিত্র।

হায় বিদরে হৃদয় তোমারে হেরে সজনি।
চকিতে পোহাল মরি তোমার সুখের রজনী।।
ভাগ্য দোষে সুধা আজি হল গরলের খনি ;
সুবর্ণ মেঘে অশনি।
মুক্ত কণ্ঠহার আজি হল কাল ভুজঙ্গিণী,
আশা জীবন নাশিনী।।

প্রমথ নাথ মিত্র।

কেন কেন প্রাণ সই! মলিন এমন
তব মুখ কমল ?
নলিনী নয়নে জল, ঝরিতেছে অবিরল,
কেন আননে! কেন মলিন লো সই!
মুখ কমল ?
কেন লো বিজনে বসি, আবরি বদন শশী,
কেন সজনী! কেন তমসে মগন!
মুখ কমল ?

প্রমথনাথ মিত্র।

কি মধুর কথা ওলো শুনি শ্রবণে!
জুড়াল পরাণ এবে হরি গুণ গানে।।
হরি হরি হরি বলে, নাচি হরি পদতলে,
দিবা নিশি সুখে ভাসি, থাকব রাঙ্গা চরণে।।
বেঙ্গল থিয়েটার।

রতন আসনে রতন ভূষণে যুগল রতন রাজে।
আহা কি মধুর চরণে নূপুর রুণু রুণু রুণু বাজে।
সবে আঁখি ভরি হেরিয়ে মাধুরি,
প্রাণ ভরিয়ে বল হরি হরি,
সুমধুর স্বরে হরি গুণ গাহে,
নাচিল মধুর সাজে।।

বেহাগ থিয়েটার।

সুখের লাগিরে এঘর বান্ধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সায়রে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।।
সখি হে কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
রবির কিরণ দেখি।।
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু
পড়িনু অগাধ জলে।
লক্ষ্মীমি চাহিতে দারিদ্র্য বাড়িল
মাণিক হারানু হেলে।
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি
মরণ অধিক শেল।।

জ্ঞানদাস।

## আশা গৌরী—আড়া।

বাঁশী বাজাওনা আর।
ও ধ্বনি অধৈর্য্য করে তিষ্ঠা হয় ভার॥
যদি থাকি গৃহ কাজে, বাঁশী আনে বনে,
ব্যথিত করিয়ে প্রাণে;
মানে না বারণ, করে জ্বালাতন,
কাল নাম হয় সদা শ্রীরাধার।
একে কুলের কলনা, জানেনা ছলনা,
কেন কর হে লাঞ্ছনা;
সরমেতে মরে, গুরুজন পাশে,
এ কেমন শ্যাম তব ব্যবহার।

রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁন্।

## তিরেত;—ধানশী।

দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল ক্ষীণ॥
শশীমুখী ছাড়ল শৈশব দেহা।
খত দেই তেজল ত্রিবলি তিন রেহা॥
নাভী নিচু কিছু কিছু লোমের আলি।
অবগাহি যোনি মদন বাঢ়ায়লি॥
শৈশব সকলি চমকি দিল পীঠ।
অবে নব যৌবন বঙ্কিম দিঠ।

উ পঙ্কজ লাজ হাস ভেল দিট ।।
দিনে দিনে অনঙ্গ অগোরল অঙ্গ ।
দলপতি পরাভব সৈলক ভঙ্গ ।।

বিদ্যাপতি।

## পরজ মিশ্র—কাওয়ালী।

দ্যাখ দ্যাখ কানাইয়া আঁখিঠারে ঐ।
ইঙ্গিতে অঙ্গুলি, চম্পককলি, খেলিছে লো;
আমি চলিতে নারি ধর আমারে সই ।।
রাধা রাধা বলে মুরলী, উঠে তান তরঙ্গিণী;
উথলি ধীর মধুর বোল, প্রাণ উতরোল,
মোরা কামিনী কামিনী, সাধে কি কাননে [illegible];
আকুলা মুরলী, রাধা রাধা বলি,
ধর লো ধর লো, পড়ি লো ঢলি,
মুরলী ডাকিছে বারে বার কই রসময়ী ।।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

## গারা খাম্বাজ—একতালা।

প্রাণে বধ প্রেমের তুফান শ্যামের বামে রাই কিশোরী।
চাঁদের ফাঁদে চাঁদে বাধে, চাঁদে চাঁদে [illegible]
আমরা যুগল ভালবাসি।
চখে চখে দেখাদেখি, ঢলে পড়ে প্রেমের ভরে
ঝলকে রূপের রাশি, প্রাণের প্রাণের ফাঁসি [illegible]

হরি হরি যুগল মাধুরি, হেরে যায় মুরলী কিশোরী,
সখি কি দেখে দেখি আপন পাসরি।
আমরা যুগল ভাল বাসরি।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

## ইমন বেহাগ—একতালা।

মরে হায় প্রেমিক যে জন, সে কেন চায় ভালবাসা।
প্রাণ দিলে বদল পেলে, ফুরিয়ে গেল প্রেম পিপাসা।
প্রেমে কি চায় ভালবাসি, পরাবনা পরের ফাঁসি,
চাহিনা প্রেম কেনা বেচা, ভালবেসে পুরায় আশা।।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

## সিন্ধুড়া খাম্বাজ—একতালা।

প্রাণে যার মরমো ব্যথা, সে কেন কয় প্রেমের কথা,
প্রেমে দিন যাবে কেঁদে, প্রেমিক যে জন সেত জানে।
প্রাণ দিতে যে জানে পরে, বিচ্ছেদে ভয় সে কি করে,
বিচ্ছেদে অবিচ্ছেদে হৃদয় চাঁদে বেঁধে রাখে।।
যে আপনা হারে, চায় সে কারে,
প্রেমের ফাঁসি খুলতে নারে,
প্রাণ মজে প্রাণ দিয়ে পুজে,
বাধা কি তার থাকে প্রাণে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

ধরি নানা লতাছলে, জড়ায়ে পাদপ গলে,
আবেশে হেসে ঢলে, কুসুম বিকাশ করে।
তুমি সখি ফুলবালা, আমি সখি মেঘমালা,
আয় আমি গাঁথি মালা, রাখি তোরে গলাপরে ॥

কালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী।

## ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

জেনেছি গো চন্দ্রাননে জেনেছি তোমারে।
যে ভাল বাস আমারে, যানা গেছে ব্যবহারে,
মুখেতে বল ভাল বাসি, অন্তরে গরল রাশি,
ভাল বাসি বলে আমি, বুঝিতে না পেরে ॥

ননিলাল দাস।

## ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

গোপনে পিরীতি করে এখন সই প্রাণ যায়।
কেমনে প্রাণে বাঁচি বল সই তাহার উপায় ॥
পিরীতি করে এই লাভ হ'ল, কাঁদিতে জনম গেল,
সোনার অঙ্গ কালি হলো,
তথাপি প্রাণ তারে চায় ॥

ননিলাল দাস।

ওগো সেই প্রেমকর অন্বেষণ।
সুখ, মোক্ষ, লাভ হবে সুযশের হবে ভাজন ॥

তব প্রাণ দিবে বলে, ভুলায়ে মন যে নিলে,
কি জানি ছলে কৌশলে,
মন জানে আর ধর্ম্ম জানে ॥

## সিন্ধু,—আড়াঠেকা ।

প্রেম করে যে যাতনা, কতই বা সব বলনা ।
তখনি ত বলে ছিলাম, তুমি প্রেম পারিবেনা ॥
প্রথম মিলন বার, সুখের নাহি পারাবার,
শোধিতে প্রেমেরি ধার, এবার প্রাণে বাঁচিনা ॥

## ভৈরবী—কাওয়ালী ।

শুন রতিপতি, কহিহে তোমায় এই মিনতি ।
এ রীতি কি রীতি, তব হইয়ে ভূপতি ॥
অনঙ্গ হইয়ে ক্ষত, রঙ্গ কর মনোমত,
বধিতে যুবতী,—
হর কোপানলে জ্বলে গেলনা কুমতি ।
তব শরে নিরন্তর, জ্বর জ্বর কলেবর,
অবলা প্রকৃতি,—
সে শর সন্ধান কেন অবলার প্রতি ।

## কালাংড়া—কাওয়ালী ।

মেঘ দরশনে হায় চাতকিনী ধায়রে ।
সঙ্গে যাবি কে কে [illegible]

তাহে কুমতীর রীতি, কলঙ্ক হয়েছি খ্যাতি,
শিখিয়ে কিং করিবাতি, কাতি করে কাহারে।
বিধু রায়।

## ঝিঁঝিট—খেমটা।

দেখ লো সখি নয়ন মেলি বন শোভা নবরঙ্গে।
পুঞ্জে পুঞ্জে গুঞ্জে অলি মধু আশে মত্তমনে॥
কুসুমে কুসুম তুলি ডালা, মনোমোহন গাঁথিয়ে মালা,
কণ্ঠহার দিব আজি, মনে ছিল শ্যামের গলে॥
(পারিজাতহরণ)

## ভৈরবী—মধ্যমান ঠেকা।

পিরীতি সুখের রে প্রাণ কেমন হয়।
প্রেমরসে অরসেতে, অপরূপ দেখায়॥
দেখ তার নিদর্শন, পতঙ্গেতে মন অর্পণ,
হয় প্রাণের কারণ, এ কথা অন্যথা নয়॥
আর দেখ বিচারিয়ে, কে সুখী প্রেম করিয়ে,
চিত আশ না ছাড়িয়ে, তাপে বিদীর্ণ হৃদয়॥
যদি হয় দরশন, ঘরে পরেরি গঞ্জন,
নিরত করে লাঞ্ছন, দুকূল জানে নিশ্চয়॥

## ভৈরবী—মধ্যমান ঠেকা।

পিরীতি কলঙ্ক রে প্রাণ, যত কে কয়।
যে না জানে প্রেমরস তারি অপযশ হয়॥

অনাদরে অপমান, কুবাক্য কিবা মান,
না করিব না কহিব, সুজনে প্রাণ।।
রাখিব সে হারে মন, করিছি দোহে প্রাণপণ,
উভয়ে পড়েছি বাঁধা, উভয়েরি মনে প্রাণ।

### বেহাগ—তেওট।

সুচাও বিবাদ প্রাণ কর মানের অপমান।
কেন গো মানিনী ধনী, প্রাণেরে এত অভিমান।।
ত্যজ ধনী ধর পদ, রতন ভূষণাম্বর,
অনুগতের এই মিনতি, রাখ যদি গুণবতি,
অপরাধী অধীনের থাকে তবে মান।।

### ভৈরবী—আড়াতেতালা।

এ ভাবে অভিমান করি, পূর্বে কেন ও বোধিল।।
নলিনী করিবে মান, নিপট লম্পট শঠ,
এ পথে নাহি দেখিলে।।
চাতকিনীর জলদ, হে অন্য কুসুম মধুপ,
নিশিতে কুমুদিনীরে, শশী বেশে বিরাজিল।
আর কি পারে এমন, সমান রাখিতে মন,
তুমি কেন কামরূপী কে জানে কোথায় ছিলে।

সিন্ধু রায়।

### ভৈরব—আড়াতেতালা।

তোমা বিনা আমার প্রাণে,
নাহি জানি অন্য জনে।

যাবত পিরীতি তার কলঙ্ক নাহিক হয়।
পিরীতি বিচ্ছেদ তরে, ভাবয় জগতময়॥
কারণ প্রেমোদ্দীপন, প্রকাশ নহে কখন,
উভয়ে করি যতন, ভাবেতে গোপিত রয়॥
তাহে বিরহ ঘটিলে, শোকে সিন্ধু উথলিলে,
নয়ন সলিলে, প্রকাশ করে নিশ্চয়॥

## সোহরাই বাহার—জলদ তেতালা।

সুধামুখী মুখ বিরস করো না।
বিরহ বিচ্ছেদে, না পারি ভুলিতে, তুমি তা বুঝ না॥
অমিয় আনন্দ জল, প্রাণ রাখিতে কেবল,
কৃপা কর দান, বাঁচাও জীবন, অধীনে বধো না॥

## পাহাড়ি ঝিঁঝিট—ঢিমে তেতালা।

ঐ বাঁধ সই ডাকনা উহারে মোর প্রাণ যায়।
মানেতে কয়েছি কত ফিরে নাহি চায়॥
কেন না করিলাম মান, এখন সে যায় প্রাণ,
ভুবন যতন বিনা থাকে লো কোথায়॥

## ঝিঁঝিট—আড়া তেতালা।

সাহস করিছ কেন, ও বিধুবদনী ধনি ।
পঞ্চবাণ হুতাশনে।

## সোহিনী—কাওয়ালী।

কে আছে গোকুলে। (গো আমার)
সকলি থাকিতে রাধা কলঙ্কিনী বলে ।।
যিনি অখিলের পতি, তাঁরে বলে উপপতি,
পাপলোকে পাপমতি এ ব্রজ মণ্ডলে ।।

## যোগীয়া—তেতালা।

পঙ্কজ মুখ ম্লান হেরি।
বিমল শোভা দেহে নাহি আর
কিবা দুঃখাবেশে হৃদে প্রবেশ,
মানস কমল সদা সঙ্কুল,
কি হেতু বিমন স্বভাব তোমারি।

## বেহাগ—আড়াঠেকা।

প্রিয়ে সরলা আমার।
যেতনা ছাড়িয়ে প্রিয়ে হইবে বিলম্ব ।।
প্রেমবারি পান আশে, চাতক যে ঊর্দ্ধবাসে,
নতুন আকাশে, ভ্রমিতেছে হায়।
মনের আশায় [illegible]

অবর সরবাসিনী, কেন বা হল অলিনি,
প্রফুল্লিত কমলিনী না হতে সময় ।

## ইমন কল্যাণ—সুর ফাঁক্তা ।

কেনলো প্রেয়সী-তুমি করিছ রোদন ।
বুঝি কেহ বলেছে তোমায় আজি কুবচন ॥
যে কাঁদালে আজি তোরে,
দয়া নাই কি তার শরীরে,
কাঁদালে কাঁদিতে হবে জানে না এখন ॥

নন্দলাল দাস ।

## ভৈরবী—ঠা কাওয়ালী ।

ভাল বাসি বলে প্রিয়ে কাঁদালে আমায় ।
কাঁদালে কাঁদিতে হবে এ কথা বলে যে সবায় ॥
তোমাতে আমারি আশ, তুমি হোলে পরবশ,
তবে কেন হে নৈরাশ, করিলে আমায় ॥

নন্দলাল দাস ।

## সোহিনী বাহার—তিমা তেতালা ।

সখি কে জানেরে এত বসন্ত বিরহে হায় ।
অবলার দুঃখ দেখে কার নাহি [illegible]

## খাম্বাজ—মধ্যমান।

আজি কি আনন্দময় হেরি নয়নে।
শোভিছে বাসর গৃহ রতন ভূষণে॥
সুরূপা লাবণ্যবতী, এসেছে কত যুবতী,
কত মনোরম প্রীতি, বিতরিছে প্রতিক্ষণে।
কিবা শুভ দিন আজি, কনক ভূষণে সাজি,
সেজেছে প্রকৃতি সতী, যেন বাসর ভবনে।
আজি প্রেমানন্দে মিলি,
গাই সবে হুলুহুলি,
কেহ দেহ করতালি, নৃত্য কর কোন জনে॥

রাখালদাস চক্রবর্ত্তী।

## ভৈরবী—আড়া।

যে ভালবাসি প্রেয়সী তা কি জাননা অন্তরে।
বলে জানাইব কত বলিতে যে বর্ণ হারে॥
তুমি প্রাণ আমি দেহ, তোমায় ভাবি অহরহ,
না থাকিলে তব সহ, মন প্রাণ উদাস করে।
পলকে হই জ্ঞান হারা, তুমি মোর নয়ন তারা,
এস প্রিয়ে এস ত্বরা, শীতল কর শীতল করে॥

## বেহাগ—একতালা।

আহা! মরি যাই।

রঞ্জিত রোদনে বদন কমল,
নয়ন কমল নীরে ঢল ঢল,
নিতম্ব চুম্বিত, বেণী আন্দোলিত,
বিমোহিত চিত হেরি মাধুরী।
জনহীন হেন গহন কাননে,
এ রূপ ভীষণে পড়িল কেমনে,
কি ভাবে ভাবিনী ত্যজিয়া ভবনে,
আসিয়াছে এই স্থানে,
দারুণ কঠিন, এর পরিজন,
তাই একাকিনী রমণীরতন,
কেবা এ কামিনী কেন অনাথিনী,
পাগলিনী বুঝি প্রিয় পরিহরি ॥

## হাম্বির—তেওট।

হলো রজনী অবসান প্রাণকান্ত এল না।
সহেনা যাতনা আর বিরহ যাতনা ॥
কি জানি এ অধিনীরে, মনেতে নাহিক ধরে,
বুঝি সখা ছলা করে, করিল মোরে বঞ্চনা ॥

## ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কি কারণ নাথ এ বেশ তোমার।
বুঝি ভাবে যাবে যাবে ...

## ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

প্রাণ তুমি কার হবে আমি যদি মুদি আঁখি।
অন্য জনার মন পেয়ে আমারে দিওনা ফাঁকি॥
শুন প্রাণ তোমারে কই, আমি বুঝি কেউ নই,
যদি দেশান্তরে রই, মনকমলে তোমায় দেখি॥

## বেহাগ—আড়াঠেকা।

প্রেম কি অমূল্য ধন।
প্রেম গুণে বাঁধা এই অখিল ভুবন॥
হৃদয়ে পশিল ধনী, পূর্ণ তাহে প্রেমমণি,
পয়োধর মাঝে যথা, ননী হয় দরশন।
বিষম বিচ্ছেদ বাড়ে, প্রেম তবু নাহি নড়ে,
পতঙ্গ প্রদীপে পড়ে, প্রেমের কারণ।
যদি সদি জলনিধি, নিরমিল প্রেমনিধি,
নিজে যে বসিয়ে বিধি, করিল সৃজন॥

## ভৈরবী—কাওয়ালী।

সে আমার কেমন আছে। (বল)
দিবানিশি যার লাগি প্রাণ কাঁদিছে॥
কত কি বলেছিল, সে সব কথা কোথায় গেল,
মোর লুকাইল তারে মনে জাগিছে॥

## খট্ ভৈরবী—ঢিমাতেতালা ।

যতনে না রহে প্রেমধন ।
যতনে যাতনা বাড়ে সুখ সংঘটন ॥
প্রথম মিলন কালে, আকাশের চাঁদ হাতে দিলে,
সে সব কথা মনে হলে, নিশির স্বপন ॥

## বারোঁয়া—ঠুংরী ।

তারে দিওনারে মন ।
তারে মন দিলে পরে হবে জ্বালাতন ।
আমি তারে ভাল জানি, সে শঠের শিরোমণি,
শঠের পিরীতি যেমন জলের লিখন ॥

## সিন্ধু খাম্বাজ—কাওয়ালী ।

ওলো সখি আমার কি হবে বল ।
হেরিলে তাহারে কেন মানস চঞ্চল ॥
যে দিকে ফিরাই আঁখি, সব শূন্যময় দেখি,
ডুবিয়া অকূলে ভাসি, যায় কুলশীল ॥

## রামকেলী—কাওয়ালী ।

অয়ি কমলে কি দুঃখে কাতরা ।
যেন সুধাকরে সদা বিধুমুখে কলঙ্ক,
বয় বার বারে অশ্রু ধারা ॥

সুখ দুঃখ চিরদিন, কার থাকেনা কখন,
রোদন করা অকারণ, হইয়ে অধীরা।
যিনি উদ্ধারিলেন ধরণী, তোমায় উদ্ধারিবেন তিনি,
হয়ে বিষ্ণু সোহাগিনী, কেন গো অধীরা॥

## বেহাগ—মধ্যমান।

মিলেছে সজনী আমার বাসনার মতধন।
মিলেছে মিলায়ে বিধি, যারে ছিল আকিঞ্চন॥
সতত বাসনা সখি, নয়ন নিকটে রাখি,
পলকে প্রলয় দেখি, না হেরে বিধুবদন॥

## বেহাগ—মধ্যমান।

কে আর করিবে মম দুঃখ নিবারণ।
যাহারে সঁপিলাম প্রাণ সে নহে আপন॥
যদি থাকি সদনে, কত দুখ হয় মনে,
ঘুম হ'তে জাগি যদি, না পাই দরশন॥

## বাহার—খেমটা।

কবে হবে দিন এমন।
ভুজঙ্গে মিলাইবে মণিতে কাঞ্চন॥
শশীর কোলেতে বসি, কুমুদিনী মৃদুহাসি,
প্রণয় সলিলে ভাসি, জুড়াবে নয়ন
গো কবে জুড়াবে নয়ন।

নন্দিনীর সঙ্গে ঋষির হবে গো মিলন।
হবে বিধি সদয় হবে, যোগ্যে যোগ্য মিলাইবে,
হেরে আঁখি জুড়াইবে, দম্পতি মিলন।
দম্পতি মিলন গো প্রেম দরশন।
জায়া পৃথ্বি রাজের হরগৌরীর মিলন।

## বেহাগ—আড়াঠেকা।

সখি ধন্য সে জন।
স্বজাতী গৌরব যেই করে উদ্দীপন।
স্বদেশের অপমান, দূচাতে যে সঁপে প্রাণ,
মানবে সেই প্রধান পুরুষ রতন।
স্বাধীনতা মহাধন, হারাইলে যে রতন,
শোকে সুখ সাধ যেই করে বিসর্জ্জন।
ধন্য সে নারীর সার, প্রাণাবধি পণ যার,
করিতে পুনরুদ্ধার, সে হারা রতন॥

## বসন্তবাহার—মধ্যমান।

বসন্ত পশিছে ভবে প্রেম সুখ বরিষণ।
মধুময় শোভাময়, হংস ভুজঙ্গে গমন।
কোমল পত্র কাননে, উৎফুল্ল ফুল মুকুলে,
সুশোভিত বিভূষিত, হ'লো বন উপবন।
মুঞ্জরিত শাখাপত্রে, কিবা নৃত্যগীত করে,
সুচিত্র বিহঙ্গগণ, প্রফুল্ল করি ভুবন।

উদ্যান কাননান্তরে, সরসী নদী সাগরে,
কিবা রঙ্গে খেলা করে, সুখময় সমীরণ ॥

### সিন্ধু—একতালা।

গুণমণির রূপ গুণ আমি ভুলিব কেমনে।
জাগ্রতে স্বপনে যার রূপ গুণ,
দিবস রজনী এ অন্তরে ॥
জুড়াতে অন্তর, হেরি নিরন্তর,
যার মুখ শশধর,——
সে রূপ পাসরি, কিসে ধৈর্য্য ধরি,
মনদুঃখ কব কারে,——
গুণমণি গুণে, চিত্তে নানা গুণে,
চিত্র আছে চিরদিন,——
হারায়েছি সে ধনে, মম ভাগ্য গুণে,
গুণময় গুণনিধিরে ॥

### ভৈরবী—কাওয়ালী।

কোথায় সে ভালবাসা রহিল এখন।
তিলেক না হেরে ব্যাকুল হ'ত জীবন ॥
অভিমানি হেরে যারে, তুষিতে প্রণয়াদরে,
প্রাণ সম যত্ন করে, হৃদয়েতে দিতে স্থান।
এখন সে হয় অধরা, রোদন করে পড়ে ধরা,
নীরধারা নিরাধারা, অধরা হলো নয়ন ॥

## খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কিসে সখী সেই রসময়,
অবলা সরলা বালা জ্বালা কত সয় ॥
মনেতে বাসনা করি, প্রেম আশা পরিহরি,
ভুলিতে নাহিক পারি, সমভাবে রয়।
মুদিয়া যুগল আঁখি, যদি শান্ত ভাবে থাকি,
তখনি হৃদয়ে যেন, হয়েছে উদয় ॥

## জয়জয়ন্তী—একতালা।

সহিতে না পারি নাথ তোমার বিরহ জ্বালা।
না জেনে পরেছি গলে নিদয় প্রেমের মালা ॥
এধর কুসুম বাণ, শেল সম অনুমান,
সঘনে দহিছে প্রাণ কেমনে বাঁচিবে বালা।
তুমি নাথ প্রাণধন, তোমা বিনে অকারণ,
বৃথা ধরি এ জীবন, হৃদয়ে হই চঞ্চলা ॥

## খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কিসে জুড়াইব জীবন। ( বল গো প্রাণসখী )
দিবস রজনী তার বিরহে হই দাহন ॥
দাবানল সম মনে, জ্বলিতেছে প্রতিক্ষণে,
নিবারিতে সেই জনে,
( পারে ) অথবা সখী শমন।
মণি বিনে ভুজঙ্গিনী, হয় সদা বিষাদিনী,
বিনে সেই গুণমণি, আমি তো সদা তেমন ॥

## পূরবী—আড়া।

আহা মরি কিবা শোভা দিবা অবসান।
নলিনীর প্রাণপতি অস্তাচলে যান।
নিজ নিজ রব করি বিহঙ্গ নিকরে,
সন্ধ্যাদেবের সুধাময় গুণগান করে,
উড়ুগণ দল সহিত শশধর সমুদিত,
নিরখিয়া কুমুদিনী প্রফুল্ল বয়ান।
উথলিল সংযোগীর সুখ পারাবার,
মিলন সুখের নীরে খেলিছে সাঁতার,
চক্রবাক দম্পতির, দুনয়নে বহে নীর,
ভাবি বিচ্ছেদেরে ভাবি শমন সমান॥

রামনারায়ণ তর্করত্ন।

## জয়জয়ন্তি—আড়াঠেকা।

কেন হে হৃদয় ধন ধূলাতে শয়ন করে।
বল দেখি বিধুমুখী কি দুঃখে মান সাগরে॥
কেবা কি বলেছে বল, কেন আঁখি ছল ছল,
কেরে হৃদে বিন্ধে শেল, অন্তর মম বিদরে।
কেন প্রিয়ে অকারণ, মলিনা নলিনানন,
অদেয়েতে নাহি ধন, কি সাধে বিষাদ করে॥

## লুম ঝিঁঝিট—একতালা।

অবলা জীবনে বিরহ দাহনে,
বাঁচিব কেমনে।

ফুল শর হানি, বধিছে কামিনী,
মদন হয়ে কঠিন, সরলা নিধনে ॥
কুহু কুহু কুহরি কোকিলের তানে,—
সে তাপে তাপিত প্রাণ, শেল সম হানে ॥

## বেহাগ খাম্বাজ—আড়া ।

মন কাঁদে যাহার কারণ, বিনা দরশন ।
সতত অন্তর তারে সে নাগর নহে তেমন ॥
বিনা দিনমণি, নলিনী যেমনি, তোষে না রমন ।
চাতকী জীবন, বিহনে জীবন, রহে কি কখন ॥

## ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী ।

হলো বিফল জীবন যৌবন আমার ।
হলে কামিনী যামিনী করে বিহার ॥
কাম শরে জ্বলে সদা মম অন্তর ।
প্রেমেতে আকুলা বিধি করিল,
ফুটিল কমল অলি ত্যজিল,
যৌবন সময় বৃথা গেল,
চিত ব্যাকুল সদা ভেবে তনু জ্বর জ্বর ॥

## পিলু বেহাগ—কাওয়ালী ।

মন সাধ নাহি পুরিল । ( মনে রহিল )
যার লাগি ঝরে আঁখি সেই ত্যজিল ॥

যারে সাধি প্রাণপণে, সুশোভন ভাবে মনে,
যাতনা হল যতনে, প্রাণ দহিল।
এ অন্তরে নিরন্তর, যাতনা দেয় বিস্তর,
কভু না হয় কাতর, মরণে পীড়িল॥

### ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

প্রণয় যাতনা প্রাণে আর, সহেনা আমার।
প্রণয়ী প্রণয় পাশে, প্রাণ বাঁধা প্রেমপাশে,
সে যদি না ভালবাসে, কি আশে জীবন রয়।
না পুরিতে প্রেম সাধ সাধের প্রেমে বিষাদ
ঘটালে এ প্রমাদ, জীবন রবে না আর॥

### জঙ্গলা—কাওয়ালী।

ভালবাসার আশাই ভাল ভাল বেসো না।
ভালবাসা জন্মিলে কিছু রবে না॥
অলি ভালবাসে ফুল, যতদিন পরিমল,
শুকাইতে তাহে ফিরে চাহেনা।

### বেহাগ—একতালা।

হায় কি ঘটিল।
জগত পূজিতা ভারত জননী,
বুঝি কাননেতে জীবন ত্যজিল॥
বীরের জননী বীর প্রসবিনী,
সে ভারত আজ হবে অনাথিনী,

ভুজঙ্গ কবলায় যেন পাগলিনী,
নিদয় ফিরে না চাহিল ॥
ওরে মূঢ়গণ কি সুখে এখন,
বিষাদ সাগরে হতেছ মগন,
জ্ঞানের লোচন কর উন্মীলন, সুখের দিন ফুরাল ॥

## মল্লার—কাওয়ালী ।

অঙ্গীকার করে প্রাণ কেন কর বিড়ম্বন ।
প্রার্থনা করেছি যাহা অদেয় নহে কখন ॥
অঙ্গে আছে যাহা তব, হর্ষে হবে না বান্ধব,
অধিক আর কি কহিব, অন্যে নাহি প্রয়োজন ॥

## সোহার—কাওয়ালী ।

কেনলো প্রেয়সী তুমি হতেছ কাতর ।
হৃদয়ের মণি তুমি ভাবি নিরন্তর ॥
অধীরা হইয়া থাক, আমার বচন রাখ,
হৃদয়ে শয়ন কর, জুড়াক অন্তর ।
তুমি প্রিয়ে একবার, যেন হায় অদরের,
অথবা হৃদয়াকাশের পূর্ণ শশধর ॥

## ঝিঁঝিট—কাওয়ালী ।

এমন বিরস ভাবে কেন ভাব বিনোদিনী ।
রাখিবেন সুখসাধে নিশ্চয় হর মোহিনী ॥

তুমি কি জাননা সতী, ভকতবৎসলা সতী,
রাখ তাঁর পদে মতি, তারিবেন নিস্তারিণী।
তার পদ ভাব মনে, জয়লাভ হবে রণে,
পাবে সতী পতি ধনে, জাইবে সুখ রজনী।

## আশা—ঠুংরী।

পোহাবে না শশীমুখী এ সুখ নিশি।
নীল গগনে নিবারিবে তামসী॥
অরুণ নিভিবে হাসি,
তব প্রমোদে নব প্রেমময় বিহরিবে উল্লাসে ভাসি।
চাঁদবদনে মৃদু মধুর হাসি, নাশিবে অন্তর দুখ,
তব নয়ন নব নিরমল, সুকোমল কুঞ্চিত রাশি॥

## সুরট মোল্লার—আড়াঠেকা।

অবোধ আমার মন আর প্রবোধ মানে না।
কথায় কি নিবারে নাথ পতি বিচ্ছেদ যাতনা॥
উজ্জ্বল বাড়বানলে, শীতল না হয় জলে,
দহিলে মন দাবানলে, জল সিঞ্চনে নেবে না॥
দুঃখ জলধি অকূল, মন করিবে প্রবল,
বালি বাঁধে সিন্ধুজল, কখনো বাঁধা থাকেনা॥

## সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কে হারাবে কিনা, ভাবনা সে জানে।
আমিতো সুখ সাগরে ভাসি তার সরমে॥

কথাতে কর্ণ জুড়ায় হেরে আঁখি মুগ্ধ হয়,
পরশে রোমাঞ্চ হয়, কত সাধ হয় মনে ॥

## শঙ্করাভরণ—খেমটা ।

এখন কি হে নাগর তোমার আমার প্রতি সে মন আছে
নূতন পেয়ে পুরাতনে তোমার সে ভাব গিয়াছে ॥
পূর্ব্বকার ভাব থাকতো যদি, তোমায় পেতাম নিরবধি,
এখন ওহে গুণনিধি, বিধি আমায় বাম হয়েছে ॥
যা হবার আমার হবে, তুমি ত হে সুখে রবে,
মন দেখি জানি তবে, কোন নূতনে মন মজেছে ॥

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ।

## মোল্লার—আড়া ।

প্রণয় পরম ধন সুজন বিনা কে জানে ।
যে মজেছে সে মজেছে রেখেছে প্রেম সমানে ॥
নদীতে থাকিতে জল, যতেক চাতক দল,
পিপাসায় করে শীতল জলদের জল পানে ॥

## সিন্ধু খাম্বাজ—কাওয়ালি খেমটা ।

রাই সুধাকর তু শ্যাম চকোর ।
তু শ্যাম চকোর তু শ্যাম চকোর ॥

পান কর মধু প্রাণ ভরিয়ে,
সুধা দানে মোরা নহি কাতর।
প্রেম ভিখারিণী মোরা সবে,
প্রেম আশাতে করি নিশি ভোর॥

অমৃতকৃষ্ণ মিত্র।

## বেহাগ—একতালা।

সুখে আছ ত এখন।
সতত আমার লাগি ছিলে জ্বালাতন॥
দুরন্ত বসন্তকালে, বল প্রিয়ে কেমন ছিলে,
কোকিল ডাকিলে ডালে, কি হ'ত তখন।
এস এস কাছে বস, বসিতে নাহিক দোষ,
তুমি যারে ভালবাস, সে থাকে কেমন॥
বল প্রিয়ে তারি কথা, কেমন তার রসিকতা,
শঠতা কি সুজনতা, ব্যাভার কেমন॥

## ইমনকল্যাণ—আড়াঠেকা।

হৃদয় মাঝারে প্রিয়ে এস রে লুকায়ে রাখি।
আর কেহ নাহি দেখে আমি সে মানসে দেখি॥
প্রাণ যে কেমন করে, তিলেক না হেরে তারে,
অভিলাষে রাখি তারে, প্রহরী দিয়ে রে আঁখি॥

## বেহাগ—আড়াঠেকা।

দুঃখ দিলে বলে কি প্রেম ত্যজিব।
দুঃখ সুখ জ্ঞান করি যতনে তাহে তুষিব॥

না থাকে তাহার মন, কহিবে না আলাপন,
তবু সে বিধুবদন, দূরে থেকে দেখিব।

নিধু বাবু।

## বেহাগ—আড়াঠেকা।

ভালবাসিবে বলে ভাল বাসি না।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানি না॥
বিধুমুখে মধুর হাঁসি, দেখিতে হে ভালবাসি,
তাই তোমারে দেখতে আসি, দেখা দিতে আসি না।

নিধু বাবু।

## ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

কে চিনিবে রে প্রেমধনে।
প্রকৃতি পুরুষ ভাবে বিহরে ভুবনে॥
কিবা রূপ অপরূপ, বুঝিনা আপনি রূপ,
ধরিল যুগল রূপ, লীলার কারণে।
কি কব তাহার শোভা, মুনি জন মনলোভা,
অনুরূপ কোথা পাবে ভেবে দেখ মনে।
নিশিথিনী সুধাকর, সৌদামিনী জলধর,
কিছু তুল্য হতে পারে থাকিয়ে গগনে।
সে ভাব যাহার যার, অজ্ঞান কি তার আর,
সেই নিধি থাকে যার হৃদয় ভবনে॥

দ্বারকানাথ রায়।

## সিন্ধু—খেমটা।

চাইব না লো কুসুম পানে চাইব নাকো আর।
চাইলে পরে শুকিয়ে যাবে ফুটবে না সে আর॥
এ ফুল যখন ফুটবে ধনি, শোভা হবে কমলিনী,
ও তার মন-মজান হৃদয় খানি সুখের পাথার।

## খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেন হেরে ছিলাম তারে।
বিষম প্রেমের জ্বালা বুঝি ঘটিল আমারে
নাছোড় অবোধ মন, না জানে প্রেম কেমন,
সাধে হয়ে পরাধীন, নিশি দিবা ভাবে পরে।
কত করি ভুলিবারে, মন তাত নাহি পারে,
যবে যে ভাবনা করি, সে জাগে অন্তরে॥
অন্তরে মদন বাধা, নারি প্রকাশিতে কোথা;
ভেকের স্বপন যথা, মরমে মরি গুমরে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

## ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কে হানিল মম হৃদে দারুণ বিচ্ছেদ ছুরি।
ওষ্ঠাগত হতেছে প্রাণ আর বাঁচিবে বলি নারি॥
পলকে প্রলয় জ্ঞান, কে হরিল মম মন,
যেমন করে দশানন, রঘুনাথের সীতা চুরি।

তারাচাঁদ বাবু।

## ভৈরবী—কাওয়ালী।

কেমন করে বল যাই সজনী ধনী।
একাকিনী অনাথিনী হইয়াছি পাগলিনী।
ধৈর্য্য ধর সখি ভেবনা অন্তরে,
আসিবে প্রাণনাথ, তুষিবে তোমারে,
ঘুচিবে বিরহ জ্বালা, পোহাবে দুঃখ রজনী॥

## সুরট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কেন যোগী বেশে ভ্রম এ বিজন কাননে।
না জানি কোন অভাগিনী, কাঁদে তোমা বিহনে॥
কেন ধরিয়াছ ধনু, ভ্রূভঙ্গে ফুলধনু,
কটাক্ষ কুসুম শরে কেবা ছিন্ন ভুবনে,
অধরে সুধার রাশি, রেখেছ কি গোপনে॥
অমর নগরবাসী, তব প্রেম অভিলাষী,
চল হে হৃদয়ে ধরে, লয়ে যাই যতনে,—
নন্দন কানন মাঝে, সুরগণ সদনে॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

## পলাশীর যুদ্ধের গীত।

কেন দুঃখ দিতে বিধি প্রেম নিধি গড়িল;
বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল?

ডুবিলে অতল জলে, তবে প্রেম রত্ন মিলে,
কার ভাগ্যে সুধা ফলে, কারো কলঙ্ক কেবল ॥
বিদ্যুৎপ্রতিম প্রেম, দূর হতে মনোরম,
মরণের অনুপম, পরশনে মৃত্যু ফল।
জীবন কাননে হায়, প্রেম মৃগ-তৃষ্ণিকায়,
যে জল পাইতে চায়, পাষাণে সে চাহে জল।
আজি যে করিবে প্রেম, মনেতে ভাবিয়ে ক্ষেম,
বিচ্ছেদ অনলে ক্রমে জ্বলি হবে অশ্রুজল ॥

নবীনচন্দ্র সেন।

## খাম্বাজ—মধ্যমান।

কঠিন হইবে তোমারে রাখিতে, কেমনে যাইব একাকী।
তুমি কি তাব আমি কি ভাবিনে,
বলে কি জানাব যে দুঃখ জীবনে,
বিরহ যন্ত্রণা সহিব কেমনে, তাই ভাবি দিবানিশি ॥
যে দেখি বদন মলিন তোমার,
রাহুগ্রস্ত যেন পূর্ণ শশধর,
দুঃখানলে দহে, সতত অন্তর, আঁখি নীরে সদা ভাসি।

ব্রজমোহন রায়।

## ঝিঝিট—মধ্যমান।

প্রেমব্রত আজ আমার, হলো উদযাপন।
কুণ্ডায় নব বনে সখি, আহুতি দিব এ প্রাণ ॥

এ ব্রতের যে পদ্ধতি, সকলি ত জান দূতি,
রাখ আমার এ মিনতি, কর তারি আয়োজন।
ব্রত ফলে পাব কান্ত, বাসনা ছিল একান্ত,
এখন হ'লো দক্ষিণান্ত, কান্ত হ'তেছে পাপ মম॥
বিপু ছয় কাষ্ঠ করিব, মদনে আহুতি দিব,
দক্ষিণান্তে বস্ত্র লব, যেন না ঝুরে নয়ন॥

রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

## বেহাগ—একতালা।

সখি! শ্যাম না এলো।
অলস অঙ্গ শিথিল কবরী,
বুঝি বিভাবরী অমনি পোহাল॥
শর্ব্বরী ভূষণ খদ্যোতিকা তারা,
দেখ সখি ঐ আভাহীন তারা
নীলকান্তমণি হলো জ্যোতিহারা,
তাম্বূলের রাগ অধরে মিশাল।
দেখ সখি ঐ শশাঙ্ক কিরণ,
উষার প্রভায় হলো সঙ্কীরণ,
সঘনে বহিছে প্রাতঃসমীরণ,
কুসুম হার শুকাল॥
শিখি সুখে রব করিছে শাখায়,
পুলকিত হেরি ঐ অজ সখায়,

পতিবিচ্ছেদে উন্মাদী নারী প্রায়,
কুমুদিনীর হাস্য বদন শুকাল।
বিহঙ্গম আদি করে উন্মোদন,
মন্দ সমীরণে চিত্ত বিনোদন,
আমার কপালে বিরহ যেমন,
বুঝি বিধাতা ঘটালো।
তাপিত হৃদয়ে রমাপতি কয়,
এ বিরহ যাই তোমা বলে নয়,
হেন দুঃখচয় অশ্রুধারাময়,
শর্ব্বরীর সুখবিলাস ফুরাল।

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

## বেহাগ—একতালা।

সখি! শ্যাম আইল।
নিকুঞ্জ পূরিল মধুপ ঝঙ্কারে,
কোকিলের স্বরে গগন ছাইল॥
স্ফুরণ চিহ্ন নাচিছে বামাঙ্গ,
আনন্দে স্পন্দিত হতেছে অপাঙ্গ,
পুলকিত রবে ডাকিছে বিহঙ্গ,
কুরঙ্গ কুরঙ্গী আনন্দে ধাইল।
মলয় অনিল প্রণয় রঞ্জিত,
বিরহে বিরহে প্রণয় সহিত,

সহসা হইতে অহিত রহিত,
তারে কে শিখাল।
এই হতেছিল চাতকের ধ্বনি,
জলদে জল দে বলিয়া অমনি,
আজি বুঝি তার দুখের রজনী,
ও সজনী পোহাইল ॥
ফলিল তাহার আশা তরুবর,
হেরিয়ে নবীন নীল জলধর,
আশাংশু চকোর সুধাংশু নিকর,
বিধিকৃত কাল নিধুরে পাইল।
প্রণয়ভাজন রমাপতি কয়,
নিশান্তরে রাই প্রভাত নিশ্চয়,
তবেই দুঃখান্তে সুখের উদয়,
বিয়োগ নিশির ভোগ ফুরাল ॥

ভাগাবতী দেবী।

## বেহাগ—আড়াঠেকা।

প্রেম পথে বোলে লোকে শান্তিচার দশা করে,
অতুল মকর মাঝে, পাওয়া যায় কি সরোবরে ॥
দূর থেকে বোধ হয়, যেন সব পদ্মময়,
সংশয় হইবে প্রাণ, নিকটে যাইতে পরে।
টল টল হবে হেলা, নয়নে লহরী খেলা,
অধরে ঈষৎ হাসি, গালে হাত দল,—

অন্ত কি গণিতে হয় ? যা ভেবেছ তাতো নয়,
কপাল খণ্ডন ও যে, নাচিতেছে কপাল ধরে।

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।

## ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

রূপ হেরে আঁখি নাহি ফিরে।
এরূপ স্বরূপ বুঝি নাহি ভুবন মাঝারে॥
ভিন্ন ভিন্ন করে বিধি, সরে রূপ নিরবধি,
গঠেছে রমণী নিধি অতুলন করে।
প্রেয়সীর বদন শোভা, মুনিজন মনোলোভা,
শশী হয় হীন প্রভা সে শোভা হেরে।
নীলোৎপল জিনি আঁখি, প্রফুল্ল সরোজ মুখী
রূপ হেরে বন পাখি, না রহে স্থির পিঞ্জরে।
অধরোষ্ঠ সুবিমল, জিনি পক্ব বিম্বফল
দশন মুকুতা ফল, সম শোভা পায়,—
কর নিতম্বিনী ধনী, গমন মরাল জিনি,
গতি দেখি মাতঙ্গিনী গিয়াছে কান্তারে।
বচনে অমিয় রাশি, ক্ষরিতেছে দিবানিশি
ভাবুক মন উদাসী, করেছে কটাক্ষ শরে॥

রাখাল দাস চক্রবর্ত্তী।

## সুরট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আমি তারে চখের দেখা দেখে আসি।
যারে প্রাণের অধিক ভালবাসি॥
চিতে চিত ধন যাপি দিবানিশি, না হেরে তার মুখশশী

একে অবলা নারী না পারি যাইতে,
সে কি সখি একবার পারে না আসিতে,
বিধুমুখে মধুর হাসি আমি বড় ভালবাসি।

### পূরবী—কাওয়ালী।

সে যে ভালবাসে আমায় ভুলিতে কি পারি তারে।
বোলনা বোলনা সখী ওই কথা আমারে ॥
সে আমার আমি তার, শুন সখী কহি সার,
এতে যা হয় আমার, ভয় নাহি করি কারে।

নবিনচন্দ্র দাস।

### ঝাড়খেমটা।

প্রাণ তোমার ভালবেসে এই হোল আমার।
লাজ ভয় মান সব গেল আমার ॥
হলো প্রেম এ সংসারে, কি দোষ দিব তোমারে,
এবে বিচ্ছেদ সাগরে পড়ি, দিতেছি সাঁতার।

নবিনচন্দ্র দাস।

### আড়ানা—জলদতেতালা।

কেমনে ভুলিব তারে যে রূপ জাগিছে মনে।
মনেরে ভুলাতে পারি না পারি পোড়া নয়নে ॥
সকলে বলে আমারে,
সে ভুলেছে ভুল তারে,
সে দিন ভুলিব তারে, যে দিন লবে শমনে।

এও কি গণিতে হয়? যা ভেবেছ তা তো নয়,
কাল ভুজঙ্গ ও যে, নাচিতেছে ফণা ধরে।

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।

## ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

রূপ হেরে আঁখি নাহি ফিরে।
এরূপ স্বরূপ বুঝি নাহি ভুবন মাঝারে॥
তিল তিল করে বিধি, লয়ে রূপ নিরবধি,
গঠেছে রমণী নিধি অতুলন করে।
প্রিয়ার বদন শোভা, মুনিজন মনোলোভা,
শশী হয় হীন প্রভা সে শোভা হেরে।
নীলোৎপল জিনি আঁখি, প্রফুল্ল সরোজ মুখী,
রূপ হেরে মন পাখি, না রহে হৃদি পিঞ্জরে।
অধরোষ্ঠে সুনিন্দন, জিনি পক্ক বিম্বফল,
দশন মুকুতা ফল, নাম শোভা পায়—
ঘন নিতম্বিনী ধনী, গমন মরাল জিনি,
গতি দেখি মাতঙ্গিনী গিয়াছে কান্তারে।
বচনে অমিয় রাশি, করিতেছে দিবানিশি,
ভাবুক মন উদাসী, করেছে কটাক্ষ শরে॥

রাখাল দাস চক্রবর্ত্তী।

## সুরট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আমি তারে চখের দেখা দেখে আসি।
যারে প্রাণের অধিক ভালবাসি॥
উচাটন হয় মন প্রাণ দিবানিশি, না হেরে তার মুখশশী

একে অবলা নারী না পারি যাইতে,
সে কি সখি একবার পারে না আসিতে,
বিধুমুখে মধুর হাসি আমি বড় ভালবাসি।

## পূরবী—কাওয়ালী।

সে যে ভালবাসে আমায় ভুলিতে কি পারি তারে।
বোলনা বোলনা সখী ওই কথা আমারে ॥
সে আমার আমি তার, শুন সখী কহি সার,
এতে যা হয় আমার, ভয় নাহি করি কারে।

নন্দলাল দাস।

## ঝাড়খেমটা।

প্রাণ তোমায় ভালবেসে এই হোল আমার।
লাজ ভয় মান সব গেল আমার ॥
হেন প্রেম এ সংসারে, কি দোষ দিব তোমারে,
এবে বিচ্ছেদ সাগরে পড়ি, দিতেছি সাঁতার।

নন্দলাল দাস।

## আড়ানা—জলদতেতালা।

কেমনে ভুলিব তারে যে রূপ জাগিছে মনে।
মনেরে ভুলাতে পারি না পারি পোড়া নয়নে ॥
সকলে বলে আমারে,
সে ভুলেছে ভুল তারে,
সে দিন ভুলিব তারে, যে দিন লবে শমনে।

নন্দলাল দাস।

### ভৈরবী—খেমটা।

আজি সুন্দর সলিলে নব নলিনী।
পুন হাসিল রে মনোমোহিনী।
সরলা সতীর আনন্দ জন্মিল;
দেবতা মানব মানস মোহিল।
লজ্জে সুকুমারীরে, হাসি মধু অধরে,
রবে নিরস যামিনী।

অতুলকৃষ্ণ মিত্র।

### পিলু—খেমটা।

ওলো আয়লো আলি, কুসুম তুলি ভরিয়া ডালা।
করে যতন, চারু চিকণ, গাঁথলো লো মালা।
দিব অঞ্জলি সখীর গলে, জুড়াবে জ্বালা।
মালার মতন, মোহন বাঁধন নাহিক সখি আর।
প্রেম বাঁধনে পতি রতনে, বাঁধবে সখী [illegible]

প্রমথনাথ মিত্র।

### ভৈরবী—কাওয়ালী।

আঁখিতে কি ফল আর বল যে না দেখে তায়।
রূপেতে কি রূপ রতি, যার তুলনায়।
ঘন জিনি কেশ ধরে, এলাইত হলে পরে,
চিকণ চিকুর তার, চরণে লোটায়।

সে অঙ্গের নাহি তুল, নহে রূপ নহে স্থূল,
হেরিয়ে কনকলতা, লাজেতে লুকায়॥
তার মাঝে মুখচাঁদ, জিনিয়া শরতের চাঁদ,
দিবানিশি সম শোভে বিমল শোভায়॥

গোপাল উড়ে।

## বেহাগ—আড়াঠেকা।

কেনরে মন কুরঙ্গ ভ্রম কামিনী কাননে।
বিষম বিচ্ছেদ ব্যাধ এখনি বধিবে প্রাণে॥
কামিনী কুসুম বন, যৌবনেতে সুশোভন,
তাহে বিরাজে মদন, অনুক্ষণ শরাসনে।
কুটিল কপট কাল, পাতিয়া ছলনা জাল,
ধরিয়া নৈরাশা নল এখনি বধিবে প্রাণে॥

## বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

সাধে কি প্রেয়সী শশী, তোমায় এত ভালবাসি।
কে কোথা দেখেছ হেন, নিরুপম রূপরাশি॥
অনিল তাড়িত কেশ, বিমল কপোল দেশ,
পুনঃ পুনঃ পরশিছে, কিবা শোভা পরকাশি।
কিবা রূপ মনোহর, শরতেরি শশধর,
অধর অমিয়াময়, মরি কি মধুর হাসি॥
হেরি জ্ঞান হয় হেন, প্রভাতের পদ্মে যেন,
ভ্রমিছে ভ্রমর বৃন্দ, মকরন্দ অভিলাষী॥

লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

## ভৈরবী খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কণ্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে।
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে॥
রাজহংস দেখি এক নয়ন রঞ্জন।
চরণে বেড়িয়া তারে করিল বন্ধন॥
বলে রাজহংস কোথা করিবে গমন।
হৃদয় কমলে মোর তোমার আসন॥
আসিয়া বসিল হংস হৃদয় কমলে।
কাঁপিল কণ্টক সহ মৃণালিনী জলে॥
হেনকালে কাল মেঘ উঠিল আকাশে।
উড়িল মরাল রাজ মানস বিকাশে॥
ভাঙ্গিল হৃদয় পদ্ম তার বেগ ভরে।
ডুবিল অতল জলে মৃণালিনী মরে॥

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

## বেহাগ—দাদ্‌রা।

ফুট্‌ লো কলি, ফুট্‌ লো অলি,
ছুট্‌ লো নতুন প্রেমের ধারা।
রবির করে, চাঁদের করে,
কে কে খেলা দিচ্ছে ধরা॥
তমালে ডালে, কেলে ফুলে,
উঠ্‌ লো লতা সোনার পারা।

নীল আকাশে, চল লো ভেসে,
কিরণ ভরা উজল তারা ॥

রাজকৃষ্ণ রায় ।

## আলাইয়া—একতালা ।

যুবক যুবতী জাগ, যামিনী যে যায় রে ।
মদন শাসনে কেবা নিশীথে ঘুমায় রে ॥
শুক তারা প্রকাশিবে, বিভাবরী প্রভাতিবে,
কুমুদী মুদিত হবে, বিচ্ছেদের দায় রে ।
ঐ যে গোলাপ ফুল, সৌরভে করে আকুল,
কালি সে ঝরিয়া যাবে, কে তাহারে চায় রে ॥

## সোহিনী—একতালা ।

কেঁদেছি পরের শোকে আপন প্রাণে হাসি নাই ।
এসো সই চাঁদের পানে চেয়ে চেয়ে প্রাণ জুড়াই ॥
জ্বলে ঐ ফুলে তারা, যামিনী মাতোয়ারা,
কহলে গো তোমরা, গুন্ গুন্ গুন্ শুনতে পাই ।

জীবনকৃষ্ণ সেন ।

## ঝিঁঝিট—কাওয়ালী ।

সেকি আমার যতনের ধন ।
মন প্রাণ সুশীতল করে যেই জন ॥

তবে যে অপ্রিয় বলি, যখন জ্বালাতে জ্বলি,
নতুবা তাঁরি সকলি, প্রেমের কারণ ॥

## খাম্বাজ—আড়খেমটা ।

কাহে করলো যে দুঃখ আমার ।
সে কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যার ॥
বাঁধা আছি কুল ফাঁদে, পরাণ সতত কাঁদে,
না দেখিয়া শ্যামচাঁদে, দিবসে আঁধার ।
ঘরে গুরু দুরাশয়, সদা কলঙ্কিনী কয়,
পাপ ননদিনী ভয়, কত সব আর ॥
শ্যাম অখিলের পতি, তারে বলে উপপতি,
পোড়া লোকের পাপমতি, না বুঝে বিচার ।
পতি সে পুরুষাধম, শ্যাম সে পুরুষোত্তম,
ভারতের সে নিয়ম, কৃষ্ণচন্দ্রসার ॥

ভারতচন্দ্র রায় ।

## কালাংড়া—খেমটা ।

কি বলিলি মালিনী ফিরে বল বল ।
রসে তনু ডগমগ মন টল টল ॥
শিহরিল কলেবর, তনু কাঁপে থর থর,
হিয়া হৈল জর জর, আঁখি ছল ছল ।
ত্যাগিয়া লোকলাজ, কুলের মাথায় বাজ,
আজি সে ব্রজরাজ সনে চল চল ॥

ঘুচিতে না পারি ঘরে, আকুল পরাণ করে,
চিত না ধৈরজ ধরে পিক কল কল।
দেখিব সে শ্যাম রায়, বিকাইব রাঙ্গা পায়,
ভারত ভাবিয়া তায়, ভাবে ঢল ঢল॥

ভারতচন্দ্র রায়।

## সিন্ধু—আড়াঠেকা।

যাবত জীবন রবে কারে ভাল বাসিব না।
ভালবেসে এই হলো ভালবাসার কি লাঞ্ছনা॥
আমি ভাল বাসি যারে, সে কভু বাসে না মোরে,
তবে কেন ভাবি তারে নিরত পাই এ যন্ত্রণা।
ভালবাসা ভুলে যাব, মনেরে বুঝাইব,
পৃথিবীতে আর যেন কেউ কারে ভাল বাসে না।

শ্রীধর কথক।

## খাম্বাজ—আড়াতেতালা।

অনিমেষে বরিষে আঁখি এ আর কেমন।
নিচ্ছেন নিবারে এক করিতে রোদন॥
যদি বহ দিনান্তরে, পাইলাম প্রাণেশ্বরে,
তাহাতে সজলে হলো, দৃষ্টি আচ্ছাদন।
আমি তৃষিতা চাতকী, আছি নীরদ নিরখি,
তৃষিত তা নহে কেন, কর বরিষণ।

রাধামোহন সেন।

### খাম্বাজ—আড়াতেতালা।

এ বেশে বসিয়া কেন, চিন্তারূপ তরুতলে।
মানেরে ভুলাবে বুঝি, কলহ কৌশল ছলে॥
রোষ কেশর চঞ্চল, সব শরীরে লেপন,
ললাটে অলকালতা, শ্রম বিন্দু শ্রমজলে॥
নয়নে রোদন তার, বিলোল সলিল ধার,
শোভিত মৌন হার, বিদনীর মনোশলে॥

রাধামোহন সেন

### ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

এসে বিপিনে সই গো একি হইল।
হেরে নবীন তাপস রূপ নয়ন ভুলিল,
কেন কেন সই আমার মন প্রাণ নহিল॥
যখন পরশিল সে করক করে,
অধীরা হইলাম অন্তরে রে,
কুসুমমঞ্জরী দিল যে,
কুসুম শরাসন সম হৃদে পশিল॥

### খাদ—কাওয়ালী।

এবার প্রাণান্ত হলে রমণী হব।
পুরুষের যত দুঃখ নারী হয়ে জানাব॥
মান করে বসে রব, সাধিলে না কথা কব,
অপমান তার ফিরে দিব, পায়ে ধরে সাধাব

## মোহিনী—আড়াতেতালা।

আমি হর নহি শুন হে মদন।
বিনা অপরাধে কেন বধহ জীবন॥
পরাক্রম গুণ যদি চাহ শুধিবারে,
যাও ভবে হরের সদন।
ভ্রমে কি বুঝিলে ফণী বেণী জটাজুট,
নীলমণির আভা কণ্ঠে নহে কালকূট।
ললাটে চন্দন বিন্দু সিন্দুর দেখিয়া,
মানিলে কি চন্দ্র হুতাশন,
বিরহ সন্তাপে মোর ধরায় শয়ন,
ধুলি ধুসরিত অঙ্গ এই সে কারণ,—
তাহা না বুঝিয়া তুমি রাগের প্রভাবে,
ভাবিয়াছ বিভূতি ভূষণ॥

রাধামোহন সেন।

## ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

পিরীতি যে করেছে সে মজেছে তুই মজিস্ না সই।
ভালবাসি বলে তোমায় মনের কথা কই।
পিরীতের প্রথমে সুখ পাবে,
পরে পরের দুঃখে প্রাণ যাবে,
শেষে বিচ্ছেদ জ্বালায় জল্‌তে হবে,
জানবি দুদিন বই॥

নন্দলাল দাস।

# রহস্য-সঙ্গীত।

---

পাঁটার মাংস।

কীর্ত্তনসুর—আড়খেমটা।

সকল পাপ ধ্বংস পাঁটার মাংসেতে করে!
পাঁটার মাংস, যে জন খায় গো বারবার,
তার পাপ থাকেনা শরীরে।
শিবের তন্ত্রেতে বলে, পাঁটার মুড়োর ঝোলে,
তার করতলে স্বর্গ চতুর্ব্বর্গ ফল ফলে,
মলে কালের গালে কালি দিয়ে থাকে
কালীপুরে নিকটে।
ক্ষীরোদ মন্থন কালে, সুরাসুর দলে,
সুধাভাণ্ড জন্মে যখন দ্বন্দ্ব ঘটালে,
সেই সুধাভাণ্ড, ছাগের অণ্ড,
ঠাকুর লুকিয়ে ছিলেন ছল করে।
গাওয়া ঘৃত দিয়ে তায়, গরম মশলাতে মিশায়,
অতি ভক্তিভাবে নিবেদন করিয়ে কালিকায়,
কুসুম কুসুম প্রসাদ যে জন পায়,
তার পুণ্য ধরেনা চরাচরে।

যারা অর্থ জানে না, করে মাংসেতে ঘৃণা,
যে গুণ অনন্ত অনন্ত মুখে বল্‌তে পারেন না ;
মলে গতি হয় না, গঙ্গা পায় না সে,
মাংসেতে যে দোষ ধরে ।
মহা প্রসাদে যার দ্বেষ,
মহামায়া দেন তার ক্লেশ,
মলে পরে মহানরকে নিমগ্ন হয় শেষ,
সংসারে সে পায় না সুখলেশ, চিরদিন দুঃখে মরে ।
পাঁটার মুড়কোষের চাষ, অতি সুন্দর সুঠাম,
যদি কেউ ভুজোআলি করে জপে গৌর নিতাই নাম,
নিতাই তার নিত্য পুরাণ মনস্কাম,
অন্তে জগদ্বীপ দ্বীপান্তরে ।
এ বচন ছিল গোপনে, প্রচার হলো এত দিনে,
টিকে টিপ্পনীতে স্পষ্ট লেখা বেদিকপুরাণে ;
কবি বিদ্যাশূন্য বৈদিকবাগীশ,
বচন দিয়েছেন প্রকাশ করে ।

প্যারীমোহন কবিরত্ন ।

## কপিচিংড়ি ।

### সুরটমোল্লার—তেতালা ।

বড় চিংড়িতে কপিতে শীতে যদি হয়,
বড় সুখোদয়, এ কথা নিশ্চয়,
ভাগ্যবানের ভাগ্যে ঘটে দুর্ভাগাদের ভাগ্যে নয় ।

আলু বটা মিশাইয়ে, অতিরিক্ত গাওয়া ঘিয়ে,
জাফরান আদি মসলা দিয়ে যখন পাক সমাধা হয়।
কি তরকারি বলিহারি, অনেকের দর্পহারি,
মরিচ মসলা গিরি, খোসবয়ের প্রবাহ বয়।
সুখাদ্য সুগর্ব্ব, করেরে খর্ব্ব,
দুনিয়াতে যত জিনিস কপির কাছে নিরস।
বসে কারপেটের আসনে, চেয়ে পাতের বাসনে,
অশনের পূর্ব্বাহ্নে যখন সম্মুখে প্রস্তুত হয়।
মনোহর মূর্ত্তি তার, এমনি মনে ইচ্ছা করে,
গরম গরম দিই উদরে, আর কি বিলম্ব সয়,
ভুলে দুঃখ, ভাসি সুখে,
যেন খেতে খেতে অশরীরে স্বর্গে যাচ্ছি যে সময়।
বৈদিক পুরাণে নিষেধ, ছাগ মাংসের আস্বাদন
মহারাজের মুখে শুনে স্বয়ং বিষ্ণু নারায়ণ;
লোভে পড়ে লক্ষ্মীপতি, করিলেন কপির উৎপত্তি,
ছাগের বদলে শাক উৎপাদন;
মাংসের আস্বাদন, ধরে সেই কারণ,
তান্ত্রিক বৈষ্ণব মতে চলেন কপি মহাশয়।
যদি ঈশ্বরের [illegible], বাঁচিত অনেক [illegible],
অসংখ্য গুণ ধরেন কপি স্বীয় গুণে গুণময়।
ফুলকপি মাছের ঝোলে,
জগতে মন কার না ভোলে,
অরুচি জ্বরের সেটা পরাজয়।

কবিরত্ন কয়, আমার হও সদয়,
এ কপি খায় না যারা, লোকে তাদের কপি কয়।
প্যারীমোহন কবিরত্ন।

কলের জল।

কালেংড়া—আড়খেমটা।

দিলাম কল্পে কলের জলে, এ জলে অনেকে ভুলে,
গালে হাত ভাব্‌ছে বসে ডাক্তার কবিরাজ সকলে।
কলিকাতায় নাইকো রোগ, ডাক্তারদের শনির ভোগ,
বাবুগিরির ঘোর গোলযোগ, দানা পায়না আস্তাবলে॥
প্রকাণ্ড এমন সহরে, রোগ নাইকো কারু ঘরে,
একটি দিন না মাথা ধরে, সবাই আছে কুতূহলে।
রামনাম সত্য বাণী, শুনে কাঁপে মহাপ্রাণী,
খোট্টাদের মুখে সে বাণী, শুনি না গলির মহলে॥
ভয়ানক গরমি গেল, ওলাউঠায় কেউ না মলো,
নিমতলা বন্ধ ছিল, তিন দিনে একটা না জ্বলে।
যারা হাতুড়ে রোজা, বিষ খাওয়ায় বোঝা বোঝা,
তাদের বিপদ নয়কো সোজা, কলের জলের নামে জ্বলে।
জানাচ্ছে ঈশ্বরের পদে, রাখ বিভু এ বিপদে,
রোগ পাঠাও জনপদে, হাত তুলে কেবল কপালে।
হেলথ অফিসর এবারে, পুরস্কার পেতে পারে,
উপকারে উপচারে সেধে কবিরত্ন বলে॥
প্যারীমোহন কবিরত্ন।

## বিভাস—একতালা।

যার পয়সা নাই, ওরে ভাই সংসারে তার মরণ ভাল।
পয়সা ভিন্ন, হয়না পুণ্য, মান্য গণ্য কে কবে বল।
পয়সা হীন হলে নরে, লোকে তারে নিন্দা করে,
প্রাণের সহোদরে সমাদরে আলাপ করে না—
বন্ধুগণে তায় না গণে, হুতাশুতে বসে থাকে না—
পিতা মাতা কয়না কথা, মর্ম্মে ব্যথা দেন তায় এক।
নারকী নরের করে, পাপ পয়সা হলে পরে,
পুণ্য হয় সংসারে, নরে কেনা করে যশোগান—
অর্থ বশে, অনায়াসে, সভায় বসে হয়ে মান্যমান।
কুলে শীলে, হীন হলেও, কুলীন বলে তারে সকল।
দরিদ্র হইলে পতি, প্রাণ প্রেয়সী রূপবতী,
রোষান্বিত হয়ে অতি, পতির পাশে ঘেঁসে না।
সদাই বলে, বাঁচি মলে, পোড়া কপালে সুখ হলো না
পাইনে বসন, পাইনে ভূষণ, অনশনে চিরদিন গেল
কত পুরুষ বেগের ভয়ে, গহনা গড়য়ে দিয়ে,
রেতে থাকেন বাহিরে শুয়ে, চোরের মত হয়ে ভাই।
উঠে এসে গিন্নির পাশে,
যদি বলে একটু আগুন চাই—
(গিন্নি তামাক খান আগুন চাই)
চাইলে আগুন হয় আগুন, বলে গঙ্গার পাপ কেন এলো।
সেই পুরুষের পয়সা হলে, অমনি গিন্নি ঘোমটা খুলে,
কাছে এসে হেসে বলে, কর্ত্তারে জলখাবার দেও

পিত্তি পড়ে, হবে পীড়ে,
খাও না খাও আমার মাথা খাও,
কবি বলে, ভূমণ্ডলে, পরমার্থ পিরীত যেন কেবল ॥

প্যারীমোহন কবিরত্ন।

কলায়ের ডাল।

## মুলতান—একতালা।

যত রকম ডাল আছে এ সংসারে,
কলায়ের কাছে সব শাস্য হারে।
আ মরি কি মজা হয় গো আহারে,
চিকি ধরে যেন জুতা মারে।
কোথা লাগে কামরূপ, কামধেনু স্বরূপ,
কল্পবৃক্ষ কভুকে প্রায় না করে।
পেঁয়াজি মশুরি মুগ অরহর ছোলা,
গরিবের পক্ষে আখাম্বা আকোলা,
ঘি মসলা না দিলে গলায় যায় না ঢোকা,
পাতলা হলে খায় না বরে।
অনাহুত অতিথ কুটুম্ব লোক এলে,
গরম গরম কেন ঢেলে ঢেলে দিলে,
লোকে বলে দীনের দিন যায় চলে,
সংক্ষেপে সম্মুখে সারে।
হঁসারণ্য ধনবান হঁসখালি,
মুটিভেদে নাম ধারা বিবি কালী,

কবি বলে তারে পাঠাই দ্বীপান্তরে,
সাহেব ফুলা গুণ মাষকলাই ধরে,
শিব লিখেছেন তন্ত্রসারে।

প্যারীমোহন কবিরত্ন।

বেগুণ।

জংলা—একতালা।

কব বেগুণের গুণ যে কত।
গুণে সবাই বশীভূত, উচ্ছে ঝিঙে পটল কুমড়ো,
কি কাঁচকলা কে আছে বেগুণের মত॥
এমন তরকারি আর দেখেনা ভূতলে,
বারমাস প্রায় সব দেশে ফলে,
ভেবে দেখ কোন ব্যঞ্জনে না চলে,
কেউ নয় বেগুণে বিরত।
বহুগুণ মাত্র লিখেছেন নিদান,
নিদানের বোধহয় না জেনে নিদান,
কিবা রূপবান, বেগুণ গুণবান, ধরেন গুণ কতশত॥
অল্পদামে অধিক পরিমাণে মেলে,
পীড়াদায়ক নয় পেট ভরে খেলে,
এক গৃহস্থ খাবার একটী বেগুণ পেলে,
কিন্তু মেলে যদি ধনের মত॥
আবার হয় বেগুনে অতি চমৎকার,
পুড়া মজ্জাপাতে এষ্টিতার, সুতরাং এ জন্মে ভোলেনা
খায় যে একবার, হয়ে থাকে অনুগত॥

দেবতার দুর্লভ শীতে বেগুণ পোড়া,
কে নয় জগতে বেগুণ পোড়ার গোঁড়া,
যে না খায় সে খাক, পাপের কপাল পোড়া,
খায় না বোধহয় পশু মত।
আলু মটর সুঁটীর সঙ্গে হলে যোগ,
তাল্‌না নাম ধরেন ভগবানের ভোগ,
কবির মন বলে যোগীর ভাগ্যে যোগ,
হয়ে থাকে পদে নত।
ঘিয়ে ভেজে যখন বেগুনি রূপ ধরে,
গরম গরম যদি তোলা যায় অধরে,
লুচি কুল্‌কো লুচির সর্ব্বনাশ করে,
দিলে পর্ব্বত পরিমিত।
ব্যাসনেতে হলে তিল পিটুলি ভাজা,
গোল গোল যেন চাঁদ সই থাকা,
সাধ করে খায় কত রাজা প্রজা, কিনে আনে জন[illegible]
গোটা চারি গাছ যার ভিটের হয়,
বারমাস বার্ত্তাকু তার গৃহে সঞ্চয়,
কল্পবৃক্ষ বৎ কুরাবার নয় ফলে ফল ভূতাগত।
কবিরঞ্জন ওহে ভগবান,
এই বর আমারে কর হে প্রদান,
বেগুণ যেন গৃহে থাকেন অধিষ্ঠান।
সুখে খুলো লুচি নিরত॥

প্যারীমোহন কবিরত্ন।

কল্লে ফুঁ পোকাও প্যারী হেসে বলে
আল্লু যেন বিদেশে তোমায় পাই ॥

প্যারীমোহন কবিরত্ন।

## চাপদাড়ি।

### খাম্বাজ—একতালা।

চাপদাড়ি রাখ, চ'কে চসমা ঢাকা,
ভয়ানক সং চেগেছে বাংলাতে।
এ পথের পথিক, নম্বরে অধিক
(গণনায় অধিক)
দেখা যায় কেবল ইয়ং বেঙ্গলেতে ॥
বাদের খুঁচুড়ে গন্ধ নাকে পাওয়া যায়,
চসমা নাকের ডগে এ বড় বেজায়,
সে সং সাজা দেখে কার না হাসি পায়,
গম্ভীর ভাবে বসে থাকেন চেয়ারেতে।
ফিলোজফার যেন ভাবছেন ফিলজফি,
বদাবী আমদের পুরাণ কৌপনী,
বেদব্যাস কিম্বা কালিদাস কবি,
নিমগ্ন রয়েছেন খিওরির চিন্তাতে।
বুড়া হলে যখন চালসে ধরে চোকে,
চসমা ব্যবহার তখন করে লোকে,

তবু পরাধীন বলে ধরেনা অনেকে,
পক্ষ আক্রমণ হয়েছে কালেতে।
জোর করে যখন কেবল বিজ্ঞতা জানান,
অলীক আড়ম্বর তার দেশে কেন,
ছেলে বুড়া সাজো সাজেনা কখন,
হাস্যাস্পদ কেবল হওয়া সবাকেতে
দেশ যুড়ে উঠেছে দাড়ী রাখা ঢেউ,
দাড়ী বাড়ী দাড়ী বাকি নাইকো কেউ,
রাখেনাকো যার গোঁফে আছে কেউ,
মনো দুঃখে তারা মরে আপশোষেতে।
না বুঝে অনেকে নিগূঢ় কৌশল,
অনুকরণেতে আপ্ন হ'ন পাগল,
সাধ করে কেবল সাজে রামছাগল,
রূপময় চেহারা কেবল পাই দেখিতে।
চেনা যায় না এখন হিন্দু মুসলমান,
চেহারায় ঢেকে ঢেকে সব সমান,
মাড়ুয়ো কি রসুলবকস রমজান,
অনুমান করা কঠিন এক্ষণেতে।
দাড়ি রাখে লোক হ'য়ে মহারোগ,
দাড়ির সঙ্গে নাই ধর্ম্মের সংযোগ,
তবে দাড়ি রাখা কেবল কর্ম্মভোগ,
কামান পয়সাটা পায় না নাপিতে।
প্রাচীন প্রণালী দিয়ে যমের বালী,

সকল দুঃখ নিতে ছুটে তাড়াতাড়ি,
সাহেবেরা চটে দেখে চাঁপদাড়ি.
কবিরত্ন তত্ত্ব প্রবৃত্তি বাড়িতে।
প্যারীমোহন কবিরত্ন.

ভয়রোঁ।—একতালা।

মাছের মত খাসা খাবার জিনিস আর কিছুনাই ভূমণ্ডলে।
ঝোলে পঞ্চবং অম্ল চলে.
কালিয়ে কাবাব কোপ্তা পোলাও আদি যত রকে সব বলে
শাস্ত্রকারেতে প্রধান দিল মৎস্যায়.
যা না হলে ভোগ হয় না কালিকার.
ভগবান ধরে মৎস্য অবতার, বিরাজ [illegible] জলে।
খোলে মেষাহারের মন ভোলে, পুটি কাটিং করি.
পাবরুটি বিসকুট যার নীচে সব খোলে ।।
শ্বেতরক্ত বর্ণ সুন্দর সুঠাম, কই মিরগেল কাতলা
নানাবিধ নাম, যে না খায় তায় ভগবতী বাম,
মলে যায় নরকানলে।
তন্ত্রে সয়ম্ভু স্বয়ং বলে, আচার দিয়ে খাসি খেলে,
ইলিশ মাছ সশরীরে স্বর্গে চলে ।।
মদের সঙ্গে পচা খেলে ভেটকি মুড়ো
অঘোরাকে সিদ্ধ সাধন হয় পুরো.
তার পিতৃলোক স্বর্গে সুখে নৃত্য করে
আনন্দে দুহাত তুলে।

( বলে ) বংশে জন্মেছ কি মহেছেলে,
আবার টাটকা এওয়ুক্ত খেলে তপ্‌সে ভাজা
চতুর্ব্বর্গ করতলে ॥
মোচা চিংড়ী দিয়ে খেলে ছোলার ডাল,
ভবসিন্ধুর মাঝে বাঁধে পুণ্যের আল,
নির্ব্বাণ মোক্ষ তার পক্ষে শক্ত নাক,
হরমুতের নাবিতলে।
কবিরত্ন কয় কৌতুকে, যেতে ইচ্ছা নাহি গোলকে,
থাকব এই ভূলোকে, চিংড়ী বারমাস যদি মেলে ॥
বিশেষতঃ বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর পক্ষে,
মৎস্য তুল্য অন্য দেখা যাইনা চক্ষে,
চক্ষে দৃষ্টি রয় বংশ বৃদ্ধি হয় দেহ থাকে বলে।
বাঙ্গলায় তেল না মাখলে, না মাছ খেলে,
চক্ষু হয় কানা, ঘটে ব্যাধি নানা,
অল্পকালে কাল কবলে।
অক্ষয় লেখক যিনি অক্ষয় কুমার দত্ত,
তেল না মেখে মাছ না খেয়ে উন্মত্ত,
শাক বস্তু ভেবে বাহ্য জ্ঞানশূন্য কে না জানে কে না বলে
বাবাজী মাছ ধরেছেন এতকালে।

পারীমোহন কবিরত্ন।

---

# বিবিধ সঙ্গীত।

---

## মালকোষ—মধ্যমান।

মন! আমি আছি সুখী
লয়ে এ সকল ধন—
তরুণ অরুণ ছটা,
সুশীতল সমীরণ,
তারাবলি, সুধাকর
তরঙ্গিণী, জলধর
তরু, লতা, সরোবর,
নির্ঝরের নিপতন,
অনুরাগী প্রমদার
অমায়িক ব্যবহার,
কৃপাময় জনকের
স্নেহদয়াবলম্বন।
ধনীর পুতলীগণে
কেটে পড়ে যেই ধনে,
সে ধনে সুখের আশা
করি না কখন।

বেহারীলাল চক্রবর্ত্তী

## সিন্ধু—আড়া কাওয়ালী।

মনরে বিপদে ত্রাণ আর হলিনে।
থাকিতে হরি তোয় আর বলিনে॥
তুই একমনে হরিপদ নলিনে স্থান নলিনে।
যখন জঠরেতে ছিলি, দুঃখ পেয়ে বলেছিলি,
হরি ভুলে দুঃখ পেয়েছি আর ভুলিনে।
এখন কার্য্য পরিহরি, এবার ভজিব হরি,
ভবে এসে সে পথে তুই গেলিনে।
কুপথে ভ্রমণ, সদাই কর মন,
সেই মদনমোহন রাধারমণে মন দিলিনে।
পাপধুলি গায় মাখিলি, হরিপদ কুলজলে,
একবার প্রবেশিয়ে সে ধুলি তুই নিলিনে।
নিরখিতে নিরঞ্জন, শুরুদত্ত জ্ঞানাঞ্জন,
দূরে রেখে আঁখিতে মাখলিনে।
রে অধমাধিপ, তুইতো জ্ঞান প্রদীপ,
নিজগুণে দাশরথিরে নিস্তারপথ দেখালিনে।

দাশরথি রায়।

## বাউলের সুর।

বড় সাধ করেছি মনে এবার তাই।
গোরে রস কলি, প্রেমের ঝুলি;
নিয়ে বৃন্দাবনে যাই॥

ঘরে আমার এসে সদাই সাধে বাম,
শুনে কালার বাঁশী, বাহিরে আসি,
দেখেছ কালাচাঁদ ;—
পাশে কুঞ্জ বনে, শ্যামের সনে,
মনের সাধে প্রেম জানাই ॥

কালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী

## খাম্বাজ—একতালা।

দুর্গা নাম জপত লোগ জগত মাত চণ্ডিকা
ভবানি শিব মহেশ রাণী।
আগম নিগম গাওত নেতি পাওত মহিমা।
সমুহ ব্রহ্মাদি গাওয়ে মুখ চারো শ্রুতি বাণী।
শিব নিত প্রকট ভয়ো মহিষাসুর প্রবল [illegible]
কম্পিত সব দেবগণ ত্রাস অধিক মানি।
হা হা হা কর পুকার আওয়ে সকল দ্বারে
চাহ চরণ শরণ রাখলীজে মহাকল্যাণী ॥ ১ ॥
আরতি শুনি ভগতনকো চিত্ত ধর বচন [illegible]
মহাক্রোধ করি করাল সিংহ চণ্ডশালি।
চলি দেবী গর্জ কে আই রণভূমি
নিত উপাটি কাটি ছাঁক দেতা মহামুক্ত ঢানী ॥ ২ ॥
ব্যাল কণ্ঠ বাঁধে মুণ্ড, আওর গলে সব চিহ্ন
নয়ন অরুণ বরষি ভয়ো মারহি ভবানী

জয় জয় জয় জয় হর হর বাড়ি নাহো পুষ্পবৃষ্টি
জ্ঞান দাসকো তারো আপনা অধীনা জানি ॥ ৩ ॥

জ্ঞানদাস ।

## ঝিঁঝিট—একতালা ।

প্রাণ যায় প্রাণ যায় প্রাণ যায় প্রাণ সজনি !
কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই বল সই বিফলে গেল যে রজনী ॥
প্রেম পিপাসায় নাশে প্রমদায়,
ক্ষিতিপায় করে রমণী ।
ছিলেম আপনা হতে সে কুকামী,
জল বাঁধবার বাঁধ দিয়ে বালি ।
বক্ষে যদি এসে বনমালী,
বলো শ্যাম বলে মরিল ধনী ॥

দীনবন্ধু মিত্র ।

তোরা চাঁদ নিবিত আয় !
চাঁদ দেখ বলে কত খোট্ করেছিল,
( বাপের কাছে কত খোট্ করেছিল )
আজ বাগে কত চাঁদ এনেছে,
চাঁদের ছড়াছড়ি কাটোয়ায় ।
কলঙ্কী বই অকলঙ্কী চাঁদ দেখেছিস্ কোথায় ।
কোটী অকলঙ্কচাঁদের উদয় হেথায়,
( কত চাঁদ ধরেছে ) ( তকতে কত চাঁদ ধরেছে )

(চাঁদের কল্পতরুতে কত চাঁদ ধরেছে)
আজ যার যত সাধ নে কত চাঁদ,
আঁধার যদি ঘুচাবি ত্বরায়,
মনের আঁধার যদি ঘুচাবি ত্বরায়॥
শচীগর্ভ ক্ষীর সিন্ধু, তা হতে উঠেছে ইন্দু।
ক্ষয় নাই তার এক বিন্দু, সমান জ্যোতি ধরায়।
(চাঁদ কি বলিহারি) (পদ্মকোঠরে চাঁদকি
বলিহারি) (হৃদপদ্ম কোঠরে চাঁদকি বলিহারি)
অন্ধ রবির দর্প দূরে গেল, সপরিবারেতে পালায়,
সন্ন্যাস অস্তাচলে, এখনি চাঁদ যাবে চলে,
পুনঃ এ অঞ্চলে আর হবেনা উদয়।
চাঁদ চলে পড়েছে) অস্তাচলের দিকে চাঁদ
চলে পড়েছে) (সন্ন্যাস অস্তাচলেরে দিকে
চাঁদ চলে পড়েছে) আর ক্ষণেক পরে আঁধার
করে চাঁদ চলে যাবেরে হায়।
সুধা কোথায় পাবি। (প্রেম সুধা কোথা পাবি)
চাঁদ চলে যাবেরে হায়॥

মতিলাল রায়।

## রাগবসন্ত।

খেলত ফাগু বৃন্দাবন চাঁদ।
ঋতুপতি মনমথ মনমথ ছাঁদ॥
সুন্দরীগণ করমণ্ডলী মাঝ।
রঙ্গিণী প্রেম তরঙ্গিণী সাজ॥

আজু কানু দেই নাগরী বয়ানে ।
অবসরে নাগর চুম্বই বয়ানে ॥
চকিতে চন্দ্রমুখী সহচরী গহনে ।
পাছু ধরল গিরিধারীক বসনে ॥
তরল নয়ানী ফুরিতে এক গাই ।
কর সঞে কাড়ি মুরলী লই যাই ॥
ঘন করতালি ভালি ভাখি বোল ।
হো হো হরি হুলে উতরোল ॥
অরুণ তরুণ তরু, অরুণহি ধরণী ।
অরুণ জলচর সব ভেল এক বরণী ॥
অরুণহি নীরে অরুণ অরবিন্দ ।
অরুণ হৃদয়ে ভেল দাস গোবিন্দ ॥

গোবিন্দদাস ।

### খাম্বাজ—একতালা ।

ও গো! আমি তোর প্রেমে সর্বলোকে বলে,
কিন্তু পাজীর দলে করে অপমান ।
থাকি মন্দিরে টেম্পলে, চেইতে কোটেলে,
গঙ্গাজলে কভু জর্ডানে স্নান ॥
কখন মন্দির কখন সমাজ,
কভু উপাসনা কভু বা নমাজ,
কখন মাস কখন সন্তুজ,
কখন পুরাণ কখন কোরাণ,

ঢাল ব্রান্ডি ঢাল খোল ছিপি খোল,
খালি যা বোতল ফুরাইল গোল,
পা টলে জড়িত হইয়াছে বোল,
হলো শর্ম্মা রাম চোদ্দ পো সটান ॥

কালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী

ধনী সুন্দর শারদ ইন্দুমুখী।
মধুরাধর পল্লব বিম্বনখী ॥
গলে মতিহার সুরঙ্গ মালা।
কুচ কাঞ্চন শ্রীফল তাহে খেলা ॥
নব যৌবন ভার ভরে গুরুয়া।
তঁহি অঙ্গে বিলেপন গন্ধ চুয়া ॥
ক্ষীণ উদর মাঝা শোভে ত্রিবলী।
কটি কিঙ্কিণী, জানু হেম কদলী ॥
পদপঙ্কজ পাশে শোভে আলতা।
মণিমঞ্জীর তোড়ল মল্ল পাতা।
নখচন্দ্রচ্ছটা ঝলকে অনুপম।
হেরি গোবিন্দদাস উঁহি পরণাম ॥

গোবিন্দ দাস।

## রাগবসন্ত।

ব্রজ কিশোরী ফাগু খেলত রঙ্গে।
চুয়া চন্দন আবীর গোলাব দেয়ত শ্যামের অঙ্গে ॥

কাগু হাতে করি ফিরত শ্রীহরি ফিরি ফিরি
খেলত রাই।
ঝুং ঝট উঠয়ে বরণ ছাপায়ত
হেরি হেরি যৈছে মেঘসে চাঁদ লুকাই।।
ললিতা এক সখি ফাগু হাতে করি
দেবত কানু নয়ান।।
বৃষভানু কিশোরী দুহুঁ বাহু ধরি চুম্বত শ্যাম বয়ান
আওর এক সখি ঝাঁউ ঝাঁউ করি কাঁহা
লাগাও আবীরা।
কহরী ফাগু লেই কানু নয়ান হেরি হেরি দেখত
হাঁ হাঁ করত কবীরা।।

কহিবর কবীর।

## পাহাড়ী—আদ্ধা।

তুঝি মে হাম্নে দেখকো লাগায়া,
সো কৃষ্ণ হায় সো তুহি হায়।
এক তুঝিকু আপনা পায়া,
সো কৃষ্ণ হায় সো তুহি হায়।।
নগকি মক্কা আওর দেখকি মক্কিতু,
কৌন্সা দেখ হায় যিসমে দেখি তু;
হরিকেকু দেখ মে তুহি সমায়া,
সো কৃষ্ণ হায় সো তুহি হায়।।
কাফেরা মুসলমান, হ্যারতা তুঝে বানায়া,
সো কৃষ্ণ হায় সো তুহি হায়।

বাণ উড়ুচি হে নীলাঞ্চল রে ।
পতিত তারিবা কু এ মহীমণ্ডল রে ॥
খাট পড়ুছে মাড়ি, খসুছি বেত বাড়ি
কোড়ি কোড়ি, পাতক যাএ ছাড়ি,
পাবছু তলরে;
কলা শ্রীমুখ দেখি, ভয় নাহি ভোল রে ।
আম্বিল আহল মড়া, কীর্ত্তি খেচড়ি পেড়া,
অরটা বড়া বটা বেড়া মণ্ডল রে,
ছড়া মড়া রসকোড়া সাধ সঙ্কু মেল রে ॥
যোগিনী যোগী পণ্ডা, চিত্তকু করি ঠণ্ডা,
গণ্ডা গণ্ডা, বেনিন খুল খণ্ডা, আনন্দ ভোল রে ;
দাস হরানন্দকু রখ পদতল রে ॥

হরানন্দ ।

রসদায়িনী কোল ছাড়িলি মুহি ছড়িলি ।
সিনে চাঁদ মুহি পরকু মু খুঁজি,
পালঙ্ক উপরে চড়িলি ।
দেখি চাঁদমুখি, মুখ দেলা ঢাঙ্কি,
শ্রী করে বসন কাড়িলি, চুম্ব গাড়িলি,
মন মোহিনীর মন বিড়িলি ।
তা প্রতি মানকে, পড়ি নিমনকে,
পালঙ্ক উপরু গড়িলি,
ইঙ্গিত বাণী কি,

রমণী মণি কি এড়িলি, অজ তাড়িলি,
পাড়ি পড়ি পরমাদে মজিলি।
হারি হারি মুহি, ন হারিলা সেহি,
যেতে যেতে ভজি কাঢ়িলি, হলাহল কহি,
ধ্যায়ী প্রাণ সহি যমকে এ গীত ছাড়িলি।

হ[illegible]।

## মুলতান—একতালা।

এই দেহ বিশ্বময়।
চক্ষু যদি রাখ, মন তুমি দেখ;
তুমি সব তোমায় সমুদয়॥
এ দেহ ব্রহ্মাণ্ড, ক্ষুদ্র দেহ খণ্ড,
প্রকাণ্ড তথাপি সে নিশ্চয়;
ভূত অবধি যত এ দেহ মণ্ডলে,
চক্রাধার লোক ব্যোম পঞ্চ স্থলে;
সামান্য দর্পণ ধরিয়া দেখিলে,
আকাশ অবধি দেখা যায়॥
ভূভুব স্ব মহ-জন-তপ সত্য,
সপ্তলোক সপ্তপদ্ম হয়;
স্থল জলানল অনিল আকাশ,
নাদ-বিন্দু পর-বিন্দু পরকাশ,
ব্রহ্মাদি পঞ্চের পঞ্চেতে নিবাস,
বিদলে চন্দ্রমা রবি তায়॥

গুহ স্বয়ম্ভু ব বিষ্ণু শিব জীব,
গুরু পরতত্ত্ব জ্যোতির্ময় ;
চতুর্দ্দলে ষড়্‌দলে দশদলে,
দ্বাদশ ষোড়শ দ্বিদল কমলে,
সহস্রারে ক্রমে আছেন সকলে,
পবিত্র করিয়া দেহালয় ॥
ইড়া গঙ্গা মালা, যমুনা পিঙ্গলা,
সরস্বতী আন স্বষুম্নায় ;
এ হেন শরীরে হেন সব ধন,
ডক্ত পেতে তুমি যত্ন কর মন,
অজ্ঞতা কৃপাণে এ দেহ কখন,
বিষয়ের বলি হতে নয় ॥
সাধন জলধি, কূলে পাবে নিধি,
ডাক কুলকুণ্ডলিনী মায় ;
প্রাণেন্দ্রিয় রোধ, রসনারে বশ,
আত্মজ্ঞান আর সহস্রার রস,
জ্ঞানানন্দ এই সকারে প্রকাশ,
ত্রিভাবে সে ভাবে গোপাল কয় ।

রামগোপাল মুখোপাধ্যায়।

ভক্তিভাবে ডাকলে আমি রৈতে পারি কৈ ।
ওরে যে ডাকে আমারে আমি তারি হয়ে রৈ ।
যেজন বিশ্বাস করে, জীবন সঁপেছে মোরে,
কে আছে তার এ সংসারে বল আমি বৈ ।

আমি ভক্তের অধীন, আমায় জানে সবে চিরদিন,
ভক্তকে দেখিলে আমি আনন্দিত হই।
দারা সুত ধন প্রাণ, যে করে আমায় অর্পণ,
তাহার সকল ভার মাথায় করে বই।
ভক্তির জোরে ধ্রুব প্রহ্লাদ হ'ল শমন জয়ী।

---

দেহ মম কলের গাড়ি ব্যাপার কিবা পরিপাটি।
মূল হতে লাইন খুলে সাত ইষ্টেষণ খাটি খাটি॥
সাঙ্কেতিক পঞ্চমূলে, কুণ্ডলিনী মুখ তুলে,
কর্ম্ম ঠিকানায় প্রভু হলে, চড়ে আদি আছেন দুটি।
পথের কথা শোনরে পাছে, সুষুম্নাতে রেল বসেছে,
তার দুপাশে তার চলেছে, ইড়া পিঙ্গলা এই দুটি।
কৃপা বাষ্প দিয়া ছাড়ি, শ্রীগুরু চালান গাড়ি,
হংস হংস রব ছাড়ি, চলে গাড়ি ছুটো ছুটি।
শান্তি নিকেতনে যেতে, জীবাত্মা চড়েন তাতে,
চলে যান আনন্দেতে, তেজে ভবের খাটা খাটি॥
মধ্যায় পঞ্চকুণ্ড বাড়ি, মনের মধ্যে লয় ভরি,
তার পাশেতে লক্ষ লড়ি, দেখরে এক ডাকাত ঘাঁটি।
সর্ব্ব, বর্ণ রজ গুণ, পথের সঙ্গী কত শত,
জীবাত্মা লইয়া যত, চলে যান রে আপন বাটী।
দীক্ষার সম্বল সাথে, বিরক্তি টিকিট্ হাতে,
তবে যাই মুক্তি পথে, গোপাল কহিছে খাটি॥
রামগোপাল মুখোপাধ্যায়।

খেয়াল।

## বেহাগ—একতালা।

পরি হুঁ প্যায়।

এ মেরে মেহো প্যারে মোরে

আজ কি রহেনা হাথে জাগায়িহু।

সব দেশে জাগি, তোরে ও মাহে দেহেঁ। বলাইঁয়া,

গরওয়া লাগায়।

না সদারং।

ধ্রুবপদ।

## খট্—ঝাঁপতাল।

বেহাধর রে বেহাধর গুণিয়া না সেঁ।

কারিকে গুণী চরচাকে নয়ারে দক্ষিরে।

সো গুণি গারি দেতা, কুছু আনা কহিরে,

নওরে গুণিকে চরণ গহিয়ে।

মেরো তেরো নেওয়া নিরঞ্জন কে আগে

চোয়া ভাঁওয়ারা ওরি চৌয়া ধরিয়ে,

গুণী কওনা আগে গুণিকো জী লাগে,

কাহে প্রভু তানসেন তান তেরে।

তানসেন।

সরমিয়ার টপ্পা।

## ঝিঝিট খাম্বাজ—টিমাতেতালা।

সো নয়না মাজে লাগে দু গাঁজে না লবে।

শনি মাঢ়া মহেড়া ইয়ায়।

চল্‌মে সব সর চল্‌মেকে তো,
চন্দযানে তো যামে দিগার,
মন্ তামাসায় তোমারং তো তামাসায় দিগার।

## বাউলের সুর।

তরু বল রে বল তরু বল রে।
কে তোরে সাজালে দিলে, পত্র পুষ্প ফল রে।
ছিলি এক কণার মত, হলি তায় হস্ত শত,
কাণ্ড প্রকাণ্ড কত কার কৃত কৌশল রে।
ওরে বল রে তরু কার উদ্দেশে,
গগন ভেদ ক'রে যায় ঊর্দ্ধ দেশে,
র'লি সংসারে এসে, কার প্রেমে অচল রে।
এমন শীত উষ্ণ স'য়ে, নিরন্তর খাড়া হ'য়ে,
কি ভাবিস নীরব হ'য়ে ভাব দেখে বিহ্বল রে।
ওরে ত্যজা ক'রে ভোগবাসনা,
তরু করিস রে কার যোগ সাধনা।
কি জানে যোগীজনা সার করে তোর তল রে।
অনিলের সঙ্গে মিলে, আনন্দে হেলে দুলে,
কার গুণ গাস রে মিলে, স্বরে হই শীতল রে—
কেন দেখতে পাইরে প্রভাত হ'লে,
ধরা ভেসে যায় তোর নয়ন জলে,
না জেনে লোকে বলে, শিশির পড়া জল রে।
শাখিরে তোর শাখাপরে, পাখীতে কি [illegible]
প্রেম ভরে মাথা নড়ে, বলে শান্তানন্দে ;—

মাথা নোয়াবে কারে, ভক্ত প্রণাম করিস্ বারে বারে,
কি জানাস্ কর-যোড়ে হ'য়ে সচঞ্চল রে।
পরহিতের তরে, প্রাণদান দিস্ অকাতরে,
ব'লব কি ধন্য তোরে, ধন্য ধর্মবল রে;
আশ্রিত হিংস্রকে, আতপে করিস্ রক্ষে,
এ নীতি শিখালে কে, লোকে বা বিরল রে।
রূপ গুণ ভক্তি ভাবে, ভক্তি প্রীতি প্রভাবে,
মুগ্ধ করেছিস্ সবে শোভে ভূমণ্ডল রে,—
বল রে তোর পত্রে পত্রে, কে লিখিল ছত্রে ছত্রে,
এক সত্য জগৎ মিথ্যে মোহময় সকল রে।

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়

## কবির গান।

চিতেন। প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণে নিকুঞ্জের নিকটে হেরিয়ে
শ্রীমতীরে কয়।
পরচিতেন। রাতে কেঁদেছ যার আশাতে,
নিশিতে সেই শ্যাম প্রভাতে উদয়।
ফুকা। কৃষ্ণ অতি ম্রিয়মাণ তাহে লজ্জা ভয়,
মুখে আধ আধ ভাষা, গদগদ বাণী,
কাতর মাধব অতিশয়।
মেলতা। দেখে রূপের ছাঁদ, পাছে রাগে হয় উন্মাদ,
কৃষ্ণ আগে তাই পাঠিয়ে দিলেন আমাকে।

মহড়া। একবার বলিস্ত আস্‌তে বলি মাধবকে,
পাারী তোর সম্মুখে,
ঐ দেখ কাদিয়ে কুঞ্জের বাহিরে দাঁড়ায়ে।
কেঁদে বল্‌তেছে, ধরাধর রাধিকে।

খাদ। যদি স্বেচ্ছা হয় বল্‌গো প্রধানা গোপিকে।

২ ফুকা। কৃষ্ণ সেজেছেন অতি বিপরীত,
যেন গ্রহণান্তে শশী, উদয় হ'ল আসি,
সর্ব্বাঙ্গে কলঙ্ক অঙ্কিত।

২ মেল্‌তা। নাহি সর্ব্বাঙ্গে অনুরাগ, হৃদে কলঙ্কেরি দাগ,
নাহি লাবণ্য কালাচাঁদের চাঁদ মুখে।

ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী।

মহড়া। পতি বিনে সই, সতীর মান কই, আর থাকে।
হায় আমি যেমন হলেম সতী, বিপক্ষে তার পতি
নারী হয়ে কি কোর্ব্ব তায়, শিব তরাতেন যাকে।
আবার হলো যার মানে মান্ সে কই মান রাখে।
ছি ছি কিলজ্জা আই গো আই।
অন্য দিনের কথা দূরে যাক,
সর্ব্বনেশের পর্ব্ব কটা মনে নাই।
হোলেম পতির পরিত্যাজ্য,
থাক্‌তে দেয় না রাজ্যে সই,
আবার রাজার মদিন কাদো কোকিলে ডাকে।

চিতেন। পতি পরবস্তা, যাবস্থা সতীর প্রতি বয়।
একান্ত হলে দুজনার, তবেই ধর্ম্ম হয়,

ঝাঁপতাল। আমার সম্বন্ধ, নামে ভার্য্যা কাজে ত্যক্তা সই,
লোকের যেমন নদী চড়ার সম্বন্ধ।
আমার ভাল্ছল্য দেখে তার, দয়া হবে বলে কার,
আমার পতি সত্ত্ব জ্বালা জুড়াবে কে।
ফের্তা। হায় আমার এ কথা অকথা,
সত্যবাদী পতি আমার,
আমি আশা দিয়ে গেল ধন ছলে,
যুগান্তরে পাওয়া ভার।
ভৈরব। সুখে বন্দি হয়ে ওগো সই, সুখে কারা হই
কত সব গো রমণী হায়, অনঙ্গ বিজয়ী।
আমায় ধিক্ ধিক্ যৌবনে।
কাননে কুসুম যেমন সই,
ফুটে আবার শুখায়ে রয় কাননে।
আমারে ঘেরে কুলনারী, যথে সারি সারি সই,
যেমন কুরুসেনার বেড়া চারিদিকে॥

---

চিতান। ইদানী এমানী সই, কে গো ঐ আগা মরে যাই।
পরচিতান। অপরূপ রূপ অনুপ এরূপ স্বরূপ দেখি নাই॥
ফুকা। নটবর রূপ ধরায় ধরা ভার,
দানী কিসের আশে, আমার কাছে আসে,
ক্ষণেক হাসে ভাসে নাশে অন্ধকার॥
মেলতা। মরি কি রূপ, ত্রিভঙ্গ বয়স তরঙ্গ,
অনঙ্গ অঙ্গ হেরে মোহ যায়।

মহড়া। সখী একাকী কে ও যমুনায়?
প্রাণ সই রে এমন দেখি নাই।
দানীর শ্রীমুখ সরোজে মুরলী গরজে,
গরজে ডাকে আবার শ্রীরাধায়।
খাদ। নারী বুঝিতে এ দানীর অভিপ্রায়।
২ ফুকা। দানীর দারুণ ভাব দেখে কাঁদে প্রাণ,
আমায় ছলে ছলে প্রেম বলে বলে,
আবার বলে বলে রাধে দেহ দান।
২ মেলতা। হ'ল অধৈর্য্য মম প্রাণ কি ধন আর দিব দান
দেহ দান দেহ দানীর রাঙ্গা পায়।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

১ চিতান। খণ্ডিতা করে আমায় কালাচাঁদ জুড়ালে
চন্দ্রাবলীর মন;
১ পরচিতান। প্রভাতে আমায় ছলিতে এলে
কুঞ্জে মদনমোহন।
১ ফুকা। দেখে রূপ ত্রিভঙ্গেরি অঙ্গ দহিছে দুখে;
করেছি এই পণ, আর কাল বরণ,
নাহি হেরিব চখে।
১ মেলতা। মাথায় কাল কেশ ধরব না,
কুঞ্জে কাল সখী রাখব না;
কাল কোকিলের ধ্বনি আর শুনব না।
মহড়া। কাল ভালবেসে হ'ল এই যাতনা।
আগে মানি নাই কালাকালে, জানি নাই কালাকালে

জানিলে কালার প্রেমে মজতাম না ।

অন্তরা । শঠ লম্পট কুটিল অতি কালাচাঁদ আগে জানি না ।

২ তুকা । কাল অঙ্গ কাল প্রায় জ্ঞান হয়েছে মনে ;

প্রাণান্তে কে কালায় দেখতে আর আমায়,

সখি বলিস্‌নে যেনে ।

৩ তুকা । কাল চক্ষের তারা আর রাখতে

সাধ নাই আমার ।

কাল তমালের তরু কুঞ্জে রাখবে না ।।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

## বাউলের সুর—খেমটা ।

ভবের তাস খেলার বসে ।

হার হলো মন খুব কসে ।।

আশী লক্ষ দফা খেলায় কেবল ম'লাম তাস পিটে

ও কি ঘটিল কাল এম্নি কপাল, তুপীটি পেলেম না এসে

ভক্তি রঙের নাই কিছু জোর, কেবল কাটানোর দোষে ।

অন্তরা ধর্ম বুদ্ধি নাই রে কেরাইৎ, পড়তা ফেরাই আর কিসে ।

পাড়িয়ে কুবুদ্ধি টেক্কা, পাপের ফুকা হয় শেষে ।

হাতের পাঁচ না এলো, পঞ্জা হলো পঞ্চ পাতকে মিশে ।

আর কেমনে টেকি, ঘরের ঢেকি, জুয়া আনাড়ি আভাসে

খেলে মাকাল সামাল, হ'লো বেহাল,

শ্রীরাম গোপাল আপ খোয়ে ।।

রামগোপাল মুখোপাধ্যায় ।

## ধানশ্রী।

এ হে নাবিক শ্যামর চন্দ।
কৈছন তোহারি হৃদয় বন্ধ।। ধ্রু।।
দুয়া বোলে গোরস যমুনায় ভার।
ফুরায়লু কাঁচলি তোরিনু হার।।
কর অবসর নাহি সিচইতে নীর।
এতিক্ষণে তবহুঁ না পাইনু তীর।।
হামু নীরস তুহুঁ হাসি উতরোল।
কেহু জীউ ডারই কেহু হরি বোল।।
এতদিনে কুলবতীর কুলে পড়ু বাজ।
চড়ি হিহ নায় দূরে গেয়ো লাজ।।
উতরলে পার যো তুহু মাগ।
সখী সঙ্গে খোজি খোজব তুয়া আগ।।
গোবিন্দদাস কহে সময় কুকাজ।
নাবিক তব নাবক বাঝ।।

গোবিন্দ দাস।

শুক বলে আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা।
সারি বলে আমার রাধার নামটি তাতে লেখা।
ঐ যে যায় গো দেখা।
শুক বলে আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে।
সারি বলে আমার রাধার চরণ পাবে বলে।
চূড়া তাইতে হেলে।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ যশোদার জীবন।

সারি বলে আমার রাধা জীবনের জীবন,
নৈলে শূন্য জীবন ।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগৎ চিন্তামণি ।
সারি বলে আমার রাধা প্রেম প্রদায়িনী,
সে তোমার কৃষ্ণে জানি ।।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু ।
সারি বলে আমার রাধা বাঞ্ছা কল্পতরু,
নৈলে কে কার গুরু ।।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ প্রেমের ভিখারী ।
সারি বলে আমার রাধা লহরি লহরী,
প্রেমের ঢেউ কিশোরি ।।
শুক বলে আমার কৃষ্ণের কদম তলায় থানা ।
সারি বলে আমার রাধা করে আনাগোনা,
নৈলে যেত জানা ।।
শুক আমার কৃষ্ণ জগতেরি কালো ।
সারি বলে আমার রাধার রূপে জগৎ আলো,
নৈলে আঁধার কালো ।।
শুক বলে আমার কৃষ্ণের শ্রীরাধিকা দাসী ।
সারি বলে সত্য বটে সাক্ষি আছে বাঁশী,
নৈলে যেত কাশী বাসী ।।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ করে বরিষণ ।
সারি বলে আমার রাধা স্থকিত পবন,
যে সে স্থির পবন ।।

শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের প্রাণ।
সারি বলে আমার রাধা জীবন করে দান,
থাকে কি আপনি প্রাণ;
শুক সারি দুজনার দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল।
আমার রাধা কৃষ্ণের প্রীতে একবার হরি হরি বল,
শ্রীবৃন্দাবনে চল।

গোবিন্দ অধিকারী।

## দেহতত্ত্ব।

### বাউল—খেমটা।

বানিয়েছে পাঁচভূতে এই বাংলা খান।
খাড়া রয় চোদ্দ পোয়া পরিমাণ॥
বেঁধেছে ঘর, কাটকুট তার কে করে গণন,
ঘরের সন্ধ্যে বন্ধন; (হায় রে হায়)
(আমার) দুই খুঁটিতে ঘর তুলেছে কত রে কত
(ভোলামন) গুণ বাখান॥
এক হাতে কাজ সেরেছে এমনি কারিকর,
ও সেই নয় দুয়ারী ঘর, (হায় রে হায়)
দুটো ঘর রে ভিতর, ঘরের ভিতর,
পরম পুরুষ (ভোলামন) বিরাজমান॥
এমন সাধের ঘরের কিবা শোভা মনোহর,
ঘরের কারচুপি বিস্তর;

এ ঘর বাঁধে যারা, কাঁদে তারা,
( এ ঘরের ) মানুষ যখন পালিয়ে যায় ।।

রাম গোপাল মুখোপাধ্যায় ।

## তরু বল্ রে বল্—সুর ।

নদী বলরে বল আমায় বল রে ।
কে তোরে ঢালিয়ে দিল এমন শীতল জল রে ।
পাষাণে জন্ম নিলে, ধ'রলে নাম হিমশিলে,
কার প্রেমে গলে আবার হইলে তরল রে ;
ওরে যে নামেতে তুমি মগ্ন, ( মরি হায় রে নদী )
ওরে, সেই নাম আমায় একবার বল,
দেখি আমার হৃদি দ্রবে ;—
গলে কিনা আমার কঠিন হৃদিস্থল রে ॥
কার ভাবে ধীরে ধীরে, গান কর গম্ভীর স্বরে,
প্রাণ মন হরে কিবা মঞ্জু কল কল রে ;
নদী রে তোর ভাবাবেশে, ( মরি হায় হায় রে নদী )
যখন যায় রে বক্ষঃস্থল ভেসে,
তখনই বন্যা এসে, ভাসায় ধরাতল রে ।
ঝুরুঝুরু পবন সঙ্গে, পুলক না ধরে অঙ্গে,
প্রেম তরঙ্গে তুমি কর টলমল রে ;
তুমি নেচে নেচে ছুটে বেড়াও, (মরি হায় হায়রে নদী)
যারে নিকটে পাও তারে নাচাও,
উচ্চ রবে কার নাম গাও, হইয়ে বিকল রে ।

সর্ব্বত্র সমান স্বভাব, কোথা নাই গুণের অভাব,
মরি কি তোমার স্বভাব, শক্তি কি অটল রে ;
তুমি ঘৃণা ক'রে না দেও ফেলে, (মরি হায় হায় রে নদী)
যত সড়া মড়া কর কোলে, ক'রলে পরশ তোমার জলে,
অঙ্গ হয় শীতল রে।

যে স্বজন করে তোরে, তাঁর স্বরূপ তোমার নীরে,
তাই নদী তোমারে তীরে, দেখি শ্মশানস্থল রে,
ওরে যোগী ঋষি আদর করে,
ওরে তোমার তটে সাধন করে,
হয়ে থাকে তোমার হেরে, হৃদয় নির্ম্মল রে।
মূঢ়মন মত নরে, কিছু না বিচার করে,
তব জলে ত্যাগ করে মূত্র আর মল রে,
ওরে, তাতেও তোমার না যায় গৌরব,
তুমি যাদের মত সবার সব,
কাঙ্গালের তব বান্ধব শ্মশান গঙ্গাজল রে।

কিশোরীচাঁদ মল্লিক।

## পিলু—যৎ।

সৌদামিনী ভট্টাচার্য্য কি আশ্চর্য্য টোল খুলেছে।
(হেও) পা কাটা তরমুজের বোঁটা, দীর্ঘ ফোঁটা ছাব দেখেছে।
কলেজ নামে টোলের আখ্যা, শিক্ষিতেরা করে শিক্ষা,
সেই বুঝি বা দিয়ে দীক্ষা, বেদের ব্যাখ্যা বার করেছে।

## সাপুড়ের গীত ।

সাপে বাঁদরে খেলা করে ।
ওগো নয়া নয়া সাপ ।
ঢোঁড়া বোড়া যোড়া যোড়া,
বিষ হাত লম্বা চক্র ছাড়া,
ফোঁস্ ফোঁস্ গোখুরো, ফোঁস্ ফোঁস্ কেউটে,
দু মুখো সাপ তে মুখো সাপ,
দু মুখো সাপ তিন্ টে ;
খোয়ে গোখ্রা, দোকে গোখ্রা ।
কলারে গোখ্রা বড় তেজরা
ওগো দেখে যা গো দেখে যা,
আমার সাপের পাঁচ পাঁচ পা
রং বে রঙের ছিলি মিলী গা ।
ওগো সাপে বাঁদরে খেলা করে ।

রাজকৃষ্ণ রায় ।

## বিভাস—একতালা ।

চল ভাই আর দেরি নাই ঐ টিকিটের ঘণ্টা প'ল ।
হায় নাই কৈনেনে, দেখে শুনে তল্পী তোল ॥
প্যাসেঞ্জার যাচ্ছে যত বলে টাইম ওভার হ'ল ।
ঐ হুড় হুড় আস্ছে গাড়ী, হুড়ো হুড়ি লাগায় ভাল

কোন্ ব্যাগে যাচ্ছ বেগে, যাত্রা আগে টিকিট পেল।
কেউ না যেতে টিকিট কিনে, গোবিন্দ ম্যানে চালায় দিল
কতক্ষণ তচ্ছে রোদন হে গোবিন্দ একি হলে।
কি নিয়ে কর্ব্বো টিকেট, হায় কে পকেট কেটে নিল॥
দীন দুঃখী দেখে টিকেট মাষ্টার যাকে তারে দয়া ছিল।
বিনামূল্যে অনায়াসে পাস্ পেয়ে সে পালিয়ে গেল।
হরি হরি কও সকলে, চারিদিকে অলরাইট বল॥

দীন বাউল।

## বেহাগ—খেমটা।

ওরে মন তোমার আর বাদে কাল ভবের পাট্টা ফুরাবে
এখন উপায় আছে ভেবে নে ভবানী ভবে॥
কোথা থাক্‌বে ঘড়ী ঘড়ী, পড়ে গড়াগড়ি যাবে।
গালপাটা কাটা গোঁপে কে আদরে আতর মাখাবে॥
পমেটম্ অেয়ারে দিয়ে চেয়ারে কে বসে রবে।
বিধুমুখে বিধুর টপ্পা গান কর্‌বে কে প্রাণ জুড়াবে॥
বুকের হাতি ঝুলিয়ে চাবুক মেরে কে জুড়ি হাঁকাবে।
আরামে আরামে গিয়ে খুসী হয়ে বাগী খাবে॥
বুক টেনে রমণী সনে রমণে কে মজা নেবে।
দুটী নয়ন করে রাঙ্গা গ্লাস টেনে কে কথা কবে॥
টানা পাখা টাঙ্গিয়ে দিয়ে বৈঠকখানায় বাতাস খাবে।
ফুলের তোড়া সামনে রেখে সট্‌কা টেনে সাধ মিটাবে।

রাগ হ'লে ডাক্তারে যখন নাড়ী টিপে জবাব দিবে।
তখন তুইল ধরে উইল করে পরের হাতে দিতে হবে ।।
যেন একটী পয়সা ব্যয় করনা মহামায়ার মহোৎসবে।
এখন পাঁচে পাঁচ মিশাবে তখন পাঁচ ভূতে সব লুটে খাবে
শেষে ভুলে খাটে তখন হুঁদরী কাটে সাধ মিটাবে।
প্যারী বলে যাবার সময় মা সাহেব কে সঙ্গে যাবে ।।

প্যারীমোহন কবিরত্ন।

ষট্ চক্র ভেদ।

## মুলতান—খেমটা।

দেহ বন কলের গাড়ি ব্যাপার কিবা পরিপাটি।
মূল হ'তে লাইন খুলে গেছে ইষ্টেশন ঘাটি ঘাটি ।।
আধ্যাত্মিক দণ্ডমূলে, কুণ্ডলিনী মুখ তুলে,
সহস্র টিকানায় প্রভু ভুলে, চন্দ্র আদি আছেন ঘুটি।
শরীর কথা শোনরে প্যাঁচে, সুষুম্নাতে রেল বসেছে,
তার দুপাশে তার চলেছে ইড়া পিঙ্গলা এই দুটী ।।
কৃপা বাষ্প দিয়া ছাড়ি, শ্রীগুরু চালান গাড়ি,
হংস হংস রব ছাড়ি, চলে গাড়ি ছুটো ছুটি।
শান্তি নিকেতনে যেতে, জীবাত্মা চড়েন তাতে,
চলে যান আনন্দেতে, তেজে ভবের খাটাখাটি।
মধ্যে পঞ্চভূতবাড়ি, কন্দের মধ্যে নয় তরি,
তার পাশেতে লক্ষ করি, দেখরে এক ডাকাত ঘটী।

ধর্ম্ম কর্ম্ম জপ ব্রত, পথের সম্বল কত শত,

জীবাত্মা পাইয়া যত, চলে যান যে আপন বাটী।

দীক্ষার সম্বল সাথে, নিবৃত্তি টিকিট্ হাতে,

তবেই যাবে মুক্তি পথে, গোপাল কহিছে খাটি॥

রাম গোপাল মুখোপাধ্যায়

কবির গান।

১ চিতান। সখি, আর কৃষ্ণের কথা শুনায়োনে,

জ্বালায়োনে প্রাণ গো আমার।

১ পর চিতান। কালরূপ চক্ষে হেরিব না আর।

১ ফুকা। কুল শীল লাজ পরিহরি,

যার বাঁশী শুনে দাসী হলাম চরণে,

বড় ছলে সেই হরি চাতুরি।

১ মেলতা। আর কাল রূপ হেরব না, হেরিলে বল না,

কালার প্রেম কাল আমার হইল।

মহড়া। কৃষ্ণ যার প্রেমের অনুরাগী এখন গো,

সেই খানে যাইতে বল।

যদি আমারি হতেন শ্যাম, হতেন না আমার বাম,

সুতাতাম্বে লয়ে চিকণ কালা।

খাদ। মাধব আমার আশা, করি নিরাশা,

চন্দ্রাবলীর আশা পুরাইল।

২ ফুকা। সখি, জান্‌লেম লিখি যার আশাতে

সেই প্রতিকূল যদি আমার হইল,

কাজ কি এ ছার প্রাণেতে।

২ শ্রেণ তা। কৃষ্ণ যার এখন তারই শোক,

আমারই প্রাণে শোক,

কৃষ্ণ বিচ্ছেদে আমার না হয় প্রাণ গেল।

রামচন্দ্রসম রাগ।

## প্রসাদীসুর—তাল একতালা।

এই দেহ রেল রোডের কল।

ভব পথে করচে চলাচল ॥

কোথা জেমস্ ওয়াটের বুদ্ধি এর এন্জি অদ্ভুত কৌশল,

জঠর বয়লারেতে জমচে বাষ্প, দিয়ে অন্ন আগুন জল,

আহারাদি কয়লার গাদি, পড়েছে তাতে অবিরল।

ভাঙ্গা ফুটো সারা, অয়েল করা ডাক্তারের কাজ কেবল

সম্মুখেতে লণ্ঠন তার, চক্ষু দুটী সমুজ্জ্বল।

ঐ যে শ্বাস পবনে, হচ্চে কলের ভুসভুসানি অবিরল ॥

শরীর সূক্ষ্ম শিরা যত, প্রহরী হয় প্রতিপন্ন।

ধর্ম জ্ঞান গার্ড, কাম ক্রোধ, এ গাড়ীর আরোহী দল

জনকের ডিপার্টমেণ্ট এর জননীর গর্ভস্থল।

বাজী বাগান হয় ষ্টেশন, করিতে এ কল শীতল ॥

তপ জপ টার্মিনাস দুই, ড্রাইভার তায় মন প্রবল।

যাহার সম্বল, দীনকাঙ্গালে তব কল্যাণ কেবল ॥

## বাউলের সুর।

শ্যাম তুমি যাবে যাবে নিজ স্থানে,

গমন কর ধীরে ধীরে।

শান্তি করেনা কথা, দারুণ ব্যথা,
আবার এসে পায়ে পড়ে।
তুমি নিজে রাখাল, নন্দের গোপাল,
ধেনু রাখ বনে বনে,
জাননা নারীর বেদন, মধুসূদন,
প্রভাতে জ্বালাও হে কেনে।
তুমি নিজে চাষা, বুদ্ধি নাশা,
ঘোল খেয়ে যাও মাখন ফেলে,
মাথাটি মুড়িয়ে দেব, ঘোল ঢালিব,
মুখ দেখাবে কেমন করে॥
ও কাল আসবার আশে, থাকলেম বোসে
আমরা যত সখি মিলে,
জ্বালায়ে মোমের বাতি, সারারাতি,
প্রেম কালাচাঁদ, আসবে বোলে॥

## রামকেলী—কাওয়ালী।

জয় নারায়ণ ব্রহ্ম পরায়ণ শ্রীপতি কমলাকান্তং।
নাম অনন্ত কাঁহা সাগরবর্ণ শেষ না পায়ে অন্তং॥
শিব সনকাদি আদি ব্রহ্মাদি নারদ ধ্যান মহন্তং।
রামরূপ ধরু রাবণ মারে কুম্ভকর্ণ বলবন্তং।
বসুদেব গৃহে জনম লিয়ো হ্যায় নামধর যদুনাথং।
কৃষ্ণরূপ ধরে অসুর সংহারে কংসকো কেশ গহন্তং।

জগন্নাথ জগদ্গুরু চিন্তামণি ইষ্ট হৃদে দেখি চিন্তং।
দশমস্কন্ধ ভাগবত গাওয়ে সুরদাস ভগবন্তং॥

সুরদাস।

## বাউলের সুর—একতালা।

এবার ভাঙ্গলো ভবের বাসা।
(বাসা ভেঙ্গে যায় চিরদিনের মত)
আছে যে সব মালামাল,
এই বেলা সব সামাল সামাল,
ঠেকলে হবে সবাই পয়মাল, (ও ভাই)
কোন দিনে ঘুচিবে কান্না।
নয় দিকেতে দেশ ফেটেছে, শেষ সকল কেটে গেছে,
ঘরের ছয়জন নয়কো সুজন, (ও ভাই)
তারাই তোমার কর্ম্মনাশা।
কোন সাহসে আছ বসে, ঘরেছে ঘুণ খুঁটার পাশে,
যারা সাহস দিচ্ছে এসে, (ও ভাই)
তারাই দেখবে রং তামাসা।
গুছিয়ে নে তোর কাঁথা ঝুলি, ছাড় সুখে বিষয় বুলি,
মুখে হরি হরি বলি, কর যাবার পথ খোলসা (ও ভাই)

শিবপুরের বাউল।

## মল্লার—তেতালা।

ও মন কোরাণী উচিত উপদেশ বলি শোন।
কার তরে বল, করছো উপার্জ্জন,
মরে পরে উহারা হবে হাঁপিয়ে নিধন॥

ছুটোছুটি কচো ছুটি, করে কেন বাড়চ্ছ ফুটি,
কুটী নয় যে পাপের কুটী, কালকূট ভক্ষণ ।
মজিলি বিষম বিষে, ভাব্‌লি না কি হবে শেষে,
শিয়রে কালসর্প বসে করিছে গর্জ্জন ।।
ডেকেছেন সব ডাক্তার এসে,
খাইয়ে আরক শিশে শিশে,
বিলেত্তার বাগিয়ে শেষে, করবে পলায়ন ।
পাড়াপড়োসের আশে পাশে,
বাড়ীর লোক থাক্‌বে বসে,
তুই হবি কর্পূরের শিষে, উড়ে যায় যেমন ।।
মান্‌বে না কুইনানের গুঁড়ো, নিয়ে যাবে শিঙে ফুঁকে
হেঁসে দেখবে বাবা খুড়ো, কে করে বারণ ।
গোপাল বোসের গরম নাকে,
যে নাকেতে বিকার নাশে,
সে তুফানে যাবে ভেসে, হবে অকারণ ।।
ভোজের বাকি যেনো সব, দারা সুত সবান্ধব,
শব নিয়ে শ্মশানে গিয়ে করাবে শয়ন ।
চিৎ করে চিতাতে ফেলে, মুখে দিবে আগুণ জ্বেলে,
একলা রেখে আসবে চলে, ফিরায়ে নয়ন ।।
নবদ্বিজ বাবুরা এসে, আনন্দে অন্তরে বসে,
ক্ষীর গোল্লা গোলাপী করিবে ভক্ষণ ।
তাদের হইবে শ্রাদ্ধ, ভিক্ষাকাঙ্গাল প্রায় বরাদ্দ,
গুরু পুরোহিত ফেরে করিবে ক্রন্দন ।

কবিরত্নের যুক্তি ধর, কলে দুর্গাপূজা কর,
দণ্ডপাণির দণ্ডভোগ হইবে খণ্ডন।
এনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে, নিযুক্ত কর চণ্ডীতে,
চণ্ডীর চরণে বিষয় দাওরে বিসর্জ্জন।

প্যারীমোহন কবিরত্ন।

## খ্রীষ্ট সঙ্গীত।

### গীত—নূনের সুর।

জয় জয় মৃত্যুঞ্জয় প্রভু যীশু হে, পতিতপাবন,
পতিতপাবন, অধমতারণ,
পতিতপাবন কাঙ্গালশরণ।
তুমি পাপীগণে উদ্ধারিতে, সহিলে যন্ত্রণা,
তুমি কণ্টক মুকুট শিরে করেছ ধারণ।
তুমি অপার পাপ সাগরে পাপীতরে, (দয়াময় হে)
তুমি প্রায়শ্চিত্ত পুণ্যসেতু করেছ স্থাপন।
তুমি প্রেমধন বিতরণে জীবগণে, (দীননাথ হে)
তুমি চিরসুখী করিয়াছ ওহে নারায়ণ।
তুমি দিব্য বাক্য প্রচারিতে
আসি জগতে, (দীননাথ হে)
তুমি পাপী তাপি করগ্রাহী করেছ গ্রহণ।
তুমি বলিরূপ উপহারে, (দয়াময় হে)
তুমি ভক্ত রক্ষা হেতু রক্ত করেছ সেচন।

বৃদ্ধ হলে মর্‌বে জ্বলে দেখ্‌লে তাদের ব্যবহার।
এ ভবে কত এলো, কত গেলো কেবা করে সংখ্যা তার,
জীবের জন্মে ধিক্‌, এ অলীক সংসারে সং সাজা সার॥
আস্‌বে কত যাবে কত, এই এক খেলা চমৎকার॥

অক্ষয়কুমার গুপ্ত।

## বাউলের সুর।

তোর মত মন্ বোকা চাষী আরত দেখি না।
(তোর) দেহ জমি রৈল পড়ে আবাদ কল্লি না॥
শমনের পেয়াদা এসে, (যখন) করবে তলব ধরবে কেশে,
মালগুজারী কর্‌বি কিসে, কিছু ভাবলি না।
থাকতে ঘরে হলো এঁড়ে, (তুই) কল্লি না চাষ ওরে খুঁড়ে,
গেলে তোর পাঁচজনার গড়ে, তাওত বুঝলি না।
কি মজা হবে তোর শেষে, (তুই) সর্ব্বস্ব খুয়ালি চাষে,
কাল কাটালি বসে বসে কথা শুনলি না।

অক্ষয়কুমার গুপ্ত।

জীবন প্রদীপ জ্বলছে রে ঘরে।
কোন্ দিন নিবে যাবে ক্রম্ করে।
(তখন) অন্ধকারে মহাঘোরে বেড়াতে হবে ঘুরে।
এটা কার ঐ রয়েছে খোলা, সামাল্ সামাল জীবন প্রদীপ
সামাল এই বেলা, আস্‌বে যখন কালের ঝটিকা,
আটকাবি কি প্রকারে।

তুই নাকি পাক্কি তাঁতি মস্ত করাতি,
বল্লে কথা তাই শোন মা ;—
বিবেক তেল রগে দিয়ে, গৌর বলে
কোমর বেঁধে লেগে যানা।

অক্ষয়কুমার গুপ্ত।

(কেন) কু অবশে আছিস বসে ওরে অলস মন।
(তুই) এ দেহ তাঁতে কল্লি কাবাই গুনলিনা বারণ॥
বরে গোড়ন্‌ তাতে যাতে, (তুই) ধর্ম্ম ধুতি বোন্‌ এ তাঁতে,
গতি মুক্তি হবে যাতে, ছেঁাড়ে না শমন।
ভক্তি সুতায় দিয়ে টানা, (হরি) নামের পড়েন তায় গোড়না,
শ্রীকৃষ্ণ মাকুখানা চালাও সর্ব্বক্ষণ।
(তুই) নিজে হবি বেজ্ঞা তাঁতি,
(তোর) আসল কাজে নাইকো মতি,
কি হবে রে দিনের গতি, ভাবলি না এখন।

অক্ষয়কুমার গুপ্ত।

দেহ গোপীযন্ত্র বাজাও জোর করে।
বাজারে খুব গুবগুবাগুব, গৌরাঙ্গ প্রেমের তরে।
মানস তারে শিঙ্গ হয়ে, সর্ব্বদা ডাক রে তারে :—
এ ভব ঘোর অকূল পাথার, অনায়াসে যে নিস্তারে।
রাধাকৃষ্ণ বাজাও স্পষ্ট, সকল কষ্ট যাক দূরে ;—
(ওরে) চাবের হাওয়া গোপীযন্ত্র, ভাঙবেরে দুদিন পরে

এই বেলা তুই জ্ঞান কাটিতে, বাজিয়ে নে যতন করে
অবহেলে তর্‌বি যদি, এ জলধি দুস্তরে।

অক্ষয়কুমার গুপ্ত।

কে জানে কিসের বলে, ঘুরছে কলে,
মানব দেহ চর্‌কাখানা।
জ্ঞান টেকোয় বুদ্ধি সুতো, অবিরত,
কাট্‌ছে কত তাও দেখ্‌না।
মানস মাল দড়ি গলে, সুকৌশলে,
রয়েছে কেমন আটকানা;—
যাতে কল ঘুর্‌ছে সদা, কোন বাধা,
বাধ্‌ছে না হায় কি কারখানা।
এ চর্‌কার বট্‌কো দুটি, চক্ষু দুটি,
বোটামুটি ভাই বল না;—
রয়েছে দুটো পাখী, মুখোমুখী,
কারিকর করে মন্ত্রণা।

অক্ষয়কুমার গুপ্ত।

এই হরিনামের খাসা অম্বুরি।
(ও মন) টান দেখি ধীরি ধীরি॥
নেশাতে গা উঠ্‌বে মেতে পারিবে যত [illegible]
সংসারে প্রবৃত্তি গুড়গুড়ী,
গড় গড়াবে টানকে তামাক ভক্তি নল ধরি
প্রেমের কল্‌কে লাগিয়ে আগুন, জ্ঞানের দম ভরে [illegible]

বিচার করে দেখ মনে মনে,
এমন ধারা মিঠে কড়া আরত পাবিনে,
এ তামাক তুই খেলে পরে, একেবারে যাবি তরি।

অক্ষয়কুমার গুপ্ত।

চাষ করি বলনা কি করে।
এ যে পড়েছি বিষম ফেরে।।
ভক্তি বেড়া ভেঙ্গে তাড়া, দিতেছে ছটা ষাঁড়ে।
একে ভব নদীর কূলে চাষ,
সদাই বসে সেই ভাবনা ভাবছি বারমাস,
মায়ার তরঙ্গে ত্রাস, পাইতেছি বারে বারে।
ঘরে আছে কৃষাণ পাঁচজনা,
এরা এম্নি অবশ আমার কথা শোনে না,
(তারা) সেই জমি পতিত করে দিলে যে নষ্ট মেরে

অক্ষয়কুমার গুপ্ত।

কৃষ্ণপ্রেমের মশারী, যতন করি,
খাটাও রে মন দেহ ঘরে।
শমন মশকের বাসা, সব দুরাশা,
ভেঙ্গে যাবে একেবারে।
পেতে তুই ধর্ম্ম গোদি, নিরবধি,
থাক্‌রে শুয়ে মজা করে;—
পুণ্য বালিশে মাথা, দিলে ব্যথা,
থাক্‌বে না তোর ত্রিসংসারে।

তোমার কারিকর এ রকম কল বানিয়েছে হায় না জানি।
কারিকরের আছে কল্পনা,
বানিয়েছে কল মানবতরি করে মন্ত্রণা,
(এ কল) ঝড় তুফান মানে না কিছু চলে দিবা রজনী।
ছজন দাঁড়ি অতি অভাজন,
এরা এমি অবশ আমার মানে না বারণ,
(এরা) তোলে না পাল ধরে না হাল,
ডুবায় বা নায় কি জানি।

অক্ষয়কুমার গুপ্ত।

কাল যায় থাকতে এখন, ও ক্ষেপা মন,
পেট ভরালি কচু খেয়ে।
হরি নাম সুধা ফেলে, বিষয় খোলে,
কচু তো রে পান খুসী হয়ে।
ওরে ও মন ভ্রমরা একি ধারা, গিয়েছ কি অন্ধ হয়ে;
কৃষ্ণপ্রেম পদ্ম ফেলে, বন শিমুলে,
একেবারে মজেছ গিয়ে।
বুঝি না বিবেচনা, ফেলে সোনা,
ভুলে গেলে পিতল পেয়ে;—
এত কি বিভোল হলে, চন্দন ফেলে,
যতনে ছাই মাখছো গায়ে।

অক্ষয়কুমার গুপ্ত।

মনপিঞ্জরে পুষে কাঠঠোকরা,
আমি দিবানিশি হই সারা।

মানস এঁড়ের বিষম রোগ হলো।
এ রোগ কিরূপে হবে ভালো॥
জিরেতে অধর্ম্ম আওলা লেগেছে কি করি বল।
হরিনাম জাব ভক্তি খোল খেয়ে,
দিচ্ছি খেতে এ দেহ গোয়ালে ওয়ে রেখে,
রোগের ভরে খেতে নারে, বুঝি বা মারা গেল।
ডেকে এনে গুরু গো বৈদ্য,
মন্ত্র পাঁচনীতে তারে লাগালাম হদ্দ,
কিছুতে হলো না কিছু সন্নিপাতে চার মলো।

অক্ষয়কুমার গুপ্ত।

মন যদি তুই বাঁচাবি মাথা।
তবে শোন্ আমার কাজের কথা।
(হরি) নামের ছাতা মাথায় দিয়ে যথা খুসি যাও তথা।
এ ছাতা তুই দিলে মস্তকে,
কিছু মাত্র পাপের রৌদ্র লাগবে না তোকে,
বেড়াবি তুই মনের সুখে, পাবি না কোন ব্যথা।
(কেন) থাকতে ঘরে এমন ছাতা, ভিজে মরিস সর্ব্বথা।

অক্ষয়কুমার গুপ্ত।

কি মজার কল এ দেহ খানি।
এ কল বানিয়েছে কে না জানি।
এ কলে বসে সদাই চলে ফিরা দিবা রজনী॥

আজ বাদে যেতে হবে জানিস্‌নে।
মায়ার ঘোরে আছিস পড়ে একবার ও তা ভাবিস্‌নে
আপন আপন আপন করে, রজনীতেও ঘুমুস্‌নে ;—
(ওরে) মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে আপন কর্ম্ম বুঝিস্‌নে।
সাধের বাড়ী গড়াগড়ি যাবে রে শেষের দিনে ;
ফাঁক পেলে তাক্ লাগিয়ে দিয়ে,
উড়বে পাখী কোন বনে।
এখন খুঁজে হৃদয় মাঝে, ডাক্‌রে মনা সেই জনে ;—
(নইলে) নামের গুণে পাপীগণে, দিচ্চে ফাঁকি শমনে

অক্ষয়কুমার গুপ্ত।

মুক্তাপ্রেম খাসা ছেনে, ভক্তি ঢেলে,
বানিয়ে ফেল প্রেম খিচুড়ি।
যাবে তোর পাপ অরুচি হবে রুচি,
তিন দিনেতে ছাড়বে জুঁড়ি।
চুইয়ে মন সাবধানে, যোগ আগুনে,
চড়িয়ে দেনা দেহ হাঁড়ি ;—
বিবেক জল দিয়ে তাতে, বিধিমতে,
ঘন ঘন নাড়রে নাড়ি
বৈরাগ্য পটোল ভাজা, হবে মজা,
হবে কিছু বাড়াবাড়ি।
শুদ্ধ ঘি দিতে ছেনে, লেবু ফুলে,
আপনারে তুই এ আনাড়ি।

গড়িব বলে এত কারখানা,
(আমি) দুদু এঁড়ে দুয়ে মলাম দুধ পেলাম না,
(তুই) মলোম ছেড়ে, কাঙালি কাল
কেবল রে ছুবোন বলি।

অক্ষয়কুমার গুপ্ত

পয়সা না থাকলে পরে, এ সংসারে,
আনাগোনা কেউ করেনা।
আদরে কয় না কথা, দারা সুতা,
পিতামাতা বন্ধুজন।
সংসারে পয়সা ভক্তি, পয়সা মুক্তি,
পয়সাতে হয় পাওয়ানা;—
পয়সাতে সকল মেলে, পয়সা দিলে,
বাঘের চক্ষু যায় রে কেনা।
পয়সাতে মোক্ষ ফলে, পয়সার বলে,
কাজ কত কি কারখানা;—
পয়সাতে বাঁচে ভবে, এ সংসারে,
ঘোর পাতকী ফুটেকানা।
নিতান্ত ঘাটের মড়া, অতি বুড়া,
কেশেকেশে প্রাণ বাঁচে না;—
অনায়াসে হচ্ছে বিয়ে, পয়সা দিয়ে,
কতশত তাও দেখনা।
হলেই বা জেতে মুচি, তারও শুচি,
দেখে কিছু নাইকো ঘৃণা;—

## বাউলেরসুর—আড়খেমটা।

আমার মন মায়া জালে বদ্ধ হইওনা।
পাকচক্রেতে পড়লে রে মন উঠতে পারবি না।
মন বলে তুই বোঝ দেখি, সংসারের কর্তা কি,
বিষয় কাজে মত্ত হলে হরি পাবি না।
তাই বলি মন বারে বারে, কেন বেড়াও [illegible]
এত করে বলি তোরে বুঝেও বুঝিস না।
দ্বিজ কেদারের ক্ষেপামনে মনের ঘোর কাটে না [illegible]
সূক্ষ্ম পথে না গেলে মন হরি পাবি না।

কেদারনাথ চক্রবর্তী।

## বাউলের সুর—খেমটা।

ওরে মন পড়ে কেন অন্ধ কূপেতে,
হরি নাম সার করলে উঠবি রে তাতে।
হরিভজন হরিসাধন হরি হরি কররে মন
ঐ নামেতে মত্ত হলে উঠবি কূপ হতে॥
আর কিরে তোর সময় আছে,
মিছে ভাবনা ভাবো মিছে,
বিফল জেনে প্রাণ খোয়াবি পড়েছিস যাতে।
যাঁর ভক্ত চিন্তা হৃদে জাগে,

জননী জঠরে যখন ছিলি ওরে আমার মন,
কত কষ্ট পেয়ে ছিলি মাতৃ গর্ভেতে।
দ্বিজ কেদারের বাক্য ধর, মনের গোল রে ত্যাগ কর,
সেই দীননাথের শরণ লেরে থাকবি সুখেতে॥

কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী।

## পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

### জয়জয়ন্তি—একতালা।

কি লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়।
বঙ্গদেশী দ্বিজ, গুণধাম্ প্রাজ্ঞ,
দয়ার সাগর সাগর দয়াময়।
সংসার কেশরী শাস্ত্র সংস্কারে,
সমতুল্য ব্যক্তি মিলেনা সংসারে,
সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা সুপারগ বিচারে,
মহাকবি কাব্যে মহোদয়।
অসম্ভব এত গুণ একাধারে,
চিন্তিতে বোধ হয় বুদ্ধিশক্তি হারে,
দীনগণে যত্ন সহ উপকারে,
অতি সাধু সরল হৃদয়।
মহাত্মার যে সব চিহ্ন সুলক্ষণ,
সাগরের শরীরে আছে বিলক্ষণ,

তাঁর পরলোক কার না হয় শোক,
কীর্ত্তিস্তম্ভ দেশে স্থাপা আবশ্যক,
প্যারী কয় লোকের শোক নিবারণে ॥

প্যারীমোহন কবিরত্ন ।

রাজা রামমোহন রায় ।

## ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা ।

কোথা আছ দেখ এসে মহামতি রামমোহন ।
তোমার জন্মভূমি ভারতভূমি হয়েছে কি সুশোভন ॥
যে বৃক্ষ রোপিলে তুমি, ছাইল তাই বঙ্গভূমি,
ফল পুষ্প পত্র তার হইয়াছে অগণন ।
আশা তব ছিল যাহা, বুঝিবে লোক সত্য তত্ত্ব,
কিন্তু কিবা পরিবর্ত্ত, হয়েছে এখন ।
তোমায় যারা করিত পীড়ন, তাদের সন্তান গণ,
কৃতজ্ঞতা উপহার তোমায় করিছে অর্পণ ॥

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

রমাপ্রসাদ রায় ।

## বিভাস—আড়াঠেকা ।

সুবিখ্যাত বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের লোকান্তরে ।
দলেকে শোকে বিমগ্ন, দুস্তর দুঃখসাগরে ॥
বহু মহৎ আচরিতে, আর্ত্তজন বিপদিতে,
দিলে না প্রাণে বাঁচিত, জল হইতে তাহারে ।

কেঁচো খুঁড়তে গর্ত্তে বেরুল কাল সাপ,
পোড়ার লোক ক্ষেপা হলো একি পাপ,
আমার কল্লে অস্ত্র অকারণে।
হাতুড়ে রোগ ডেকে আনলেন ডাক্তার বেলি
এলিফারী বা হউক চিকিৎসা প্রণালী,
চিকিৎসার দোষে মারা গেছেন খালি,
বেলী বালী বেলকারের জন্যে।
রমোপম এই জন্ত্রের উচ্ছেদন,
যে পারে তারই ঘটিবে বিপদ,
রমাপ্রসাদ খাঁর হয়ে গেলেন বধ,
এ আগুনে পদে পদার্পণে।
শাহি অন্নদা জগদানন্দ, দুর্গারাধা জজ শশারবিন্দ,
দকরক্ষ পাণে করিছে দণ্ড,
কে পারে গন্ধ সবারি মনে।
কৃষ্ণকিশোর শ্রীনাথ আশু অনুকূল,
উকীল অলিকুল হয়েছেন আকুল,
বিরুদ্ধ যার প্রতি সেই পাবে কূল,
শিকড় মাস্তুল কাকে কে তা জানে।
দেখে শুনে কবিরত্ন বলে সেচে,
যে পা দেবে এ আগুনের পাকে,
সে জন নিশ্চয় পড়িবে বিপাকে,
সবে না এ পথ মাড়ালে পাকে।

প্যারীমোহন কবিরত্ন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

### বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কে রচিবে মধুচক্র মধুকর মধু বিনে।
মধুহীন বঙ্গভূমি হইয়াছে এতদিনে॥
কুহকীকল্পনা সনে, কে আনিবে রঙ্গ স্থলে,
কুমারী কৃষ্ণা কমলে মোহিতে মনে।
কে অপূর্ব তান সনে, বীররসে মাতাইয়ে,
শুনাইবে মেঘনাদে, গম্ভীর গর্জনে।
বীরমদে অম্বুনাদে, কে আনিবে মেঘনাদে,
কাঁদিবে প্রমিলা সনে, শোকে বিপিনে॥

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

রায় দীনবন্ধু মিত্র।

### বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

দীনবন্ধু দুঃখিনী বঙ্গের কালে এত দুঃখ [illegible]
বঙ্গের উজ্জ্বলমণি, কবিকুল-চূড়ামণি,
সেই দীনবন্ধু হায়! কোথায় রহিলে।
যাঁহার লিপি কৌশলে, দেখাইতে রঙ্গস্থলে,
নব নব সুনাটক বঙ্গীয় কুলে।
লেখনী কৌশলে যার জীবন্ত সমাচার,
সেই দীনবন্ধু হায়! শমন কোলে।
চির নবীনা কামিনী, মাতৃভাষা তপস্বিনী,
কাঁদে এবে অনাথিনী মরম জ্বলে।

## সঙ্গীত রচয়িতা কতিপয় সাধক ও কবির জীবন-চরিত।

---

### বিদ্যাপতি।

বৈষ্ণব কবিদিগের শিরোমণি, বঙ্গের আদিকবি বিদ্যাপতি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মধুবনী মহকুমার অধীন বিসপী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গণপতি, পিতামহের নাম জয়দত্ত, প্রপিতামহের নাম বীরেশ্বর, বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম দেবাদিত্য এবং অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম কর্ম্মাদিত্য। বিদ্যাপতি তৎসাময়িক মিথিলাধিপতি, রূপনারায়ণ উপাধিধারী মহারাজ শিবসিংহের সভাপণ্ডিতের পদ অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। শিবসিংহ গুণের আদর করিতে জানিতেন। তিনি বিদ্যাপতির অসাধারণ কবিত্বগুণে বিমোহিত হইয়া তাঁহার জন্মভূমি বিসফী গ্রাম তাঁহাকে সাদরে প্রদান করেন, তাহার সাক্ষী স্বরূপ ঐ গ্রাম এখনও তদ্বংশীয়দিগের অধিকারে রহিয়াছে।

প্রাচীন কবিগণের মধ্যে অনেকেই ব্রজবুলি, মৈথিলী ভাষায় গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাপতিও

[illegible] রচনা করেন, অন্যান্য গ্রন্থের রচনার কাল জ্ঞাত হইবার উপায় নাই, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে ইনি যুক্ত হইতেন।

বিদ্যাপতি ঠাকুরের পুত্র হরপতি ঠাকুর, তস্যপুত্র রতিপতি ঠাকুর, তস্যপুত্র রঘু ঠাকুর, তস্যপুত্র বিশ্বনাথ ঠাকুর তস্যপুত্র পীতাম্বর ঠাকুর, তস্যপুত্র নারায়ণ ঠাকুর, তস্য পুত্র দিনমণি ঠাকুর, তস্য পুত্র তুলা ঠাকুর, তস্য পুত্র [illegible]নাথ ঠাকুর, তস্য পুত্র ভাইয়া ঠাকুর ইহার দুইটী পুত্র জ্যেষ্ঠীর নাম নান্দুলাল অপরটীর নাম ফণিলাল, নন্দলাল [illegible]নামক নামে ১ পুত্র এবং ফণিলালের বদরীনাথ ঠাকুর নামক ১ পুত্র ইহারা উভয়েই অদ্যাবধি জীবিত আছেন।

বিদ্যাপতি পরিণত বয়সে অমরধামে গমন করেন, তাঁহার সৌভাগ্য ক্রমে তদীয় জীবিতাবস্থাতেই তাঁহার গান সুদূর মিথিলা হইতে নবদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এক্ষণে এই অমরকবির অমরকবিতা বঙ্গের প্রায় প্রতি গৃহে সংগৃহীত আদৃত ও পঠিত হইতেছে, রুচিদ্রোহী ব্যতীত ঐ অমৃতের আস্বাদে শিক্ষিত জগতের কেহই বঞ্চিত নাই।

---

## চণ্ডিদাস।

প্রকৃতির প্রিয়পুত্র, কৃষ্ণকীর্তনের আদিকবি দ্বিজ চণ্ডিদাস নান্নুর গ্রামে ১৩৩৯ শকাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। নান্নুর বীরভূম জেলার অন্তর্গত একটী পল্লীগ্রাম। এই গ্রাম

সংসারের এক অতীত স্থানে ক্রীড়া করিতে রহে। দের কবিতাতে এক প্রকার বিশেষত্ব আছে; যাহা পর কবির রচনায় প্রায় দেখা যায় না। অধিকন্তু কবিতা পাঠ মাত্রেই চিত্তহরণ করিয়া লয়। ইহার র বিষয় ইহাঁর নিজের ভাষাতেই যেন বলিতে করে।

"প্রাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো
আকুল করিল মন প্রাণ।"

বকবি চণ্ডিদাস ১৩৯৯ শকে তাঁহার নিজগ্রামের টবর্ত্তী ষতিপুর নামক গ্রামে পরলোক গমন করেন। রও মতে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ছাতনা গ্রামে র পরলোক প্রাপ্তি হয়। তাঁহার মৃত্যুর কারণ বড়ই চনীয়। তিনি পূর্ব্বলিখিত গ্রামদ্বয়ের মধ্যে একটী ম কীর্ত্তন করিতে গমন করেন, বিধির বিড়ম্বনায় কার নাটমন্দিরটী হঠাৎ তাঁহার উপর ধসিয়া পড়ে তেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

---

## নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

১৭৩৫ শকাব্দায় ( সন ১২০২ বঙ্গাব্দে ) জেলা বর্দ্ধমানের র্গত বাম্না থানার অধীন নাকালগ্রামে, কাঞ্জিলাল শ ৺নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জন্ম হয়। ইহাঁর ার নাম ৺কাশীনাথ চক্রবর্ত্তী। ইহাঁরা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ

নগর ও কেমতা গ্রামে ১০ দশ বৎসর এই বিংশ বৎসর কাল গোমস্তাগিরি কার্য্য করেন।

১৭৯০ শক হইতে ১৭৯৩ শক পর্য্যন্ত তিন বৎসর যাবৎ যখন বর্দ্ধমানে ভয়ানক ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সময়ে ইহাঁর চারিটী পুত্র, পত্নি ও স্বয়ং ঐ রোগে অত্যন্ত কাতর হইয়া প্রায় ২।৩ মাস শয্যাগত থাকেন, সেই সময়ে জমীদারীর খাজনা আদায় না হওয়াতে ইহার কার্য্যটী যায়। তদবধি ইনি জীবনের শেষ অবস্থা পর্য্যন্ত আর কাহারও অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন নাই।

দুঃখ কখন একাকী আইসে না। যখন ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত হইয়া ডাক্তার ও কবিরাজ দিগকে সঞ্চিত অর্থ সমস্ত দিয়া এক প্রকার নিঃস্ব হইয়াছেন, কষ্টে সৃষ্টে একপ্রকার সংসার চলিতেছে সেই অবস্থায় ১৭৯৬ শকাব্দায় ৬শ্রাবণ নিদারুণ ওলাউঠা রোগে তদীয় কনিষ্ঠ পুত্রটী কাল গ্রাসে পতিত হইল। ইহার দুই দিন না যাইতে যাইতে ৮ই শ্রাবণে তদীয় সহধর্ম্মিণীও উক্ত রোগাক্রান্ত হইয়া সাধ্বী সতী চারিটী পুত্র ও পতিকে রাখিয়া তাঁহার সংসার শূন্য করিয়া জগজ্জননীর শান্তিময়ক্রোড়ে চিরনিদ্রিত হইলেন।

যদিও তিনি জানিতেন যে জগতের গতিই এইরূপ। তাহার জন্য শোক তাপ করা বৃথা, কিন্তু তাঁহার অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকগুলির বিষয় ভাবিয়া অত্যন্ত অধীর হইলেন।

## কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।

সুপ্রসিদ্ধ হালিসহরের অন্তঃপাতী কুমারহট্ট গ্রামে, অনুমানিক ১৬৪২ শকে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের জন্ম হয়। তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রামেশ্বর সেন ও পিতার নাম রামরাম সেন ছিল। রামপ্রসাদ বাল্যকালে সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়া ছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তির বাটীতে মুহুরিগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হন। তাঁহার প্রভু অতিশয় গুণগ্রাহী লোক ছিলেন। তিনি রামপ্রসাদের কবিত্বগুণে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে সংসার চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কেবল কবিতা রচনা ও ঈশ্বর আরাধনা করিতে অনুরোধ করেন এবং যাবজ্জীবন মাসিক ত্রিংশৎ মুদ্রা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া তাঁহাকে বাটী পাঠাইয়া দেন।

এই সময়ে কৃষ্ণনগরের অধিপতি সুবিখ্যাত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় মধ্যে মধ্যে বায়ুসেবনার্থ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া কুমারহট্টে আসিয়া অবস্থিতি করিতেন। তিনি রামপ্রসাদের ভক্তি পরায়ণতা ও কবি　　অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ১০০ বিঘা নিষ্কর ভূমি ও "কবিরঞ্জন" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান লইয়া "কবিরঞ্জন" নামে একখানি পদ্যময় গ্রন্থ প্রণয়ন পূর্ব্বক রাজাকে সমর্পণ করেন। মহারাজ রামপ্রসাদকে কুল

নগরের রাজসভায় রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। যাহা হউক রাজা কুমারহট্টে আসিলেই তাঁহার গীত শ্রবণে ও তাঁহার সহিত সদালাপে কালহরণ করিতেন। তৎকালে কুমারহট্টে আজু গোঁসাই নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, সকলে তাঁহাকে পাগল মনে করিত। কিন্তু কবিতা রচনায় তাঁহার যেরূপ অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল তাহাতে তাঁহাকে পাগল বলিতে ইচ্ছা হয় না। কথিত আছে, রামপ্রসাদ কোন গান রচনা করিলেই অজু গোঁসাই তৎক্ষণাৎ তাহার একটি উত্তর প্রস্তুত করিত। কৌতুকপ্রিয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র উভয়ের বিবাদ দেখিতে অতিশয় ভাল বাসিতেন।

কবিরঞ্জনের স্বর তাদৃশ সুমধুর ছিলনা, পরন্তু স্বরচিত পদাবলী গানে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। কথিত আছে, তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণে দেবদ্বেষী নবাব সিরাজ উদ্দৌলারও অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইয়াছিল।

রামপ্রসাদ বামাচারী ছিলেন এবং উপাসনার অঙ্গ বিবেচনায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সুরাপানও করিতেন। অনেকে তাঁহাকে বলিয়া অবজ্ঞা করিত, কিন্তু তিনি তাহাতে ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হইতেন না। তাঁহার অদ্ভুত কবিত্বশক্তি ও অসাধারণ ভক্তি দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে দেবীর বরপুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিত।

একরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, একদা কালী পূজার বিসর্জ্জনের দিন প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুরধুনীতীরে গমন

এবং একদিন গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া শ্যামা বিষয়ক পদ গাহিতে গাহিতে মানব লীলা সম্বরণ করেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রামপ্রসাদ "কবিরঞ্জন" নাম-একখানি বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। তদ্ব্যতীত তিনি "কালীকীর্ত্তন" ও "কৃষ্ণকীর্ত্তন" নামে অপর দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বিস্তর পদাবলী রচনা করেন। অনেকে বলেন তিনি একলক্ষ গীত রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু একথা কতদূর সত্য তাহা আমরা নিশ্চয় করিতে পারি না। কৃষ্ণকীর্ত্তন নামক গ্রন্থখানি এক্ষণে একেবারে লুপ্তপ্রায়। কালীকীর্ত্তনের রচনা অতিশয় মধুর এবং উৎকৃষ্ট ভাব সমূহে পরিপূর্ণ। কবিরঞ্জন প্রণীত বিদ্যাসুন্দর বাঙ্গালা ভাষায় একখানি প্রধান কাব্য। ইহাতে তোটক প্রভৃতি নানাবিধ ছন্দ সন্নিবেশিত দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ইহার রচনা স্থানে স্থানে কর্কশ ও জটিল বলিয়া বোধ হয়। এই কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরকে আদর্শ করিয়াই ভারতচন্দ্র তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন।

---

## দেওয়ান রঘুনাথ রায় মহাশয়।

আমাদের বক্তব্য কথা বলিবার পূর্ব্বে চুপীগ্রামের দেওয়ান মহাশয়ের একটু পরিচয় বলিব। জেলা বর্দ্ধমানের

অন্তর্গত ঢৈনর কাল্নার অধীন চুপীগ্রামের দেওয়ান বংশ অতি প্রসিদ্ধ। এই বংশে ব্রজকিশোর রায় নামক এক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। বর্দ্ধমান রাজবাটীর দেওয়ানী কার্য্যই ইহাঁদিগের বংশপরম্পরার উপজীব্য। কথিত আছে যে নবাব সরকারে রাজস্ব দিতে অপারগ হওয়ায় মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজউদ্দৌলা বর্দ্ধমানাধিপতি কীর্ত্তিচন্দ্র বাহাদুরকে বন্দী করিয়া রাখিয়া ছিলেন। এদিকে দেওয়ান ব্রজকিশোর রায় মহাশয় টাকা সংগ্রহ করিতে ছিলেন। বর্দ্ধমানাধিপতি কীর্ত্তিচন্দ্রকে নবাব কাচনির্ম্মিত ঘরে রৌদ্রে রাখিয়া যাতনা দিতে ছিলেন। মহারাজ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া জমিদারী "ইস্তফা" লিখিয়া দিয়াছেন, এমন সময় দেওয়ান মহাশয় সমুদায় রাজস্বের টাকা সংগ্রহ করিয়া নবাবের নিকট উপস্থিত হইলেন। নবাব দেওয়ান মহাশয়কে দেখিয়া কহিলেন, "তোমারা রাজা ত জমিদারী ইস্তফা দে দিয়া" দেওয়ান মহাশয় কহিলেন "কুছবাৎ" নবাব "ইস্তফানামা" কাগজ বাহির করিয়া দিলেন। দেওয়ান মহাশয় নবাবের হস্ত হইতে কাগজখানি লইয়া মুখের মধ্যে দিয়া খাইয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া নবাব সাহেব ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার হত্যা করিতে অনুমতি দিলেন। দেওয়ান মহাশয় তাহাতে দৃকপাত না করিয়া রাজস্বের টাকা জমা দিয়া স্বীয় প্রভুর উদ্ধার ও স্বীয় প্রাণ রক্ষা করিয়া নবাবের

শান্তি লইয়া আসিলেন। যবন কর্ত্তৃক তাঁহার ভক-জল হওয়ায় তাঁহার জাতিপাত হইল। তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের নিকট ব্যবস্থা লিলেন। পণ্ডিতেরা কহিলেন তুমি নিয়মের ইষ্টমন্ত্রজপ ও সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতে পারিবে, পিতৃকার্য্যে তোমার অধিকার থাকিবে না। তিনি তদবধি আর বাটী যাইতেন না জীবনের অবশিষ্ট কাল স্বীয় কার্য্যেই ক্ষেপণ করেন।

বর্দ্ধমানাধিপতি স্বীয় দেওয়ানের এবম্প্রকার প্রভু-পরায়ণতা গুণে বিমুগ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞাত হইলেন যে যত দিন আমাদের রাজ্য এবং এই বংশে যে কেহ উত্তরাধি-কারী থাকিবে এবং যত দিন তোমার বংশ থাকিবে পুরু-ষানুক্রমে রাজবাটীর দেওয়ানী পদ পাইবে। এবং এই মহৎকার্য্য উদ্ধার করণ জন্য তোমাদিগের বংশপরম্পরা “মহাশয়” এই উপাধিতে বিভূষিত হইবে।

তদনুসারে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র নন্দকিশোর রায় মহাশয়কে দেওয়ানীপদ দেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে ৺ যদুনাথ রায় মহাশয়কে দেওয়ানী পদে অভিষিক্ত করেন। যদুনাথ রায় মহাশয় ৺ ব্রজকিশোর রায় মহাশয়ের ঔরসে ১৬৭২ শকাব্দায় ১৬ই অগ্রহায়ণ (১১৫৭ বঙ্গাব্দে) জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত চুপীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাল্যকালে সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় রীতিমত সুশিক্ষিত হইয়া ছিলেন। এবং বর্দ্ধমানাধিপতি তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের অনুমত্যানুসারে দিল্লীর

প্রসিদ্ধ কলাবিতের (সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ) নিকট উচ্চ অঙ্গের ধ্রুপদ ও খেয়াল শিক্ষা করিয়া ছিলেন।

ইহাঁর হিন্দুধর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ইনি সন্ধ্যা বন্দনাদি কার্য্য শেষ করিয়া প্রতিদিন একটী পরমার্থ বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিতেন এবং তম্বুরা সংযোগে উহা তান লয় সহ গান করিয়া পরে জলগ্রহণ করিতেন। কথিত আছে দিল্লী হইতে একটী অসামান্যা রূপলাবণ্য বতী উৎকৃষ্ট নর্ত্তকী আসিয়া কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে তাঁর অভিলাষানুরূপ সমাদর না হওয়ায় দুঃখিতান্তঃ করণে জলপথে নৌকা যোগে যাইতে ছিল। পূর্ব্বস্থলীর ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া বিশ্রাম করিতেছে সেই সময় দেওয়ান রঘুনাথ রায় মহাশয় গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন। দেওয়ান মহাশয়কে দেখিয়া নর্ত্তকী শুনাইয়া শুনাইয়া তদীয় হিন্দি ভাষায় বলিতে লাগিল যে "কি আক্ষেপের বিষয়! এতবড় বঙ্গদেশের মধ্যে আমার সঙ্গীতের একজন শ্রোতা মিলিল না।" দেওয়ান মহাশয় ইহা শুনিতে পাইলেন এবং তাহাকে আহ্বান দিয়া নৌকা রাখিতে কহিয়া স্বয়ং বর্দ্ধমানাধিপের নিকট বাইজীর করুণ কাহিনী বিবৃত করিলেন। রাজা বাইজীকে আনিতে লোক পাঠাইয়া দিলেন। বাইজী আসিয়া উপস্থিত হইলে নৃত্য গীতাদি উৎসবের আয়োজন হইল। বাইজী নাচিতে নাচিতে গান গাহিতে লাগিল। দুই একটী সঙ্গীত হইলে পর বাইজী মনে মনে বিবেচনা করিল যে এই সভার

গীত সর্ব্বজ্ঞ কেহ আছে কিনা জানিবার জন্য একটী রাগিনী গাহিতে গাহিতে তাহার মধ্যে অন্য একটী রাগিনী মিশ্রিত করিয়া দিলেন। দেওয়ান মহাশয় [illegible] সে কথা না কহিয়া একটী অঙ্গুলী উত্তোলন করিলেন। বাইজী দেখিয়া দেওয়ান মহাশয়কে সেলাম দিল এবং বিদায় হইবার সময় কহিয়া গেল যে বঙ্গদেশের মধ্যে ইনিই একজন সর্ব্বজ্ঞ আছেন।

ইহাঁর রচিত সঙ্গীত অদ্যাপি অনেক প্রসিদ্ধ গায়ক আয়ত্ত করিতে পারেন না।

অকিঞ্চন ভক্তিযুক্ত সমস্ত গানই দেওয়ান মহাশয়ের ১২৩৩ সালের ১৯শে ভাদ্র প্রায় ৮৩ বৎসর বয়সে জাহ্নবী তীরে এই মহাত্মা মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইহাঁর পুত্র লোকনাথ রায় মহাশয়ও উক্ত রাজবাটীর দেওয়ানী করিয়া গতাসু হইয়াছেন। তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত দেওয়ান হরমোহন রায় মহাশয় বর্ত্তমান বর্দ্ধমানের রাজসংসারে দেওয়ানী কার্য্যে অভিষিক্ত আছেন।

---

## তুলসীদাস।

সাধকাগ্রগণ্য সুকবি তুলসীদাস বাবাজী জেলা বারাণসীর অন্তর্গত রামনগর রাজধানীর নিকটবর্ত্তী ২।৩ ক্রোশ ব্যবধান কোন গ্রামে শরোজিয়া ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি রামভক্ত ঈশ্বরসিদ্ধ সাধক এবং সুপণ্ডিত

## কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

সাধক কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য সম্ভবতঃ ১৬৯০ শকাব্দায় [illegible]লোনের অন্তর্গত অম্বিকাকাল্‌না গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। [illegible] চট্টোপাধ্যায় বংশের শুদ্ধদহ মেলের কুলীন ছিলেন। [illegible] কিম্বদন্তী আছে যে কমলাকান্ত বাল্যকালে কিছুমাত্র [illegible] পড়া শিক্ষা করেন নাই। কেবল গোচারণ করিয়া [illegible]াইতেন। এক দিবস কোন একটী যোগিনী আসিয়া [কম]লাকান্তকে দীক্ষা প্রদান করেন এবং কমলাকান্তকে [বলি]য়াছেন যে যদি তোর মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে দেখিতে [পা]স্, তবে কাহার নিকট প্রকাশ করিস্ নাই। আমি [ছ]য়মাস পরে দেখা করিব। কিন্তু ইহা প্রকাশ হইলে আর আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। এই বলিয়া যোগিনী প্রস্থান করিলেন। কমলাকান্ত বৃক্ষতলে নিদ্রাভি[ভূ]ত হইলেন। নিদ্রাযোগে তাঁহার ইষ্টদেবীর মূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং নিদ্রাভঙ্গে আর তাঁহাকে না দেখিয়া এই গানটী রচনা করিলেন।

> হায় গো আমার কি হলো।
>
> হৃদিসরোজ মাঝারে কালকামিনী লুকাল॥
>
> যখন নয়ন মুদে ছিলাম, তখন তারা ছিল,
>
> চাহিতে চঞ্চলা মেয়ে পলকে মিশায়ে গেল॥

গীত রচনা করিয়া স্বয়ং গাইলেন, রাখালগণ শুনি[য়া] সেই তাহা আগ্রহের সহিত শিক্ষা করিল সেই গীত

ক্রমশঃ হাটে, ঘাটে, মাঠে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।
যোগিনী দুই মাস পরে আসিয়াছিলেন, গান শুনিয়া
চলিয়া গেলেন, আর কমলাকান্তের সহিত সাক্ষাৎ
করিলেন না।

যোগিনীর নিকটে মন্ত্র পাইয়া অবধি [illegible]
সাধনাদিতে বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিল। অল্পকাল মধ্যেই [illegible]
শাস্ত্র ও সঙ্গীত শাস্ত্রাদিতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেন।
পারমার্থতত্ত্ব বিষয়ক সঙ্গীত রচনা দ্বারা ইহাঁর নাম
অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়া উঠিল। বর্দ্ধমানাধিপতি তেজশ্চন্দ্র
বাহাদুর অম্বিকা কালনায় মধ্যে মধ্যে আসিয়া বাস
করিতেন। লোক পরম্পরায় কমলাকান্তের সাধন ও
কবিত্বের কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।
তাঁহাকে দর্শন মাত্র রাজার মনে ভক্তি ভাবের উদয়
হইল। মহারাজ তেজশ্চন্দ্র তাঁহাকে গুরু ও সভাপণ্ডিত
পদে বরণ করিয়া বর্দ্ধমানে আনয়ন পূর্ব্বক ১৭৩১ শকাব্দে
কোটাল হাট নামক স্থানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া
দিলেন। ভট্টাচার্য্য একটী কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও পঞ্চমুণ্ডী
আসন করিয়া তদুপরি উপবেশন করিয়া সাধনাদি
করিতেন। বর্দ্ধমানাধিপতি তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরই উহার
সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। প্রতিবৎসর বিশেষ সমা-
রোহের সহিত কালীপূজা সম্পাদিত হইত।

এক সময়ে ইনি "গুরুগীতের ডাকা" নামক

...সাতে আক্রমণ করে। ইনি দস্যুগণকে কহিলেন বাপু ...বার দাঁড়াও আমার ইষ্টদেবীকে একবার ডাকি তাহার ... তোমরা আমাকে বধ করিও। এই বলিয়া এখনি ...আমার আর কিছু নাই শ্যামা। তোমার কেবল দুটী ...ন রাঙ্গা॥" এই গানটি রচনা করিয়া গাইছিলেন। ...ানহৃদয় দস্যুগণের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। দস্যুরা ...াকে না মারিয়া "যাও ঠাকুর" বলিয়া ছাড়িয়া দিল।

---

## রামনিধি গুপ্ত।

রামনিধি গুপ্ত ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী ...পড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরি ...নারায়ণ কবিরাজ। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুকালে ইঁহার উনিশ ...বিশ বৎসর মাত্র বয়স ছিল। নিধুবাবু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পা-...নির অধীনে ছাপরায় কালেক্টরী আফিসে কেরাণীগিরি ...র্য্য করিতেন। ইনি শেষদশায় কলিকাতার কুমারটুলীতে ...টী করিয়াছিলেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ৯৭ বৎসর বয়সে নিধুবাবুর মৃত্যু হয়।

---

## হরুঠাকুর।

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে হরুঠাকুর কলিকাতার অন্তঃপাতি সিমুলিয়া ...পল্লীতে ৺কালীচন্দ্র দীর্ঘাঙ্গীর ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন।

ইঁহার প্রকৃত নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী। ইনি রাঢ়ীয় শ্রেণীর কষ্টশ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি অতি উৎকৃষ্ট কবি-গান রচনা করিতে পারিতেন। রঘুনাথ দাস নামক জনৈক ইঁহার রচিত গীতাদি সংশোধন করিয়া দিত। রাজা নবকৃষ্ণের অনুরোধে ইনি একটী পেশাদারী কবির দল বাঁধেন। পূর্ব্বে তাঁহার একটী সখের দল ছিল। রাজা নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পর ইনি শোকে অধীর হইয়া কবির দল ভঙ্গ করেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ৭৭ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

---

## ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

ত্রিবেণীর অন্তঃপাতী কাঁচড়াপাড়া গ্রামে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত। ইঁহারা জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। ইনি সংবাদ প্রভাকর, পাষণ্ডপীড়ন, সাধুরঞ্জন প্রভৃতি কাগজগুলির সম্পাদক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ রায় প্রভৃতি বঙ্গের খ্যাতনামা লেখকগণ কবিতা রচনা বিষয়ে ইঁহার ছাত্র ছিলেন। প্রবোধ প্রভাকর, হিত প্রভাকর, বোধেন্দু বিকাশ ও কলি নাটক নামে চারি খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কলিনাটক খানি অসম্পূর্ণ রাখিয়া কবি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ইঁহার রচিত তপসে মাছ, বর্ষা, পৌষপার্ব্বণ প্রভৃতি রচনাগুলি অতীব সুন্দর।

৩০ ত্রিশ বৎসর অতীত হইলে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইনি রামপ্রসাদ কমলাকান্ত প্রভৃতির ন্যায় একজন সাধক কবি ছিলেন। ইনি একটী কালীমূর্ত্তি স্থাপনা করেন। অদ্যাপি উহা আলিপুরের মাঠে আছে। সোনাচুকে নামক একজন চণ্ডীর গান গায়ক ইঁহার রচিত বিস্তর গান গাহে।

---

## নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

এই সাধক মহাত্মা জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মাহুন্দ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার রচিত বিস্তর শ্যামা বিষয়ক সঙ্গীত আছে। কলিকাতার রাস্তা ভিখারীদিগের নিকট ইঁহার অনেক গীত শুনিতে পাওয়া যায়।

আমরা ইনি কোন সালে, কাহার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। জীবনে কি কি ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা জানিতে পারি নাই। যদি কোন মহাত্মা আমাদিগকে লিখিয়া পাঠান তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হইব।

---

সম্পূর্ণ।